...টি।

...সামাজিক উপন্যাস।

সমাজ বিপ্লব, প্রকৃতিতত্ত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব
ইহাই এ গ্রন্থের সার-মর্ম্ম।

প্রথম ভাগ।

শ্রীমাণিকলাল চট্টোপাধ্যায়।
প্রণেতা ও প্রকাশক।
[৩৫ নং, বলরাম দের ষ্ট্রীট ; কলিকাতা।]

কলিকাতা,
...লা ষ্ট্রীট ; সাম্যানন্দ প্রেসে
...নাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

...সন ১৩০১ সাল।

[মূল্য ৸৹ আনা।]

ভবের হাট।

সামাজিক উপন্যাস।

অবতরণিকা।

ভবের মজায় কত সাজা আর ভবের মজা কত সোজা ইহাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ভবের হাটের হেটোও অসংখ্য, ভবে হাটও অসংখ্য হেটোগণ চার বর্ণে বা চার শ্রেণীতে বিভক্ত যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি মায়া পথে ও কতকগুলি জ্ঞান পথে বা যোগ পথে ফিরিতেছেন। অষ্ট অঙ্গযুক্ত মায়া পথে চারটি বর্ম্ম আছে, প্রথম বর্ম্ম মোহ, ইহার দুইটি অঙ্গ হল অনাচার ও অনিয়ম। বর্ব্বর আথ্যাধারি অনাচারি অনিয়মি ম্লেচ্ছগণ এই পথের পথিক্, স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ভোগীদিগের সেবাই ইহাদের কার্য্য। দ্বিতীয় বর্ম্ম অহঙ্কার; ভোগ ও বিলাস ইহার দুইটি অঙ্গ, এই পথের পথিকদিগকে দাম্ভিক কহে, পর হিংসাই ইহাদিগের জীবনের সার ব্রত, দুরাশা পথ প্রদর্শক, বিলাস ও ভোগ কার্য্য, এই দম্ভ-পূর্ণ হিংস্রকগণ, ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভীষণ মাংস-লোলুপ; শৃগাল অপেক্ষা ধূর্ত্ত; ভূজঙ্গ অপেক্ষা বিষধর; বেদে কিম্বা পুরাণে নরক বলে যদি কোথাও ঘৃণিত নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে তাহলে স্বার্থপর অহঙ্কারিব হৃদয়-ক্ষেত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। তৃতীয় বর্ম্ম সংশয়। ক্ষোভ এবং অভিমান ইহার দুইটি অঙ্গ, পাণ্ডিত্যাভিমানি নাস্তিকগণ এই পথের পথিক ইহারা মুখে ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করে না কিন্তু কার্য্যকালে সামান্য, প্রকৃতি দাস হইয়া অনিত্য পদার্থ সকলের অস্তিত্ব স্বীকার করে অর্থাৎ ভোগ্য বস্তু সকল আছে—ইন্দ্রিয়গণ আছে—কিন্তু আমি নাই—আত্মা নাই—ঈশ্বর নাই—এইরূপ ভ্রান্তিজালে জড়িত, যেমন দশ জন

যাত্রি মিলিয়া কোন একটি নদী পার হইয়া সংখ্যা স্থির করিবার জন্য গণনায় নিযুক্ত হইলে প্রত্যেকে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া গণনা করিয়া দেখে নয় জন ভিন্ন হয় না, কিন্তু ধারণা আছে দশ জন এসেছি শেষে মীমাংসা করিতে না পারিয়া ক্ষোভে ও অভিমানে বিষম যাতনা ভোগ করে; আত্মতত্ত্ব হারা নাস্তিকদেরও পরিণাম ঐ প্রকার; কর্ত্তা শূন্য ক্রীড়াই ইহাদিগের ধারণা—বিজ্ঞান বলে বস্তু বিষয়ের গুণ অনুসন্ধানে উন্মত্ত, কিন্তু বিষয় যে কার সে দিকে সম্পূর্ণ জ্ঞানাঅন্ধ মায়াপথের চতুর্থ বর্ম্ম বিক্ষেপ; (ধারণা বিহীন সত্য জ্ঞান বা বিকৃত জ্ঞান) ভয় ও অনুতাপ ইহার অঙ্গ এই পথের পথিক যাহারা নিয়তই বিক্ষিপ্ত পদে পদে ভয় ও অনুতাপগ্রস্ত। ইহারা যেন স্বপ্নে ধর্ম্মের মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া জাগ্রত অবস্থায় অনুসন্ধান করিতেছে কিন্তু অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছে না বলিয়া ভয়ে অভিভূত হয়। অজ্ঞান বশতঃ সুদূর পরিণাম দেখিতে না পাইয়া দুষ্কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্য অনুতাপানলে তনু দগ্ধ করে, ইহারা মৃত্যু কি, কিছুই ধারণা করিতে পারে না; পরিণাম কি দেখিতে পায় না অথচ ভয়ে অনুতাপে ক্ষুব্ধ, অগত্যা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কাল যাপন করে। যোগপথ ও মায়া পথের ন্যায় অষ্টাঙ্গ যুক্ত চার মার্গে বিভক্ত, প্রথম ভক্তি মার্গ যম ও নিয়ম, দ্বিতীয় যোগ মার্গ আসন ও প্রাণায়াম, তৃতীয় বিজ্ঞানমার্গ প্রত্যাহার ও ধ্যান। চতুর্থ জ্ঞান মার্গ ধারণা সমাধি। ভবের হাটের ব্যাপারীগণ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা নির্দ্দিষ্ট আপন আপন দোকান খুলিয়া লাভের প্রত্যাশায় কর্ম্মে ব্যস্ত, মহা-মায়ার অপূর্ব্ব কৌশলে, কেহ বা কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মভার খণ্ডন করিতেছে, কেহ বা কার্য্যের দ্বারা, কার্য্য ভারের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতেছে, কেহ বা যথেষ্ট মূলধন আনিয়া কুসঙ্গে কুরঙ্গে মাতিয়া শেষে নিঃস্ব হইয়া কাঁদিতেছে, কেহ বা রিক্ত হস্তে আসিয়া সাধুসঙ্গগুণে প্রচুর ধন সংস্থাপন করিয়া আনন্দে হাসিতেছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী "ভবের হাটের" বিরাট ছবি ধারণা করি এ দরিদ্র দ্বিজের ক্ষুদ্র অন্তরে সে স্থান কোথায়? আব্দার বালকের চাঁদ ধরার মত আমি এ কার্য্যে অগ্রর হয়েছি, ভরসা একমাত্র গুণি ও জ্ঞানিগণের অভয় পদরজ। সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ চপল ব্রাহ্মণের চপলতা মার্জ্জনা করিবেন; আমি কবিগুরু মহাত্মাদিগকে নমস্কার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

এ সুন্দরি কে ?

সার্দ্ধ তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে যখন সমগ্র ভারতভূমি রাজপুতদিগের বীরত্ব গৌরবে মুগ্ধ ও মোগলদিগের আততায়িতায় ক্ষুব্ধ, সেই সময় বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে বেতস্‌পুর নামে জনাকীর্ণ ও শ্যামল শস্যক্ষেত্রপূর্ণ একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। তখন পূত সলিলা জাহ্নবির প্রবলপ্রতাপ; আধুনিক লৌহ শৃঙ্খল ভার বহনের চিন্তাশূন্য ও সমাজে ডাটি রিভার বা ময়লা জল বলে ঘৃণিত হন নি; সাধারণের নিকট ভক্তিময়ী ও আদরিণী ছিলেন; গরবিনী মনের গরবে ফুল ভূষায় ভূষিতা হইয়া সোণার অঞ্চল অঙ্গে ছড়াইয়া চঞ্চল চরণে বেতস্‌পূরের তটস্থ শ্রেণী বদ্ধ সোপানাবলীতে ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত, কখন বৃদ্ধ দিগের শিব পূজার আতপ তণ্ডুল ফুল বিল্বদল ভাসাইয়া দিতেছে; .কখন প্রৌঢ়া দিগের তটস্থ কলসি গর্ভসায়ি করিতেছে কখন বালিকা দিগের অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে; কখন জলমগ্না যুবতিদিগের সুন্দর মুখ খানি দেখিবার জন্য অবগুণ্ঠন মোচন করিতেছে, কখন বা গললগ্ন-কৃতবাস যুবকবৃন্দের মস্তকে উঠিতেছে, সোপান উপবিষ্ট বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের কোশা কুশি কুশাসনের উপর ঝাপাইয়া পড়িতেছে; একটি যুবক তরঙ্গিনীর বেগাতি সহ্য, সহ্য করিতে নাপারিয়া কম্পিত অধর ওষ্ঠে মহিম্ন স্তব আওড়াইতে ২ অবগাহনে ক্ষান্ত দিয়া তটস্থ দিবাকরের করে আশ্রয় গ্রহণান্তর গাত্র মার্জ্জনি দ্বারা আর্দ্র গাত্র ও মস্তক শুষ্ক করিয়া গঙ্গে গতি দায়িনি বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রনাম করিলেন, পরে সূর্য্য প্রণাম করিয়া বাটী অভিমুখে যাত্রা করিবেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে একটি বৃদ্ধ বলিলেন বলি যোগেশ বাবুর কি নাত বৌয়ের চাঁদ মুখ খানি মনে পড়েছে নাকি? তাই তিন কথায় পূজা আহ্নিক সেরে রণমুখো সেপায়ের মত ছুটেছ"। যুবকটির নাম যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বয়স সপ্তবিংশ কি অষ্ট বিংশর মধ্যে, উজ্জল গৌরবর্ণ, অঙ্গসৌষ্ঠব এক জন শ্রীমান্ পুরুষে যতদূর সম্ভবে; যোগেশ বাবুতে সে সমস্তই বর্ত্তমান ছিল দেখিলে বোধ হয় মিতভাসি ও বলিষ্ট মুখাবরণে সরলতার চিহ্ন স্পষ্ট যেন মাখান রয়েছে, যোগেশ বাবু পশ্চাৎ ফিরিয়া বিনীতভাবে উত্তর করিলেন 'আজ্ঞে সে জন্য, নয় ঠান্‌দিদির জোর তলপ পড়েচে তাই ছুটতে হচ্চে" বৃদ্ধ রদনহীন বদন প্রক্ষালন করিয়া অট্টহাসি

হাসিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন "দেখ ভাই পথে যেতে যেন হোচোট খেয়ো না! মাগির নথ নাড়ার টান সইতে পারবে তো আমি তার ভয়ে গঙ্গাগর্ভ সার করেছি "যোগেশ বাবু বলিলেন দাদা মহাশয় সন্তরণ বিষয়ে যে পারদর্শিতা লাভ করেছে সে কি কখন তুফানে ভয় পায়" এই কথা বলিয়া তিনি গ্রামস্থ পন্থা অবলম্বন করিলেন নদীতীর পার হইয়াই ত্রিসীমায় পন্থাটি বিভক্ত, উত্তর দক্ষিণে দুইটী সরলভাবে ও পূর্ব্ব সীমায় অপরটি কিঞ্চিৎ বক্রগতিতে ধাবিত, মধ্যস্থলে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ পরস্পরের সীমা নির্দ্ধারণরূপে দণ্ডায়মান, উহার তলদেশে কতকগুলিন লোষ্ট্র খণ্ডে সিন্দুর চন্দন মাখান ও ফুল বিল্ব-পত্রে সজ্জিত শীতলা ষষ্ঠী প্রভৃতি গ্রাম্য দেব দেবীতে পূর্ণ অবগাহনান্তর শুচি হইয়া গ্রাম বাসিরা উক্ত দেবদেবীদিগকে কেহ বা ফুল, বিল্বপত্র দ্বারা ভক্তি সহকারে পূজা অর্চ্চনা ও কামনা করিয়া কেহ বা গঙ্গোদক দ্বারা দেবদল তুষ্ট করিয়া কেহ কেহ শুদ্ধ প্রণাম করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে যাত্রা করিত, যোগেশ বাবুও সেই পন্থা নির্দ্দিষ্ট সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন যখন গাত্রোত্থান করেন আধ আধ কথায় " মা বড় খিধে পেয়েছে খাবার দেনা" কিশোরের মধুর রব তাহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল, তিনি চকিত নয়নে চাহিয়া দেখিলেন বৃক্ষের পশ্চাভাগে একটি শুষ্ক কণকলতা অনুমান তিন বৎসরের একটি সুকুমার অঙ্কে ধারণ করিয়া দর দর ধারায় বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেছে ও বালকটি কাতরকণ্ঠে বারম্বার আহার প্রার্থনা করিতেছে যুবতিটির বয়ক্রম অন্যূন পঞ্চবিংশতি বর্ষ, পরিধান এক খানি মলিন বস্ত্র বেশভূষায় বোধ হইল বিধবা, যোগেশ বাবু এই হৃদয়বিদারক চিত্র দেখিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতাগুণে ব্যাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন "মা তুমি কে? কি জন্য এস্থানে বসে আছ?" রমণীর কোন উত্তর নাই বরং অবিরাম নয়নধারা প্রবল হইয়া বক্ষস্থল হইতে বৃক্ষতলস্থ শুষ্কপত্র সকল ভিজাইতে লাগিল তখন যোগেশ বাবু নিরুপায় হইয়া রমণীর সম্মুখিন হইয়া বসিলেন এবং করযোড়ে বিনয় নম্রবচনে বলিলেন "মা আমি তোমার পুত্র আর কেঁদো না স্থির হও তোমার চক্ষের জল আমার বক্ষে শেল সম বিদ্ধ হইতেছে কি হয়েছে স্পষ্ট খুলে বল দেখি যদি এ ক্ষুদ্র দেহ হতে তার কোন প্রতিকার সম্ভবে। রমণী কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কথঞ্চিৎ মনবেগ সম্বরণ করিয়া ভাবিতেছে ইত্যবসরে

বালকটী মহামায়ার কি অপূর্ব্ব কৌশলে জানি না সহসা মাতৃক্রোড় হইতে ঝাপাইয়া যোগেশ বাবুর গলা ধরিয়া আধ আধ কথায় বলিল "দাদা বড় খিদে পেয়েছে" তখন যোগেশ বাবুআর মনভাব গোপন করিতে পারিলেন না চক্ষে জল দেখা দিল তিনি সস্নেহ ভাবে বাষ্প গদ গদ স্বরে বলিলেন "ভয় কি দাদা কি খাবে চল আমি এখুনি দিতেছি" তখন রমণী যোগেশ বাবুর অলৌকিক সরল ভাবে বিস্মিত হইয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন 'মহাশয় আমি আশ্রয়হীনা ভিখারিণী এই কথা বলিয়া রমণীর পুনরায় শোকাবেগ দেখা দিল পুনরায় নয়নের জলে বক্ষস্থল ভাসিতে লাগিল কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল যুবতি আর কথা কহিতে পারিলেন না তখন যোগেশ বাবু বলিল মা আর আমি আপনার ব্যথিত অন্তরে ব্যথা দিতে ইচ্ছা করি না বলতে সাহস হয় না যদ্যপি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে কিম্বা বিরুদ্ধ না ভাবেন এ দীনের আলয়ে চলুন দেখি যদি ভবিষ্যতে আপনাকে সুখি করতে পারি রমণী বিনা বাক্যব্যয়ে দণ্ডায়মান হইল, যোগেশ বাবু শিশু সন্তানটীকে যত্ন পূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিয়া "এ রমণী কে" এই ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্বপন্থাভিমুখে যাত্রা করিল যুবতি পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইল।

যুগল সন্ন্যাসি।

মথুরা। এই স্থলটী বঙ্গবাসী মাত্রেরি পরিচিত, এক সময়ে যে স্থান বসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ও দুর্দ্দান্ত কংশরাজের রাজধানী ছিল। এক সময়ে যাহার পরিখা গড় ও হৈমময় হর্ম্ম্য শ্রেণীর শোভায় সমগ্র জনগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিত ও মহাবীরের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইত, অধুনা সেই মথুরা কঙ্কাল অবশিষ্ট কৃতজ্ঞ বঙ্গবাসীর নিকট স্মরণার্থ চিহ্ন স্বরূপ পুণ্য তীর্থে পরিণত। এ বিশ্বরূপ নাট্যশালার বেশকারি কাল! কখন কাহার মুখ মণ্ডল নানা রংঙ্গে চাকচিক্যশালী করিয়া মোহন বেশ ভূষায় ভূষিত করিতেছে। আবার ক্ষণপরে উহার সুখশয্যা কাড়িয়া লইয়া অন্য অভিনেতৃর মনস্তুষ্টি করিতেছে। কখন কাহাকে অভিনয়চ্ছলে হাসাইতেছে; আবার ইচ্ছাক্রমে তাহাকেই কাঁদাইতেছে; কখন জীর্ণ কুটীরবাসীকে রত্ন

সিংহাসনে বসাইতেছে, কখন বা মহারাজ চক্রবর্ত্তীকে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে পরাইতেছে; কখন বা দাম্পত্য প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে; কখন বা নিরোপমা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীর প্রতি মমতা শূন্য হয়ে তাহাকে আলুলায়িত কেশে ছিন্নবেশে হাঃ হতোস্মিন্ শব্দে ভীষণ শ্মসানের দিকে ছুটাইতেছে। জগতস্থ জীবমাত্রেই কালের অভিনয়ের বালক মাত্র, লোক পিতামহ ব্রহ্মা যাহাকে যে রূপ ভাবে যে যে অঙ্কে অভিনয় করিতে হইবে উহার নিদর্শন পত্র প্রত্যেকের ললাট দেশে লিখিয়া দিতেছে। কার্য্যক্ষেত্রে কাল তাহাই সম্পাদন করিতেছে, অপরের চিরসুখ কালের চক্ষুশূল সুতরাং আজীবন কেহ সুখভোগ করিতে পায় না। সেই জন্য আজ শোভার আধারস্থল মথুরাকে আমাদিগকে শ্রীহীন দশায় দেখিতে হইল। আমাদিগের আখ্যায়িকা যে সময়ের উক্ত মথুরা বীর প্রসবিনী চিতোরের রাণা বংশের শাসনাধীন ছিল। ঝিল্লি নাম্নী একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গিনী হিরার হারের ন্যায় উহার হতশ্রীর কথঞ্চিৎ গলদেশের শোভা সম্পাদন করিত। নগরবাসী জনগণের পারাপারের সুবিধার জন্য স্রোতস্বতীর বক্ষে একটি প্রস্তর সেতু ছিল, নদীগর্ভে পতিত হইবার আসঙ্কায় সেতুর উভয় পার্শ্বে দুইহস্ত পরিমিত প্রশস্ত প্রস্তরের প্রাচীর। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মসিজীবি ব্যক্তিগণ স্ব স্ব কর্ম্মস্থান হইতে কেহ বা আপন শিশু পুত্রকন্যার কেহ বা যুবতি প্রণয়িনীর চাঁদমুখ খানি চিন্তা করিয়া ছুটিতেছে কেহ বা কর্ম্মে শৈথিল্য হেতু প্রভুর নিকট অপমান সূচক তিরোক্তিগুলি স্মরণ করিয়া ক্রোধে অভিমানে ম্লান হইয়া চলিয়াছে; কেহ বা স্বল্প বেতন হেতু সংসারের অভাব মোচনে অপারক সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া যাইতেছে। শস্যজীবি কৃষকগণ সমস্ত দিন ক্ষেত্রকর্ষণে আক্রান্ত হইয়া লাঙ্গল স্কন্ধে লইয়া জল আশায় আকাশেরদিকে চাহিতে চাহিতে ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবিয়া অধির হইয়া স্ববাঁর বৃদ্ধ যুগল বৃষের লাঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া আপন আপন পর্ণকুটীরেরদিকে ধাবিত। বন্যার স্রোতের ন্যায় পাঠশালার বালকগণ সাক্ষাৎ শমন সদৃশ গুরু মহাশয়ের কঠিন বেত্র হতে আজিকার মত মুক্তি লাভ করিল ভাবিয়া আনন্দ রবে উঠিয়া পড়িয়া ছুটিয়াছে। বণিকগণ সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আপন আপন বিপণির মঙ্গল কামনায় ধুনা গঙ্গাজলের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতেছে যাহার দিবাভাগে প্রচুর লাভ হইয়াছে সে কোথাও গঙ্গাজল ছিটাইয়াছে কোথাও বা আনন্দে

ভূলিয়া গিয়াছে কোথাও ধুনার ধুম দিয়াছে কোথাও বা দেয় নাই আনন্দে আয়াসে বসিয়া এক হস্তে হুকা ধরিয়া তাম্রকূটের মধুর রস আস্বাদন করিতেছে অপর হস্তে তর্জ্জনিতে কর কেরাইয়া লাভের সংখ্যা স্থির করিতেছে যাহার কিছুই বিক্রয় হয় নাই তাহার আর বারবার ধুনা গঙ্গাজল দিয়া তৃপ্তি হইতেছে না, মৃত্তিকার গণেশটি গলিয়া যাইবার উপক্রম, তহবিল বাক্সটির একপুরু বারণিশ উঠিয়া গেল. ধুনার ধুমে মহাষ্টমির সন্ধিক্ষণ দেখা দিল। পল্লিস্থ দেবালয়ে ও গৃহস্থদিগের শঙ্খ ঘণ্টার নাদ বণিকদিগের ধুনার গন্ধে মিশিয়া গিয়া এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবে নগর মাতাইয়া তুলিল। আজি অমা তিথি, নিশাসতী, পতিহীনা হইয়া ম্লান বদনখানি তিমির বসনে আবৃত করিয়া ক্রমে দেখা দিল, এতক্ষণ কুমদিনী স্বপত্নি নিশাদেবিকে ফাঁকি দিয়া পতি সম্ভোগ ইচ্ছায় উৎফুল্ল মুখে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল শেষে কুমদ বান্ধব দেখা দিল না দেখিয়া নিরাশা পবনবেগে অভিমান সরোবরে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া চলিল, ঝিল্লিগণ তাই দেখিয়া হায় কি হইল বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল খদ্যোৎদল এত দিন কুমুদনাথের প্রভা দেখিয়া মলিন হইয়াছিল আজি জ্ঞাতির দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্যাঙ্গচ্ছলে আত্মিয়তা দেখাইবার জন্য সকলে প্রফুল্ল মনে যে যাহার ক্ষুদ্র দীপালোক জ্বালিয়া সরোবরে চতুর্দ্দিগে কুমুদিনীকে খুজিতে লাগিল বিরহ বিধুরা কমলিনী কুমদকে নিকটে পাইয়া মিষ্ট ভৎসনাচ্ছলে নীতিশিক্ষা দিতেছে, তটস্থ একটী শৃগাল খদ্যোৎ আলোকে তাই দেখিয়া হায় কি দেখিলাম বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল ঐ শব্দে গগণে এক প্রহর নিশ ঘোষণা হইল. সেই ঘোর নিশীথ সময় দীর্ঘশ্মশ্রু ও জটাজূট মণ্ডিত দুইটি নবীন সন্ন্যাসী নগর হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়া ধিরে ধিরে পাদচারণ করিতে করিতে নদীবক্ষস্থ সেতুর উপর আসিয়া উহার পার্শস্থ প্রাচীরোপরি উপবেশন করিল, উভয়ের বয়ক্রম ত্রিংশ দ্বাত্রিংশর মধ্যে, প্রথমটির তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, দীর্ঘাকৃতি; দ্বিতীয়টি উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ খর্ব্বাকৃতি উভয়েরি পরিধান গৈরিক বস্ত্র হস্তে রুদ্রাক্ষের জপ মালা প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে সম্বোধন করিয়া বলিল।

'আচ্ছা ভাই বিনয় বলতে পার ঈশ্বর অর্থ পিশাচ দিগের সহ্য কিরূপ দণ্ডের সৃজন করেছেন।

"ছি নবীন বাবু আজোও আপনার মোহ গেলোনা! এক্ষণ আপনার অন্তর রিপুর অধীন? তাহলে আপনি কি করে পরমানন্দের প্রেমলাভ করবেন। নবীন বাবু কিছু অপ্রতিভ হইয়া ঔদাস্য ভাবে উত্তর দিলেন ভাইরে যদিও আমি সংসার আশ্রমে আহুতি দিয়াছি সুখভোগ ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু কিছুতেই যে পোড়া স্মৃতির হাত হতে মনকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না তার উপায় কি বলনা?

"তা হলে আর আপনি কি জন্য পবিত্র গৈরিক বস্ত্রের অপমান করেন যখন আজও আপনার চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটে তখন আপনি কিছুতেই লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিবেন না, আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলেছি আপনি যদ্যপি যথার্থ সরল ভাবের প্রাকৃতিক প্রেমিক হন তাহলে পবিত্র প্রেম অনু-সন্ধানে আসুন, এ প্রেম বিষামৃতে পোরা ভাবুক ভিন্ন তত্ত্বলাভ পায় না সেই জন্য বলচি এক্ষণে আপনার সংসারিক প্রেম শিক্ষার আবশ্যক আর কেন বৃথা এরুষ্ট শিকার করেন অগ্রে আপনার প্রেম পিপাসার পূর্ণ করুন পরে এব্রতে ব্রতী হবেন।

"বিনয় বাবু ক্ষমা করুন আর আমায় প্রেমিক হতে অনুরোধ করবেন না, ওকথাটাতে আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগে আমি প্রেম শিক্ষা করতে আসিনে প্রেমিক হতে চাইনে; ভাঙ্গা প্রাণে প্রেম কখন ভাল লাগে? এক্ষণে আমায় অনুগ্রহ করে বলে দিন এ পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন স্থান আছে যেথায় সরলতা ছড়ান পাপ হিংসা দ্বেষ লোভ শূন্য সুন্দরী ছায়া মাত্র নাই। যা'র জন্য স্মৃতি আমায় আজো যন্ত্রণা দেয়। বলুন কোথায় পুণ্য ক্ষেত্র আমি তারই অন্বেষণে এ কায়াকে উৎসর্গ করেছি।

"নবীন বাবু যখন আপনার সুখ দুঃখ সম জ্ঞান হবে যখন আপনি অভিমান শূন্য হয়ে আবাহন বিসর্জ্জন তুল্য বিবেচনা করবেন যখন আপনার প্রকৃতি পুরুষে দ্বিধা ভাব থাকবেনা যখন আপানর চক্ষুহতে লজ্জা ভয় সরে যাবে, যে দিন আপনি বিষ্ঠা চন্দনকে এক ভাবে আদর করতে শিক্ষা করবেন যে দিন আপনার সন্দেহ বিশ্বাসে মিসিয়ে যাবে আপনি সেই মুহূর্ত্তেই জগৎ জুড়ে ভ্রমন করলেও যা পাবেন না বিনাশ্রমে আপনার ওই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেই সেই পবিত্র ক্ষেত্র মানস দর্পণে দেখতে পাবেন।

"ভাই! তোমার জ্ঞানগর্ভ তিরস্কারে আমার যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হইয়াছে; আর কিছুদিন আমায় পরিক্ষা অবস্থায় থাকিতে দাও, দেখি মনকে দমন করিতে পারি কি না। ভাল বিনয় বাবু; প্রায় এক সপ্তাহ্ অতীত হইল, আমরা কমলা দেবীর মন্দিরে আছি। স্বামীজীকে তোমার কিরূপ বিবেচনা হয়।"

"এক জন জ্ঞানি পরমহংস বলিয়া।"

'ভাই যে সকল সাধু পুরুষদিগের, এ জগতের সহিত কর্ম্মকাণ্ডের কোন সংস্রব নাই, যাহারা অন্তর্জগতে, পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া, পরম আনন্দ ভোগ করেন, তাহারাই হইলেন পরমহংস। এর তো দেখিতে পাই এক্ষণ বিলক্ষণ ইন্দ্রিয় লালসা; সুন্দরী দেখিলেই ভগবতী বলিয়া, পার্শ্বে বসাইরা পূজা করা হয়, স্বস্ত্রীক শিষ্য পাইলে দিক্ষা দেওয়া আছে। ধনাঢ্যের আহ্বানে, আগ্রহ সহকারে তাহার অন্তপুর পবিত্র করিয়া থাকেন; এ সকল কি পরমহংসের লক্ষন?"

"নবীন বাবু ছিদ্র অন্বেষণ করিবার কিবা প্রয়োজন আছে? আমরা উপদেশ পাইবার জন্য আসিয়াছি তাহা পাইলেই যথেষ্ট হইল।

"দাদা অপরিস্কার গামছায় গা মুছিলে, গা পরিস্কার হওয়া দূরে থাক্, আরো ময়লা জড়াইয়া ধরিবে।"

"নবিন বাবু! যখন আপনার অন্তরে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আর এ স্থানে থাকা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না; কল্য প্রত্যুষেই স্থানান্তরে যাত্রা করা যাইবেক। এক্ষণে আসুন! কিঞ্চিৎ দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ক্ষুধা দূর করিগে।"

এইরূপ কথোপকথনের পর উভয়ে সেতুর পর পারে আসিয়া, কানন অভ্যন্তর দিয়া দেবীর মন্দির অভিমুখে যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে সহসা নবীন বাবু শিহরিয়া উঠিয়া বিনয় বাবুকে অঙ্গুলি দ্বারা পার্শ্বস্থ লতাকুঞ্জ দেখাইয়া কহিল। "বিনয় ওই দেখ আজ আবার সেই ভৈরবীমূর্ত্তি ত্রিশূল হস্তে দেখা দিয়াছেন।" ইত্যবসরে ভৈরবী উভয়ের সম্মুখিন হইয়া বলিল; সাবধান! আর পদমাত্র অগ্রসর হইলে প্রাণ হরাইবে, শত্রুচর সন্নিকট, তোমরা শীঘ্র সেতু পার্শ্বস্থ তরী আরোহণে পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান কর।' ভৈরবী অদৃশ্য

মায়াপ্রেসে মুদ্রিত, ৩৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীমানিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্ম্মা নগদ মূল্য ১০ আনা।

হইল। উভয়ে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া, ক্ষণেক চিন্তার পর ভৈরবীর আজ্ঞা পালন করিল।

ভৈরবী।

মথুরার পশ্চিমাঞ্চল কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত,—উহার তলদেশে ঝিল্লি নদী ক্ষীণস্বরে প্রবাহিত, উক্ত পর্ব্বতমালা সংলগ্ন এক খণ্ড উপত্যকা ভূমি কতকগুলি গ্রাম্য ফল পুষ্প বৃক্ষে সজ্জিত, মধ্যস্থলে একটি শ্বেত প্রস্তর বেদী; এক কথায় ঐ ভূমিখণ্ডকে একটি সুরম্য বিলাস কানন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাতসূর্য্যের কিরণ-জাল পতিত হওয়াতে বোধ হয় যেন বিলাস কাননটি কি এক নবভাবে হাস্য করিতেছে। ক্রমে বেলা বৃদ্ধির সহিত একটি সুন্দর শ্রীবান পুরুষ উক্ত উদ্যানে দেখা দিল। পরিধান রাজ-উপযোগী বহুমূল্য চাক্‌চিক্যশালী পরিচ্ছদ, হস্তে হিরণ্ময় বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠাভরণ শোভা পাইতেছিল। উষ্ণীস আভায়, পর্ব্বত প্রদেশে সম উজ্জ্বল করিয়াছিল; কোশে শানিত অসী। ধিরে ধিরে নতশীরে পাদচারণ করিতে করিতে বেদীর এক পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল।

কুঞ্চিত ললাটদেশে যেন কি ভীষণ চিন্তার লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে; যুবক! ক্ষণেক স্থির ভাবে ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া, উর্দ্ধ মুখে একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত সহসা বলিয়া উঠিল; "গুরুদেব আপনার এই কর্ম্ম? অহো! আমি কি এতদিন পরম সাধুবোধে চণ্ডালের পূজা করিতে ছিলাম? গুরুদেব কেন আমার অচল অটল বিশ্বাসে পাপ সন্দেহ ঘটাইলেন? কেন আমার হৃদপিণ্ড উৎপাটন করিলেন; হায়! হায়! শেষে কি পবিত্র "কমলা মন্দির" রাজ্ঞীর ধর্ম্ম নষ্টের স্থান হইল। ওঃ আর যে চিন্তা করিতে পারি না। মাগো জগদম্বে! জানি না এ ঘোর নারকীর জন্য কি কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছেন। মা যখন মান গেল, ধর্ম্ম গেল, তখন এ পোড়া প্রাণে কি প্রয়োজন

আছে; লও মা তোমারি অর্পিত দেহ আজ তোমারি অভয় পায় অর্পণ করিব।” যুবক উন্মত্তের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিল, কোষ হইতে অসি গ্রহণ করিল; আবার পরক্ষণে চিন্তার অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তিপ্রভাবে মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ হিংসা ও ক্রোধের ভাব ধারণ করিল। ললাটদেশে রক্তিম আভা শীরা সকলে দেখা দিল, চক্ষু ও নাসিকা হইতে অনলরাশির আবির্ভাব হইল, হস্তস্থিত উলঙ্গ অসি রবি করে ঊর্দ্ধে নাচিতে লাগিল। যুবকের সে অবস্থা দেখিলে বোধ হয় যেন সাক্ষাত শমন, সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ক্রোধোন্মত্ত রুদ্রমূর্ত্তি কখনও ইতস্তত ছুটিতেছে, কখন আপন মনে স্বদন্তে বলিতেছে, প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসাই হইল ক্ষত্রিয়ের কুলকর্ম্ম যোগের সমাধি; আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য কিছুই মানিব না। অবশ্য কর্ত্তব্য পালন করিব. কুলকর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিব। নরক i নরক! কোথায় তার স্থান। কে কবে দেখিয়াছে! ও সব বেদ পুরাণ অন্তর্গত শাসন বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমি তায় মানি না; যখন চক্রাকারে অনন্ত কাল ঘুরিতেছে; যখন চক্রাকারে আবাহমান কালাবধি এ অনন্ত জগতের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, যখন এ দেহ ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া নয়; যে জল বায়ু ও অগ্নি দ্বারা এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য সমাধা হইতেছে যখন সেই জল বায়ু ওঅগ্নি এ দেহের উপাদান তখন অবশ্যই উভয়ের একই গতি একই প্রকৃতি যখন গতির বিরাম নাই; তখন স্থিতি কোথায়, কে বলিতে পারে? যখন স্থিতি নাই তখন নরক কোথায়; কে যন্ত্রণা ভোগ করিবে? যে স্থানে দেহির কার্য্যের দ্বারা কার্য্যের স্বার্থ ত্যাগই হইল কর্ম্ম যে স্থলে কামনা দ্বারা কামনা-শূন্য হওয়াই হইল ধর্ম্ম; সেস্থলে পাপ-পুণ্য কোথায়? সকলি আকাশ কুসুম ছায়াবাজি মাত্র যদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ড দেশ ভেদে, কালভেদে, প্রকৃতি ভেদে, প্রতি পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন আকার ও ভিন্ন ভিন্ন গুণ ধারণ করে। তদ্রূপ দেহি ও যে ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া ছিল, করিয়াছে, ও করিবে এর আর বিচিত্র কি! যখন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি ভবিষ্যৎ আসিয়া ছিল, ভবিষ্যৎ আসিয়াছে ও ভবিষ্যৎ আসিবে, ভবিষ্যৎ সর্ব্বমূলাধার, তখন ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য! যখন মাতা পুত্রকে লালন করে পরিণামের জন্য, পিতা পুত্রকে তাড়না করে পরিণামের জন্য, গুরু শিষ্যকে দিক্ষা দেয় পরিণা-

মের জন্য; গৃহি গৃহ কর্ম্মে ব্যস্ত পরিণামের জন্য, যোগী যোগে মত্ত পরিণামের জন্য, জ্ঞানি জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছে পরিণামের জন্য; তখন পরিণামই সর্ব্ববাদি সম্মত ভবিষ্যতের রূপান্তর শব্দ মাত্র; তায় আর কি সন্দেহ আছে যদ্যপি পরিণাম আছে, তখন আমি ছিলাম বা পরে না থাকিব কেন? সুখ দুঃখ, যন্ত্রণা, আরাম, জন্ম, মৃত্যু, মনের সংজ্ঞা ভেদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যখন মৃত্যু মিথ্যা, যন্ত্রণা মিথ্যা, তখন কি জন্য না আমি আমার পরিণাম দর্শি প্রতি হিংসা বৃত্তির চরিতার্থ করিব। কর্ম্মের চরম, ধর্ম্মের চরম, যোগের চরম, যাগের চরম, কামনার চরম, জ্ঞানের চরম, জ্ঞানির চরম এক সমাধি রূপ শান্তি। আমি ক্ষত্রিয় আমার চরম শান্তি প্রতি হিংসার প্রতিশোধ;—ব্রহ্ম রক্তপাত;—হয় হউক, ক্ষাত কি আছে। যখন মৃত্যু নাই, যন্ত্রণা নাই তখন কি জন্য ভয়কে অন্তরে স্থান দেবো? অবশ্য কুলাচার প্রতিপালন করিব। প্রতি হিংসা কুলাচার! দেব দ্বিজ ও অতিথি সৎকার কি আমার কুলাচার নয়? আমি কি পবিত্র আর্য্য বংশে জন্ম গ্রহণ করিনাই? আমার কি ক্ষত্রিয় বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ হয় নাই? অহো! আমি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়ে কি করিতে উদ্যত হইয়াছি! আর্য্য সমাজ যে অবাহ মান কালাবধি স্বার্থ শূন্য নিয়মে বদ্ধ। তবে আমি কিজন্য স্বার্থপর নর পশু হইব? প্রিয়ার অবমাননার প্রতি শোধ লইবার জন্য কেন অকারণ নর হত্যা করিব। যখন কায়া প্রাণে সম্বন্ধ নাই; তখন কি জন্য সম্বন্ধ হীন দেহের সম্বন্ধে আত্মীয়তা দেখাইতে যাইব, কে আমার আমি বা কাহার, একি মায়ার বিকার। গুরুদেব ঘোর নারকিকে ক্ষমা করিবেন আপনি যেথায় থাকুন, যাহা করুন আমি আপনাকে সেই রূপ আরাধ্য দেবতা ভিন্ন আর কিছুই ভাবিব না, জগদীশ শীঘ্র এ হত ভাগ্যের পাপ কল্পনাকে তুষানলে দগ্ধ করুন, ওঃ কি যন্ত্রণা। কি পরিতাপ। এই বলিয়া রোরুদ্য মানা যুবক গণ্ডে হস্তার্পন করিয়া বেদীর উপর উপবেশন করিল। সহসা দূরবর্ত্তী একটী ভীষণ কোলাহলে, যুবকের চৈতন্য উদয় হইল। সন্দিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, তাহারই অনুচর গণ একজন সন্ন্যাসীকে বন্দি করিয়া আপন আপন কার্য্য দক্ষতার গুন কীর্ত্তন করিতে করিতে গিরি প্রদেশ মাতাইয়া আসিতেছে, কেহ বলিতেছে। তুই বড় বোকা এমনি করে কাজ করলেই মনিবের মন তুষ্ট করেছিস আর কি?

ভাগ্যিস আমি ছিলেম তাই তো ধরা পড়ল, অপর এক ব্যক্তি অমনি বলিয়া উঠিল "অরে আমি যাই লৌকা খানা দেখা পেয়ে ছিলেম তাইতো তোর সন্ধান পেলি" পরে এক জন দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ অপেক্ষা কৃত উচ্চস্বরে বলিল আরে সকলকার সব মরদানি জানা আছে; আমি জাই নদীর ধারে যেতে বললাম তাইতো কার্য্য সিদ্ধি হল। নইলে পেতিস কোথায়? এই প্রকার বাক্ বিতণ্ডা করিতে করিতে রক্ষিদল ক্রমে যুবকের নিকটবর্ত্তি হইল। প্রথম সস্ত্রধারি বীর পুরুষ অগ্রসর হইয়া নত শীরে অভিবাদন করিয়া বলিল মহারাজ বহুকষ্টে উঁহাকে বন্দি করিয়াছি, কিন্তু দেবীর কোন সন্ধান পাইলাম না। মহামায়ার মহত্ত্বগুণে সস্ত্রধারির কথায় স্থির প্রতিজ্ঞ যুবকের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, পুনরায় ক্রোধাবেগ দেখাদিল। স্থির নেত্র দিপ্ত হুতাশনের ন্যায় ঘুর্ণায় মান হইল। কুঞ্চিত ললাটদেশ প্রসস্ত হইল, যুবক ঘৃণা ব্যঞ্জক-স্বরে বলিল "আরে চণ্ডাল কোথায় আমার সাধের প্রতিমা লুকায়ে রেখেছিস শীঘ্র বল নচেৎ তোর মত দ্বিজাধমের প্রাণ সংহার করিতে কুণ্ঠিত হইব না" বন্দি আসন্ন মৃত্যুর ছায়া দেখিতে দেখিতে বলিল দোহাই মহারাজ রক্ষা করুন। রক্ষা করুন। আমি বিদেশি কিছুই জানিনা আপনার অনুচর বর্গ অকারণ আমায় পিড়ন করিতেছে। আশা অনুরূপ উত্তর না পাইয়া যুবকের ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িল, গম্ভীর ভাবে বলিল, প্রতারক এখনও প্রতারণা ছাড়িলি না বুঝিলাম তোর পাপ প্রাণে আর মমতা নাই। বিরবল! শীঘ্র পাপীর পাপ আত্মাকে ইহলোক হইতে অন্তলোকে নিক্ষেপ কর; উহার মুখ দর্শনেও পাতকস্পর্শে। প্রধান রক্ষির প্রতি এইরূপ কঠোর আজ্ঞা দিয়া যুবক সত্তর পদে চলিয়া গেল। রক্ষিদল, হতভাগ্য বন্দির প্রতি বাক্ পটুতা ও বুদ্ধি কৌশল দেখাইতে কেহই ত্রুটি করিল না, কিন্তু বন্দির একই রায় বাহাল আমি এবিষয় কিছুই জানি না শেষে অনুচর গণ হতাশ হইয়া প্রভুর আজ্ঞা পালনে তৎপর হইল। রক্ষি শ্রেষ্ঠ বীরবলের শানিত অসি বন্দির বক্ষ কাঁপাপাইয়া রবি করে নাচিতে নাচিতে উর্দ্ধে উঠিল, কিন্তু বন্দির শীরে পড়িল না। সম্মুখবর্ত্তি এক নবীন ভৈরবীর ত্রিশূল ফলকে সাহসী বীর বলের লক্ষ ভ্রষ্ঠ হইল, ভয়ে অঙ্গ অবস, মুখে কথা নাই, ক্রমে বজ্রমুষ্টি শিথিল হইল, হস্ত স্থিত করাল কৃপাণ, নর শোনিতের পরি বর্ত্তে ভূতলসায়ী হইয়া নিরস বৃক্ষ পত্র ভক্ষণে ক্ষুধা শান্তি

করিল। অনুসঙ্গিগণ ভয়াকুল নেত্রে এই ব্যপার দেখিতেছিল উহাদিগের মধ্যে একজন শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধি জিবি অর্দ্ধোস্ফুট স্বরে সকলকে বুঝাইয়া দিল সর্ব্বনাশ উপস্থিত। সন্নাসিকে রক্ষা করিবার জন্য ভৈরবী বেশে মা ভগবতির আবির্ভাব হইয়াছে, শীঘ্র এস সকলে প্রস্থান করি; প্রাণ বড় ধন নচেৎ কাহারও নিস্তার নাই। এই কথা সকলেরই ধ্রুব জ্ঞান হইল অমনি যে যে দিকে সুবিধা পাইল রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

ভৈরবী অবসর বুঝিয়া বীরবল পরিত্যক্ত অশীর সাহায্যে, বন্দীর বন্ধন রজ্জু মোচন করিল। সন্ন্যাসী জীবনদায়িনী ভৈরবীকে কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল;

"আপনি কি প্রকারে আমার বিপদের কথা শুনিলেন?"

"কমলা মন্দিরে নানকজীর নিকট আমি সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছি; তোমার বন্ধু কোথায়?"

"আমি নিদ্রিতাবস্থায় বন্দি হইয়া এই স্থানে আসিয়াছি; তাহার কি দশা হইয়াছে কিছুই জানি না। ভাল, আপনি বলিতে পারেন রাজপরিচ্ছদ-ধারী সুন্দর যুবাটি কে?"

"মাড়োয়ার দেশের রাজা। কোন নষ্ট ব্যক্তির দ্বারা উহার সহধর্ম্মিনী অপহৃত হইয়াছে; তাই তোমায় উহার রক্ষিদল মিছে ভ্রমবশতঃ বন্দি করিয়াছিল। কথায় কথায় বেলা অধিক হইয়াছে, আমি চলিলাম তুমিও শীঘ্র এই অরণ্য পথে প্রস্থান কর; এই বলিয়া ভৈরবী প্রস্থান করিল। সন্ন্যাসীও নানারূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া অরণ্য অভিমুখে যাত্রা করিল।

মণিয়া বিবি।

কাটোয়ার অন্তপাতি চণ্ডীতলা নামে একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। প্রবাদ এই, বহুকাল পূর্ব্বে সাধু সরদার নামে এক জন দস্যু, আপনার দস্যু বৃত্তির উন্নতি কামনায়, উক্ত গ্রামের জঙ্গল মধ্যে চণ্ডিকা নামে এক দেবীমূর্ত্তি স্থাপনা করে। ঐ সময় উক্ত স্থানে সামান্য সংখ্যায় ইতর ব্যক্তির বাস ছিল; উহা-দিগের মধ্যে অনেকেই সাধুর দলভুক্ত, পরে কাল মাহাত্ম্যে, যখন সাধুর জীবন লীলা সমাপনের সহিত, উহার অনুসঙ্গীগণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলায়ন করিল। সেই সময় রাধারমণ ঘোষ নামে জনৈক কায়স্থ, রাণা বংশীয় কোন ক্ষত্রিয় রাজার অনুগ্রহে উক্ত জমিখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া উহার জমিদার নামে সম্মানিত হন; সেই সময় হইতেই উক্ত চণ্ডিকা দেবীর নামে, উক্ত স্থানের নাম চণ্ডীতলা হইল। রাধারমণ ঘোষ আপন মহত্ত গুণে, গ্রামের কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিয়া, ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, বিধুভূষণ নামে একটী মাত্র সন্তান রাখিয়া, ইহ সংসার হইতে বিদায় লইলেন। জমীদার বিধুভূষণ, স্বর্গীয় পিতার সমস্ত সৎগুণগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তার বিশেষ যত্ন ও আগ্রহে গ্রামের অবশিষ্ট অভাবগুলি পূরণ হইয়া, গ্রামখানি সুন্দর শ্রী ধারণ করিয়াছিল। বিধুভূষণ ঘোষ, কুমদাকান্ত ও কমলাকান্ত নামে দুইটী সন্তান রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। যথা সময়ে মহা সমারোহের সহিত উহার আদ্য কৃত সমাপিত হইল। জ্যেষ্ঠ কমলাকান্ত ঘোষের বয়ঃক্রম তখন ৩৫বৎসর, কনিষ্ঠ কুমদাকান্তের ৩২ বৎসর। কমলাকান্ত জীতেন্দ্রিয়, উদারচেতা, পর দুঃখে কাতর ছিলেন। কুমদাকান্ত কামুক, নীচমনা, স্বার্থপর, পরশ্রী কাতর; উভয় ভ্রাতার বিপরীত চরিত্র হেতু পিতৃ বিয়োগের পর, পুরজন ও প্রজাগণ সম্বন্ধে প্রায় বাক্ বিতণ্ডা হইত; কিন্তু কমলাকান্তের মহৎ উদ্দেশ্যের নিকট, কুমদাকান্তের কূট বুদ্ধির কোন তর্ক স্থান পাইত না। অগত্যা আপন কুচিন্তায় কুমদাকান্ত আপনি দগ্ধ হইত।

কমলাকান্ত দীন দরিদ্রদিগের বন্ধু, অনাথাদিগের পিতা মাতা, পূজনীয় ব্যক্তির সেবাদাস ছিলেন। একমাত্র তাহারি আগ্রহে ও উৎসাহে পৈতৃক কীর্ত্তি দেব সেবা, অতিথিশালা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়, নিয়মিত

রূপে চলিত। সাংসারিক পূজা পার্ব্বণ গুলির কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাহার গুণবতী পত্নী বিমলা দাসীও, তাহার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। কমলাকান্ত অল্প বয়সেই মনুষ্য জীবনে যা প্রার্থনীয়, সেই যশ ও মানের উচ্চ সীমায় স্থান পাইয়া ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সুখভোগ তাহার অদৃষ্টে অতি সল্প দিন ঘটিল। প্রবাদ এই পিতৃ বিয়োগের দুই বৎসর পরে, একটি শিশু সন্তান রাখিয়া সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। কুটীল কুমদাকান্তের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল. তিনি সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া বসিলেন, তার অনুসঙ্গি চাটুকারদল, প্রাচীন কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারিদের স্থান দখল করিল ; প্রজাদের বাকি খাজনার দায়ে লাঙ্গল গোরু নিলামে উঠিল। সদাশয় নব কর্ম্মচারিদের দৌরাত্ম্যে স্ত্রী কন্যা লইয়া উহাদিগের সংসার করা দায় হইল ; দেবসেবা ইত্যাদি বাজে খরচ কমাইবার জন্য এককালিন স্থগিত রহিল। বিত্তভোগী ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়গণ. মৃত কমলাকান্তের গুণকীর্ত্তন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যে যাহার উপায় দেখিতে লাগিল। ভ্রাতৃশোক দমনের জন্য বাবু দিবানিশি সুরাপানে উন্মত্ত, পুরমহিলাগণ সতীত্ব রক্ষার ভয়ে কেহ কেহ জ্ঞাতিগণের নিকট আশ্রয় লইল, কেহ কেহ বাবুর অতুল ধন লোভে, কামুকের পশু বৃত্তি চরিতার্থ করিল। গ্রামবাসি গৃহস্থগণ সকলেই শোকে দুঃখে অভিমানে ম্রিয়মান। সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ৺ রাধারমণ ঘোষ কৃত, চণ্ডিতলা হইতে কাটোয়া অবধি একটি প্রাচীন প্রসস্ত রাজপথ ছিল। উহার অধিকাংশই শস্যক্ষেত্র, অপর অংশগুলি, গ্রামস্থ পুষ্করণী. আম্রকানন, বাঁশঝাড় পর্ণকুটিরে পূর্ণ ছিল। গ্রামের শেষ সীমায় রাস্তার দক্ষিণদিকে তরঙ্গায়িত প্রাচীর বেষ্টিত একটি সুদৃশ্য বিলাস কানন। উহার পুরদ্বার স্তম্ভে প্রস্তর ফলকে খোদিত রহিয়াছে "কুমুদকুঞ্জকানন" উহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উভয় পার্শে ; কোথাও মণ্ডলাকৃতি, কোথাও ত্রিকোণাকৃতি, কোথাও অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি, পুষ্প স্তবক—পুষ্প স্তবক পার হইয়া ; ডিম্বাকৃতি কৃত্রিম হ্রদ, কৃত্রিম পর্ব্বত বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, পর্ব্বতের তলদেশের চতুর্দ্দিকে এক একটি লতাকুঞ্জ,—প্রত্যেক লতাকুঞ্জের মধ্যস্থলে,একএকটি বীভৎসরসের প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি। লতা কুঞ্জের পার্শ্বে, রঞ্জিত পত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষশ্রেণী স্থল ও জলের সীমা বিভাগ করিতেছে। হ্রদের বক্ষদেশে কাষ্ঠ সেতু, সেতু পার

হইয়াই মনোহর দ্বিতল অট্টালিকা শিল্পকরের কারুকার্য্যের পরিচয় দিতেছে। ঐ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অট্টালিকার একটি সজ্জিত কক্ষে, এক খানি বহুমুল্য গালিচা বিস্তীর্ণ, গালিচাপরি একটি মচ্‌লন্দের বিছানায় বসিয়া একটি অষ্টাদশ বর্ষিয়া যুবতী, কোকিল কণ্ঠে গগন ভেদ করিয়া "যমুনামে কালা আঁখি ঠেরি ঠেরি গেঁই" এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া গান করিতেছে।

পার্শে একজন হিন্দুস্থানি তানপুরায় সুর ছাড়িতেছে; কিছুক্ষণ পরে হিন্দুস্থানি অর্দ্ধ বাঙ্গলা; অর্দ্ধ হিন্দিতে মিশাইয়া, বক্র গ্রীবায় মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিয়া উঠিল; "উঃ হুঃ সুর ঠিক না হবে, মণিয়া বিবি! রেখাব পরদা কোমল কর, কোমল কর।" যুবতী গানে ক্ষান্ত দিয়া, চঞ্চল নয়নে খঞ্জন নৃত্য দেখাইয়া, বিম্বাধরে একটু মন মজান মধুর হাসি হাসিয়া বলিল "ওস্তাদজী এ সুরটা বড় বিটকেল, আমি আর চীৎকার করিতে পারি না; আমার মাথা ধরিয়া গেল; এ হবে না তুমি আর একটা বাৎলাও!" ওস্তাদজী সুন্দরীর হাসি ও চাহনিতে তন্ময় হইয়া বিকট হাস্য সহ বলিল। আরে বিবি সাহেব না হনে সে হামি তো ছোড়বো না। কস্‌লত করো কসলত করো তবতো গলামে পর্দা বৈঠ জাগা! হামি লোক যব কস্‌লত্‌ কিয়া থা, কেতো গিধোড়কা মাফিক চিল্লায়া, তবতো কুচ কুচ চিজ মিলা? বিবি সাহেব হাসির তরঙ্গে নদী গর্ভস্থ পদ্ম পুষ্পের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে গোলাপ নিন্দিত কপোল দেশ হইতে কুঞ্চিত কেশ গুচ্ছ সরাইয়া বলিল;—

'আচ্ছা ওস্তাদ জী তোমার গুরু কে?"

"হামারা গুরু মস্ত বড়লোক আছে, ভেটিয়াকা ভজনমিশ্রী রাজ বাহাদুর!"

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

"আরে সে বহুত দূর হিয়াসে ১৪০ ক্রোস হয় হিজলিয়া!"

"তোমার বিবাহ হয়েছে? পরিবার আছে?"

এই কথায় ওস্তাদজীর আর আনন্দের সীমা নাই. চোখে মুখে নানা প্রকার হর্ষের চিহ্ন দেখাইয়া শীর সঞ্চালন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল;—"হা হা মুলুকমে হামারা তোমরাকা মাফিক্ একঠো বড়িয়া খাপস্থরৎ জরু হয়।'

"লেড়কা বালা কিছু হয়েছে কি?"

...মার প্রেসে মুদ্রিত, ৩৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট শ্রীমানিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্ম্মা নগদ মূল্য ১০ আনা।

"ও ভি হ্যায়, ভগবান কা আশীশ্ মে দু বরষকা এক্ঠো লেড়কা মিলা।"

"আচ্ছা, তুমি কতদিন মুলুক থেকে এসেছ ?"

"এই চইৎ মাহিনা আনেসে পুরা ৪ বরস হোগা।"

"আরে না না, তোমার গণবার ভুল হয়েছে, তুমি ৪ বৎসর দেশ ছাড়া হলে ; তোমার দু বৎসরের ছেলে হল কোথা থেকে ?"

"নেই নেই হাম সচ্ কয়তা হ্যায়, পরমেশ্বর কা ইচ্ছা মে উসি মাফিক্ হোতা হ্যায়।"

"তা হলে তোমার স্ত্রী খুব সতী। তোমাকেও খুব ভাল বাসে, না ?"

এইবার ওস্তাদজীর শীরে বজ্রাঘাত হইল। অতি কষ্টে মস্তকের লম্বিত কেশা কর্ষণ করিতে করিতে কহিল।

"হুঁ। থোড়া থোড়া ভালা বাস্তা হ্যায়।"

এই কথায় সুন্দরী যেন শিহরিয়া উঠিয়া কপোলে একটী অঙ্গুলি দিয়া বলিল। "বল কি ওস্তাদজী, তোমার মত সুন্দর পুরুষ পেয়ে সে একটু আধটু ভালবাসে ? আমরা যদি হতাম এক তিল চক্ষের আড়াল করতেম না।"

প্রকৃত পক্ষে ওস্তাদজী অতি সুপুরুষ, বয়স অনুমান ৪০ বৎসর হইবে। মণিয়া বিবি নানা হাব ভাব সহকারে সোহাগ মাখান কথায় বলিল।

"আচ্ছা ওস্তাদজী তুমি ফুল ভাল বাস।"

"ফুল সব কৈকো দিল খোস্ কর্তা হ্যায়, হাম্ কাহে নেই ভাল বাসবো ?

"আচ্ছা তুমি বসো, আমি তোমায় কতকগুলি ফুল আনিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া বিলাশিনী গজেন্দ্র গমনে নিতম্ব কাঁপাইয়া, আগুলফ লম্বিত কেশদাম নাচাইতে নাচাইতে, নিকটস্থ একটী কাষ্ঠাধার নির্ম্মিত শ্বেত প্রস্তরের মেজ হইতে কতকগুলি গোলাপ পুষ্প আনিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে ওস্তাদজীকে সাজাইতে লাগিল। দুইটী অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত পুষ্প দুই কর্ণে দিল, কতকগুলি মস্তকের লম্বিত কেশমধ্যে গুঁজিয়া দিল, অবশিষ্টগুলি ছিন্ন করিয়া শয্যার চতুঃপার্শ্বে ছড়াইয়া দিয়া বলিল।

"ওস্তাদজি! আজ তোমার ফুল শয্যা !

ওস্তাদজী চপলা বালার কার্য্য কলাপ ও হাব ভাবে প্রাণ মন হারাইয়া কি যে উত্তর দিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দ্বীপশিক্ষা পতন উন্মুখ

পতঙ্গের ন্যায় স্থির নেত্রে সুন্দরীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। সহসা কাষ্ঠ-সোপানে পাদুকার খট্ খট্ শব্দে ওস্তাদজীর সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; অতি কষ্টে মনকে স্মৃতিপথে ফিরাইয়া আনিয়া শুনিতে পাইল "গোলাপের প্রলেপ দিব এবার আমি সার ভেবেচি।" এই বর্ণগুলিতে ছাড় ছাড় আওয়াজে বাহির হইতে একটি স্বর উঠিয়াছে; ক্রমে স্বরের সহিত একটি মত্ত যুবা হেলিতে দুলিতে দ্বারের উভয় কপাটে উভয় হস্ত দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মণিয়া বিবি ত্রস্ত ভাবে গাত্রোত্থান করিয়া আগন্তুকের অভ্যর্থনার জন্য বলিল

"একি মহাপাতক যে! সকাল বেলাই কোথা হইতে পেকে এলে?"

"খাস মহলে গুজরৎ খোদ মহাশয়ের কাছ থেকে।"

"তোমার খোদ মহাশয় এখন কোথায়?"

"খোদ মশাই শ্রীমান বৌবাবুর গোদে তৈল মর্দ্দনং করিশ্যামি। আমার বড় নেশা ধরেছে বাবা এখন একটু জল দাও।"

এই কথা বলিয়া আগন্তুক কপাট ছাড়িয়া দিয়া ওস্তাদজীর নিকট চিৎপাত হইয়া পড়িল। ওস্তাদজী সভয়ে সরিয়া গিয়া বিকৃত বদনে বলিল।

"কিয়া বদ বাষ্ট নিকলাতা হ্যায়, রাম! রাম! মাখন বাবু ইয়ে ভদ্দর আদিম কা কাম নেই হ্যায়।"

"কি যাদু ভুত দেখে ভয় পেয়েছ নাকি? রাম রাম কেন বলছ বাবা, কালী তারা বল।

এই স্থানে পাঠকবর্গকে গুণপুরুষ ওরফে মাখনলাল গাঙ্গুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। মাখন গাঙ্গুলি ৺বিধুভূষণ ঘোষের ঠাকুর বাড়ির সেবাইত ব্রাহ্মণের একমাত্র গুণবান্ বংশধর। জমীদার বাবুর অনুগ্রহে দেবালয় সংলগ্ন একখানি সামান্য পর্ণকুটীর সম্বল; সংসারে পরিবারের মধ্যে বৃদ্ধ জননী ও বালিকা স্ত্রী। বাল্য সৌহৃদ্য হেতু মাখন বাবুই হলেন কুমদাকান্ত বাবুর সকল কুকার্য্যের বিধাতা পুরুষ, পারিষদ ও সেবাদাস অধিক লেখা বাহুল্য কুমদা বাবুর মস্তকে হস্ত বুলাইয়া মাখন বাবুর সংসার নির্ব্বাহ হইত। উভয় বন্ধুর অন্তঃশীলা রূপ প্রকৃতির একই গতি হেতু উহাদিগের রাজচটক বন্ধুত্ব জন্মিয়া ছিল। উভয়েই স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, ইন্দ্রিয় দাস, বিলাসপ্রিয় মাখন বাবুর আকৃতি প্রকৃতি অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন ছিল না। মসী বর্ণ

যুক্ত দেহায়তনে তাল বৃক্ষ পরাজয় স্বীকার করে, পেচক্ নিন্দিত নাসিকা বিড়া-লাক্ষ বিধুমুখে বসন্তরোগ আক্রান্ত হেতু ডায়মন কাটা। বয়ক্রম চল্লিশ বিয়াল্লিশের মধ্যে মনুষ্য জীবনে ঘৃণাজনক কোন কার্য্যই মাখন বাবুর অসাধ্য ছিল না, তাই কুমদা বাবু আদর করিয়া উহার নাম রাখিয়া ছিল মহাপাতক। মণিয়াবিবি মহাপাতকের পিপাসা শান্তি হেতু সত্বর পদে, একটি প্রস্তর গেলাসে করিয়া ভৃঙ্গার হইতে বারি আনিয়া দিল; মাখন বাবু আগ্রহ-সহকারে পান করিয়া বলিল আঃ বাচলেম বাবা; তুমি আমার আর জন্মে গর্ভধারিণী মা জননী ছিলে, এখন একবার মিহি সুরের ভাজ দিয়ে দস্যি মদন টাকে ভস্ম করে ফেল, আমি ঘুঁড়ির লাট খাওয়ার মত লাট খেতে খেতে স্বশরীরে স্বর্গে যাই। মনিয়া বিবি বলিল ওস্তাদজী থাকতে আমি কি গাহিতে পারি! বেস বলেচ সোণার চাঁদ! গুরুজী একটা মিটে কড়া গোচ তান ছাড়তো বাবা! বহুতাচ্ছা বাবুজী বলিয়া ওস্তাদ তান পুরার সুর মিলাইয়া আঃ ওঃ করিয়া সুর ভাজিতে আরম্ভ করিল। মাখন বাবু বিকট আওয়াজে বিরক্ত হইয়া হেলিতে দুলিতে উঠিয়া ওস্তাদের লম্বিত চৈতন্য গুচ্ছ ধরিয়া স্ববলে পাকাইতে আরম্ভ করিল, তদ্দর্শনে মণিয়া বিবি অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া হাসিয়া স্রোতে ভাসিতে লাগিল।

গরিব গায়ক বেচারা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিল।

"এ কি করচেন মশা, শুনিয়ে শুনিয়ে জেরা ঠাণ্ডা হোকে বৈঠিয়ে গান শুনিয়ে।'

"তোমার বাবার শ্রাদ্ধর যোগাড় করচি, আটকুড়ির বেটা! আমার কানে তালা ধরিয়ে দিলি?'

"ভালো বাবু মোশা জট ছোড়কে বৈঠিয়ে হামি একঠো বড়ি মজাদার চিজ শোনাচি।"

"দেখিস্ বেটা ফের যেন সাঁড়ের মত চেঁচাস নি।'

এই বলিয়া মাখন বাবু ওস্তাদজীর চৈতন্য ছাড়িয়া দিয়া স্থির ভাবে উহার সম্মুখে বসিল; ওস্তাদজি বাবুর মন বুঝিয়া মিহি আওয়াজে ইঃ ইঃ করিয়া আলাপ-চারি করিতে লাগিল; বাবুও "বহুতাচ্ছা, কেয়া বাৎ, দিল খোস ইত্যাদি শব্দে মাঝে মাঝে গায়ককে উৎসাহ দিতে লাগিল; ক্রমে আলাপে মত্ত হইয়া ওস্তাদজি

পূর্ব্ব যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া যেমন আঁঃ ওঃ শব্দে নিখাদের গমক দেখাইতে যাইবেক অমনি পুরুষ সিংহ মাখন বাবু লাফাইয়া উঠিয়া ফ্যাল্ বেটা তানপুরো ফ্যাল্, আটকুড়ির ভূত ফের যদি চেঁচাবি এখনি কামড়াবো এই বলিয়া তাহার বিকট আস্যের নানাপ্রকার বিভৎস ময় ভঙ্গি দেখাইতে লাগিল, ভয়ে ওস্তাদজীর অণ্ডদ্রব কম্পিত কণ্ঠে অতি ক্ষীণস্বরে বলিল।

"বাবু খেপ্‌পা হোতা হয় কাহে ?"

"আর নেজ নেড়ে কাজকি পাটনেয়ে দামড়া ; শেষ চামড়া কখানা খুলে নেব, মানে মানে ভিড় ছেড়ে পাতলা হও না বাবা।'

''কেউ হাম গৌ হয় ?'

"মর বেটা নেজ ছেঁড়া ময়না, কেউ মেউ করবি তো পিজরের পুরবো; আবি নিকৃলাও নেই তো গর্দ্দানা জুদো করে দেবো এই বলিয়া মেজ হইতে স্ববলে জলের গেলাস লইয়া বাঁকা মদনমোহন বেসে ত্রিভঙ্গি ভাবে উহার সম্মুখে বীর পুরুষ দণ্ডায়মান হইল ওস্তাদজি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দৌড়িয়া গিয়া দরোজার নিকট আশ্রয় লইয়া বলিল।

"দেখিয়ে বিবি সাব এ কিয়া জবরদস্তি করতা হ্যায় ; হাম আজ চলিয়ে তোম্ বাবুকো সব বলনা চাইয়ে।"

বে আড়া বেতালা মাখন বাবু তাল সামলাইতে গিয়া বলিল।

"কি চাঁদফাঁদে হাত বাড়াও কেন ? ওই ওই ওই যে চক্ষের কোনে পগেয়া প্রেমের নিশেন উড়চে ; বলিহারি মণিয়া বিবি তোমাকেই একাদশ বৃহস্পতি গামর ছেকে ধরেচে দেখতে পাই বাবা !"

"মণিয়া বিবি আহত ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, দেখ মহাপাতক তুই বড় ঝাড়াবাড়ি করে তুলচিস দেখতে পাই, অপমান করে বিদায় করলে ভাল হবে বুঝি ?"

''বুজি আর সুজি একই কথা ; ঘিয়েছেঁকে ফেললেই অমনি খাটি বরফের মত জমে যাবে ; কি বিবি সাহেব ভঙ্ক ধরে ফোঁস করচ যে, নেজে পা পড়েচে না কি ? দেখ যেন কামড়ো না ; তোমার বিষ নাবান রোজার বাবার সাধ্য নেই, তায় আজ আবার মঙ্গলবার।''

মণিয়া বিবি কোন কথার উত্তর না দিয়া ওস্তাদজিকে বলিল আমি এ

একটা প্রতীকার করে আপনাকে খপর পাঠালে তবে আপনি আসবেন।

"বহুতাচ্ছা বন্দি কি" বলিয়া সত্বরপদে প্রস্থান করিল।

মাখন বাবু অবসর বুঝিয়া বলিল।

"বলি মনি ঠাকৃরুণ যে চটে চল্লিশ খানা হলে, সে দিন কার কথা গুলো কি মনে নাই।"

"আচ্ছা আচ্ছা তুই বড় বেড়েচিস, দাঁড়া ছোটলোক আগে বাবু আসুক তার পর তোর শ্রাদ্ধ করচি।"

মাখন বাবু অট্টহাস্য করিয়া বলিল।

"মনি বিবি বাবু পেলে কোথা থেকে, এই শর্ম্মা হতেই তো ; নইলে যে ছেড়া গড়া পরে, আর হেসেলে বেড়ি ধরে ধরে হাতে কড়া পড়ে গিয়ে ছিল ; যা হক এখন তোমার সব সুখই হল ; কিন্তু অভাগ'র মনের দুঃখ মনেই রয়ে গেল।"

মনিয়া বিবি মহাপাতকের কথায় ক্রোধে, অভিমানে এক অপূর্ব্ব নয়ন তৃপ্তিকর মনোহর ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিল সে দৃশ্য সামান্য লেখনির বর্ণনাতীত ; একাধারে বিষামৃতের প্রস্রবণ ; দুরন্ত গ্রীষ্মে যিনি বসন্ত অনুভব করিয়াছেন, তিনিই এই বিশ্ব প্রলয় কারিণী মূর্ত্তি ধারণা করিতে পারেন। মনিয়া বিবি ক্রোধে অধীরা হইয়া দরোয়ান দরোয়ান বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, পরক্ষণেই দড়বড় শব্দে দুর্ব্বল সিং দ্বারদেশে আসিয়া মাজি কিয়া হুকুম বলিয়া নপোয়া বহরের এক ছেলাম করিল মনিয়া বিবি চম্পককলি নিন্দিত অঙ্গুলিগুলি মহাপাতকের দিকে হেলাইয়া বলিল।

"আবি ত্রই বদমাসকা গলা পাকড়কে কুট্টিকা বার করে দেও?"

দুর্ব্বল সিং তখন উভয় সঙ্কটে পড়িল, একদিকে চাকরির খাতির মাজির হুকুম, অপর দিকে দূর্দ্দান্ত মাতালের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রান হানির আশঙ্কা. গরিব গোবেচারা ইতি কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হতভম্বের ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া উভয়ের মুখ পানে চাহিয়া রহিল। মহাপাতক এদিকে ক্রোধের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া স্বদন্তে লাফাইয়া উঠিয়া হাতের আস্তেন গুড়াইতে গুড়াইতে বৃষভ রবে বলিল। "আও দেখি কোন পাক পেনিয়া হামকো পাগড়ে ? আজ দক্ষ যজ্ঞ করবো তবে ছাড়বো বীর

পুরুষ এই বলিয়া ভূপতিত গেলাসটি কুড়াইয়া লইয়া মনিয়া বিবির প্রতি লক্ষ্য করিল, মণিয়া বিবি এ্যস্ত ভাবে দৌড়াইয়া দ্বারবানের পশ্চাৎ ভাগে আশ্রয় লইয়া বিষম হুংকারের সহিত পুণঃ পুনঃ পাকড়ো পাক্‌ড়ো করিতে লাগিল দুর্ব্বল সিং এই দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে বাতাহত কদলি পত্রের মত কাঁপিতে ছিল সে অবস্থায় অপর কেহ উহাকে ধরিলে ভাল হইত সুতরাং দরোয়ান জীকে খোস কওঁলায় জবাব দাখিল করিতে বাধ্য হইতে হইল, নাকিস্বরে বলিল মাজি হাম পাগড়ানে নেই সেক্তা ; ৬ রূপেয়া তলবকা আস্তে কাহে জান দেগা এই কথায় মানময়ী মনিয়া বিবি আহত বাঘিনীর মত গর্জ্জাইয়া যদেচ্ছ গালি বর্ষণ করিতে করিতে দ্রুত পদে কক্ষান্তরে গমন করিয়া স্ববলে দ্বার রুদ্ধ করিল।

মহাপতকের যুদ্ধ জয় হইল দেখিয়া বিবি সাহেব কে শাসাইতে শাসাইতে বাটী অভি মুখে যাত্রা করিল দ্বারবান কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিল।

ভারত-ভাণ্ডার।

যখন বাষ্পীয় যানের কিরূপ আকার, কাহারও ধারণা ছিল না। কিম্বা নাম মাত্রও কেহ শুনে নাই, সেই সময় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থ দর্শনের জন্য একটি প্রশস্ত সাধারন রাজপথ ছিল। যাত্রীদিগকে দৈবদুর্ব্বিপাক ও দস্যু হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বিশেষ যত্ন ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া, মধ্যে মধ্যে পান্থশালা স্থাপিত করিতেন। 'ভারত-ভাণ্ডার' উহাদিগের মধ্যে একটি ইহা ৺কাশীধাম ও গয়াধামের মধ্যস্থলে ছিল, ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, সম্মুখেই নানা বর্ণের পুষ্প, বৃক্ষ ও লতা শোভিত

একটি স্বচ্ছ সলিলা দীর্ঘিকা;—দীর্ঘিকার চতুষ্পার্শ্বেই যাত্রীদিগের থাকিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ; প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ মধ্যে ব্যবহার উপযোগী সামান্য সামান্য তৈজস পত্র ও এক একখানি খট্টাঙ্গ; প্রত্যেক খট্টাঙ্গে এক একটি সামান্য অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শয্যা; প্রকোষ্ঠগুলির পশ্চাৎভাগে রন্ধনশালা; রন্ধনশালার পূর্ব্ব পশ্চিম কোণে ভাণ্ডারী বা অধ্যক্ষের থাকিবার কারণ একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সজ্জিত বৃহৎ গৃহ, পুষ্করণী পার হইয়াই নব-দূর্ব্বাদল শোভিত ময়দান, ময়দান পার হইয়াই বিধাতা পুরুষ দ্বারবানের মহল। এরা অর্থের লোভে না পারেন, এরূপ কার্য্য কিছুই জগতে নাই, শুদ্ধ দেশ কাল ও পাত্র ভেদে, সকল সময় স্বার্থ সিদ্ধি করিতে পারে না। রাত্রি দশ ঘটিকা অতীত হইয়াছে, যদিও অধ্যক্ষের শাসন অনুযায়ী ফটক বন্ধ, তত্রাপি দয়ালু পাঁড়ে ঠাকুর ফটকের কাটা দরজার নিকট একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে বসিয়া; যেন কার আসার অপেক্ষা করিতেছে। অদূরে পর্ণশালা মধ্যে পাড়ে ঠাকুরের সহকারি সঙ্গি দল, 'ইয়ে ইয়ে' ইত্যাদি শব্দে রামায়ণ পাঠে নিযুক্ত, পাঁড়ে ঠাকুরের কোন দিকে দিকপাতও নাই, আপন মনে অর্থ চিন্তায় মগ্ন, ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া অঙ্গুলিতে কর ফেরাইয়া হিসাব আরম্ভ করিল। ইয়ে বরষ ভোর হামরা সওয়া রূপেয়া মিলা, আউর তলভবি তিনকুড়ি সাত রূপেয়া মিলা ও রোজ সন্ন্যাসীকা পাস্ এক কুড়ি তিন রূপেয়া মিলা, এককাট্টা জোড়নেসে একশোয়া চারকুড়ি দশ রূপেয়া হোতা হ্যায়, আউর আজবি দশ রূপেয়া মিলনে-সে সব কাম ছুটি হো যাগা। আগাড়ি জরুকো একঠো আচ্ছি দেখকে কণ্ঠি বানায় দেগা, উসমে যো লাগে কুচ পরোয়া নেই হ্যায়, আউর লেড়কা বালাকা কুচ কুচ দেনে চাহিয়ে; আউর যো রহেগা উসমে বরিসভোর খানা, পিনা মিঠাই লাডু, কোরতা কুরতি, বহুত হো যোয়েগা। পাঁড়ে ঠাকুর আপন সংসারকে সম্মুখে আনিয়া সুখের ছবিগুলি যেন স্পষ্ট দেখিতেছে; সহসা গাড়ীর গড় গড় শব্দে তাহার সুখ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, চকিত নয়নে চাহিয়া দেখিল "কোথায় আমি", পরক্ষণে বহির্দ্বার হইতে টুং টাং রবে কি একটা শব্দ হইল, পাঁড়ে ঠাকুর কাটা দরোজা খুলিয়া, মুখ বাড়াইয়া ফটকের আলোর সাহায্যে দেখিল একটি দীর্ঘাকৃতি উজ্জ্বল কৃষ্ণকায় পুরুষ বেশভুষায় একজন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য যতদূর সম্ভবে। বয়ক্রম চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের মধ্যে, হস্তে এক

গাছি সুন্দর যষ্টি। দরোয়ান রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন হ্যায় ?" "ঠাকুরজি চিন্‌তে পারচ না আমি এসেছি!" ঠাকুর জি স্বর শুনিয়াই অমনি ভিজে বিড়ালের মত, মৃদু মধুর বুলি ধরিলেন। "বাবু সাব্ রাত বহুত হুয়া, কিন্ন্ মাফিক তোম্‌কো জানে দেগা, বড়ি ডর লাগতা হ্যায়, ও কাম হাম্ আজ করনে নেই সেক্‌তা।" "আরে ঠাকুরজি! তুমি মনে করলে কি না হয়; এক বারটি আমায় ঘরটি দেখিয়ে দাও, আমি যাব, আর গোটা দুই কথা কয়ে চলে আসবো। এই লও তোমার দশটি টাকা লও।" এই বলিয়া আগন্তুক টাকা কটি পাড়ে ঠাকুরের সামনে গণিতে লাগিল; পাড়ে ঠাকুর দশটি টাকা হাত পাতিয়া লইয়া, স্ববলে টেকে গুজিয়া অম্লান বদনে বলিল। "বাবু মোশা! আজ মাপ করবেন হাম্ জানে নেই দেনে সেক্‌তা, কাল থোড়া ঘড়ি আগাড়ি আসবেন।"

আগন্তুক উপায়ন্তর না দেখিয়া, আরো দশটি টাকা দিতে স্বিকৃত হইলেন। বাঘের মুখে রক্ত দিলে, বাঘ যেমন লোভে লাফাইয়া উঠে, পাঁড়ে ঠাকুর স্বগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "অরে বাবা রোপেয়া বহুত বহুত দেখা হয়। তেরা আস্তে জনম্ ভোরকা রোটি নেই ছোড়নে সেক্তা? যাও যাও মাৎ দিক্ করো। কাল আও!" এই কথা বলিয়া ভিতরে মুখ ফিরাইয়া লইল; আগন্তুক অবসর পাইয়া ভিতরে মুখ বাড়াইয়া বলিল। "যদি যাইতে না দাও! তবে আমার টাকা ফেরৎ দাও? নইলে আমি এখনি চিৎকার করিব। এই কথায় পাঁড়ে ঠাকুরের মাথায় বজ্রাঘাত হইল; বেসি চাপাচাপি করিলে পাছে শীকার ফসকাইয়া যায়, এই ভয়ে ঠাকুর জী শাম্যমূর্ত্তি ধরিয়া বলিল। "আরে বাবা তেরা আস্তে জান তোয়ারি হয়, লেকেন নোক্‌রিকা খাতিসে এসা বাত বোলা হয়। ভালা রূপেয়া দেকে সাথমে চলা আও। পিছা যো হয়, সো হয় দেখেগা?" আগন্তুক সাহস পাইয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল, পাড়ে ঠাকুরকে আরো দশটি টাকা দিল; পরে নিবাক্ ভাবে উহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া নানা রূপ কল্পনার ছবি আকিতে আকিতে একটি প্রকোষ্ট দ্বার দেশে উপস্থিত হইল।

পাঁড়ে ঠাকুর নির্দ্দিষ্ট কক্ষটী দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ইস্ ঘরমে হ্যায় ঝট পট বাত চিজ করকে চালাআও, হাম ফটকমে হ্যায়" আগন্তুক

মায়াপ্রেসে মুদ্রিত, ৩৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীমাণিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্ম্মার নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

বহুতাচ্ছা ঠাকুর জী বলিয়া অভিবাদন করিল ঠাকুরজী আমোদে আট খানা হইয়া হেলিতে ছুলিতে নন্দের দুলালের ন্যায় ফিরিতেছেন, পথিমধ্যে সহসা তাহার সঙ্গী দিগের কোলাহলে শান্তি ভঙ্গ হওয়ায়, দ্রুতপাদ বিক্ষেপে ফটকের নিকট আসিয়া দেখিল; একজন দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায় মান, দেখিলেই বোধ হয় উন্মাদ; মস্তকে জটা জুট জড়িত রুক্ষ কেশ, পরিধানে একখানি শত গ্রন্থি যুক্ত মলিন বস্ত্র, কক্ষে কতকগুলি লোষ্ট্র খণ্ড, ছিন্ন কাগজ, ও খণ্ড খণ্ড জীর্ণ বস্ত্র পরিপুরিত এরকটা প্রকাণ্ড পুটুলি। গুনপুরুষেরা সকলে মিলিয়া তাহাকে প্রহার দিবার উপক্রম করিতেছে এবং নবাগত ব্যক্তি আপন মনে লাক বান লিকবান শন শন ঘোরে ইত্যাদি নানা রূপ বিকট চিৎকার করিতেছে। পাঁড়ে ঠাকুর এই ব্যাপার দেখিয়া উহার সহকারী দিগকে বলিল "আরে ভেইয়া সব ছোড়দে ছোড়দে বাউরাকো মারনেসে কুছ ফয়দা নেহি। তখন সকলে উহাকে পরিত্যাগ করিয়া বলিল ভেইয়া ইয়ে বদমাস চোট্টা হ্যায় উসকো মারকে নিকাল দেনা চাহিয়ে।

ভালা হাম নিকাল দেতা হ্যায় পাঁড়ে ঠাকুর এই কথা বলিয়া উন্মাদকে জেরা করিতে আরম্ভ করিল।

"আরে তোম কোন হ্যায়।

ছুনিয়াকো মালিক হ্যায়।

এসা হাল কাহে।

"শন শন ঘোরে শন শন ফিরে ঐই শব্দ শোনতা হ্যায়"।

"নেই নেই সচ্ কহো।

"সচ! সচ! সচতো মেরা নাচ হ্যায়, আউর নেই জানতা।

"সোতো দেখা হ্যায়, তোম এসা মাফিক চিল্লাতা কাহে।

ওই রোগেই তো রাজা মহাশয়ের হাতিটা মোরে গেল; যাদু শুক পাখী গড়েছে ধরা কাঁদে, তাইতে চাদ কাঁদে, এই বলিয়া উন্মাদ বিকট হাস্য সহ নাচিতে আরম্ভ করিল, পাঁড়ে ঠাকুর হস্ত স্থিত লগুড় দেখাইয়া বলিল; "ইয়ে কেয়া চিজ দেখা হ্যায়! আভি খাড়া হোজা নেই তো দাণ্ডামে ঠাণ্ডা বানায়ে দেগা।" তেরা নাম কেয়া বোল?

"আমি কে জান, রাজা প্রতাপ চাঁদ বাহাদুর"

"হাঁ হাঁ তেরা বদনমে উসি মাফিক মালুম দেতা হ্যায়, ভাল তেরা রাজ কাঁহারে!"

"কি? রাজ! ওঃ! যত গাছতলা, ছাঁচতলা, আমার সাত মহল বাড়ী বুঝলে কিনা; আমার বড় বেগম পেথম ধরে পালয়েচে তুমি তাকে ধরে দিতে পার! তাহলে তোমাকে সব ধন দৌলত গুলি দিই, বলিয়া কক্ষস্থ পুটুলিটী দেখাইল।

"তেরা বেগম তো ভাগ গিয়া, তোম হিয়া কাহে আয়া!

দেখ দিক্ মাত্ করো শ্রীযুৎ স্বয়ং শীকারে এসেছেন, মেরা লাখ গিধোড় চাই, তবে অশ্বমেধ যজ্ঞ হবে আজ এই গাছ তলায় ছাউনি করেঙ্গা, কাল রাণী এসে পায়ে ধরলে তবে জাঙ্গা পিড়িক লাক্ বন লিক্ বন্ এই বলিয়া উন্মাদ ফটকের পাশ্বস্থ অত্র বৃক্ষ মূলে কক্ষস্থ পুটুলি হইতে খান কএক ছিন্ন কাগজ বিছাইল এবং পুটুলি টিকে উপাদান স্বরূপ রাখিয়া গম্ভীর ভাবে শয়ন করিল। বাতুলের কাণ্ড দেখিয়া দ্বারবান গন কেহ বা হাস্য করিতে লাগিল, কেহ বা প্রহার করিতে উদ্যত হইল, পাঁড়ে ঠাকুর সকলকে বুঝাইয়া কহিল, বাউরা আদমিকো মারনেসে কুচ কাম হোগানেহি। "আজ রাত ভোর উসকো রয়নে দেও কাল ফজরমে নিকাল দেগা।" পাঁড়ে ঠাকুরের অভিপ্রায়ে কেহ কোন বাধা নাদিয়া যে যাহার কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। উম্মাদ মনের সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল। এদিকে আগন্তুক কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একটি অষ্টাদশ বর্ষিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যুবতী দীপাধারের নিকট এক খানি সামান্য আসনে বসিয়া রহিয়াছে। যুবতীর পরিধানে এক খানি গৈরিক বস্ত্র নানা চাক চিক্য সালী অঙ্গাভরনের পরিবর্ত্তে, রুদ্রাক্ষ মালা দেহের সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। আলুলায়িত রুক্ষ কেশ দাম ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সীমন্তে সিন্দুর চিহ্ন হস্তে একখানি পত্র লইয়া সুন্দরী একাগ্রমনে পাঠ করিতেছে, আগন্তুক স্তম্ভিত ভাবে সেই দেব দুর্ল্লভ নিরুপম রূপ মাধুরী অনিমিষ নেত্রে দেখিতে দেখিতে সহসা বলিয়া উঠিল "মঙ্গলা আজ একবার চেয়ে দেখ দেখি আমায় কেমন দেখাচ্চে"! এই কথায় যোগীনীর একাগ্রতা ভঙ্গ হইল, তিনি চকিত নয়নে একবার চাহিয়া দেখিলেন; পরে অধর প্রান্তে একটুকু মৃদু হাসি হাসিয়া হস্তস্থিত পত্র খানি দীপালোকে ধরিলেন,

দেখিতে দেখিতে পত্র খানি জ্বলিয়া উঠিল। আগন্তুক উন্মত্তের ন্যায় উহ'র হস্ত হইতে জ্বলন্ত পত্রখানি কাড়িয়া লইল, কিন্তু তখন ভস্মাবশেষ প্রায় অবশিষ্ট সামান্য দুএক ছত্র আগন্তুক তাহাই আগ্রহ সহকারে পড়িতে লাগিল, উহাতে এই কয়েকটী মাত্র কথা লেখা ছিল, "ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখিও মুক্তির পথ শীঘ্র দেখিতে পাইবে"; পত্রপাঠ অন্তে আগন্তুক যেন কি এক বিজাতীয় যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া বলিল মঙ্গলা শীঘ্র বল এ কাহাঁর হস্ত লিপি; যোগীনীর মুখে কোন উওর নাই, নীরবে মুখে অঞ্চল দিয়া চঞ্চল ভ্রূভঙ্গি সহ হাসিতে লাগিল, তদৃষ্টে আগন্তুক আহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল, দেখ মঙ্গলা যদিও আমি তোমার হাসি মাখা মুখ খানি দেখিতে আসিয়াছি, কিন্তু এ হাসি সে হাসি নয়, এ হাসি নর শোণিত লোলুপ বিষ মাখা ছল-নার জাল, এই পত্রই তাহার যথেষ্ট প্রমান; সাবধান সত্যের অপলাপে চেষ্টা পেওনা, তোমার ও সুন্দর শ্রীখানি আমার চক্ষুশূল করিও না। এই বলিতে বলিতে আগন্তুকের চক্ষু রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল, মুখের ভাবে বোধ হইতে লাগিল, যেন কি ভয়ানক গুরুতর প্রতি হিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে বিশ্ব সংহারে প্রবৃত্ত; আর কথা বাহির হইলনা; নিরবে কি চিন্তা করিতে লাগিল। যোগীনী যেন সাক্ষাৎ শান্তি দেবীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মধুর স্বরে উত্তর করিলেন। দেখুন দেহীর দেহ যখন জ্ঞান ও অজ্ঞানে জড়িত হইয়া রক্ত মাংস ও অস্থি দ্বারা সৃজিত হয়েছে; যার কার্য্যই হইল মিথ্যায় সত্য জ্ঞান ও সত্যে মিথ্যাজ্ঞান, তখন তার মধ্যে পাপের সোপান, নরকের কুণ্ড, বিষের খনি ভিন্ন আর কি পাবেন? আপনি জ্ঞানি ব্যক্তি, সকল বিষয় জেনে শুনে কেন মিছে এ দুঃখিনিকে লজ্জা দেন! সত্য হইল নিত্য বস্তু, অনিত্য দেহে তাহার আদর কি করে জানবো বলুন।

রমনীর কথায় বাণ বিদ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় আগন্তুক উহার পদতলে পতিত হইয়া বিনীত ভাবে করজোড়ে বলিল, সুন্দরী! তোমার সরল প্রাণে ব্যথা দিয়ে আমি বড় অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি নিজ গুনে ক্ষমা কর আর সন্দেহানলে দগ্ধ করিও না; আর পর্ব্বতের অন্ধতম গহ্বরে রাখিও না উঃ! বড় যাতনা শীঘ্র পত্রের সত্য বিবরন বল। নহে প্রান যায় ব্রহ্ম হত্যা হয়। যোগিনী অধোবদনে গদ্ গদ্ স্বরে উত্তর করিল, আপনি

প্রভু, আমি সামান্য পদসেবিকা, বনফুল বনেই ফুটে বনেই শুকাইয়া যায়; কিন্তু বিল্বদলে জীবের স্বাস্থ্য রক্ষা করে ও দেবসেবা হয়, দেব! যেমন অন্ধ, অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, খঞ্জ, খঞ্জের ভার বহন করিতে পারে না, আমার নিকট সত্যের আশা করা সেই রূপ জানিবেন। তখন আগন্তুক অভিমানে ক্রোধে অধীর হইয়া লাফাইয়া উঠিল। আরক্ত নয়নে উর্দ্ধ দৃষ্টিকরিয়া আপন মনে কি চিন্তা করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে বলিল, ছলনায় ছলনার প্রতিশোধ দিব। দেখিব প্রাণ হইতে প্রিয়তম বস্তু কি আছে? পরে হস্তস্থিত যষ্টির মধ্য হইতে এক খানি শাণিত কিরীচ বাহির করিয়া, উহার অগ্রভাগ যুবতীর বক্ষে বসাইয়া দিয়া বলিল; এখনও সময় আছে বল পাপিনী! সত্য বল! কে তোর পাপের ভার বৃদ্ধি করিবার জন্য হস্ত প্রসারন করিয়াছে, আর নয় এই অস্ত্র মুখে প্রাণ পরিত্যাগ কর। বক্ষে শানিত অস্ত্র, সম্মুখে সাক্ষাৎ শমন কিঙ্কর দণ্ডায় মান, এ অবস্থায় কে স্থির থাকিতে পারে? ক্ষীণপ্রাণা অবলা কোন সামান্যা সমর পিপাসু মহাবীরের অন্তর ও কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু যোগিনীর অন্তরে বিন্দু মাত্র ভয়ের উদ্রেক হওয়া দূরে থাক বরং আরো যেন আনন্দে আননে কি এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় উজ্জল আভা প্রকাশ পাইল। সে দৃশ্য দেখিলে বোধ হয় সাক্ষাৎ সুখময়ি শান্তি দেবী যেন হাস্য মুখে ঘৃনিত পাপের বিকট মূর্ত্তির পীড়ন সহ্য করিতেছে। জননী যেন দুর্দ্দান্ত কদাচারী পুত্রের পীড়নে শান্ত ভাবে স্নেহ মাখা হাস্য করিতেছে। রমনী ধীরে ধীরে উত্তর করিল, আপনি বিনাশ করিবেন কাহাকে! যখন দেহির দেহ, স্থূল সুক্ষ্ম লিঙ্গ এই তিন অংশে বিভক্ত পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রহিত। সুক্ষ্ম দেহ পরমাত্মা বা নিত্য পদার্থ; যাহা ভাবান্তর রহিত, স্থির, অনাদি, চিন্তার অতীত, বিকার শূন্য, যাহা অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হয় না, অগ্নিতে পোড়ে না, বায়ুকর্তৃক শোষিত হয় না, জলে রসাক্ত হয় না, সকলেই বিদ্যমান, অথচ সর্ব্বগুন গ্রাহী ইন্দ্রিয়ের অগোচর সে পদার্থ কখন কাহারও হন্তা বা হত হইতে পারেনা; লিঙ্গ দেহ কামনা পূর্ণ মন ইন্দ্রিয়গণের আধারস্থল, ইচ্ছায় এ জড়দেহে জড়িত হইয়া বুদ্ধি দ্বারা এ দেহকে চালিত করিতেছে কিন্তু দেহের দ্বারা চালিত হইতেছে না। যেমন স্বরবর্ণ ব্যতিত ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ হইতে পারে না কিন্তু স্বর বর্ণ স্বয়ং উচ্চারিত হয়, সেই প্রকার মন বিজ্ঞান দ্বারা ইন্দ্রিয় গণের গুন, রূপ রস,

শব্দ, স্পর্শ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, মাৎসর্য্য এই সকল গ্রহণ করিতেছে কিন্তু ইন্দ্রিয় গন উহার তত্ত্ব ও অনুসন্ধান করিতে পারে না, তাহার প্রমান মন যখন জ্ঞান বলে সাম্য ভাব অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম পদার্থ বা পরমাত্মায় লিপ্ত হয় তখন দেহী বাহ্য দৃষ্টি শূন্য হইয়া সমাধি মগ্ন হয়। কিন্তু কৈ; সে সময় তো ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যক্ষমতা কিছুই থাকে না; যোগারূঢ় যোগীগণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কামনা পূর্ণ মনই ইচ্ছায় শোক দুঃখ আনন্দ, বিষাদ, আরাম ক্লেশ অনুভব করে ইন্দ্রিয়গণ বেষ্টিত মন ইচ্ছায় কামনা করিতেছে বলিয়া দেহ হইতে দেহান্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে। অনন্ত ইচ্ছা ময় মন, এক নির্ব্বান মুক্তি ভিন্ন কে তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে; জল, বায়ু, অগ্নি বেষ্টিত স্থুল দেহ রক্ত, অস্থি, মেদ মাংস নির্ম্মিত ভোগ মন্দির ভিন্ন আর কিছুই নয়। উদ্ভিজ্জ পদার্থের গুণ দ্বারা গঠিত ভূতগন তাহা চালনা করে। আধ্যাত্মিক বা দৈহিক ফোড়া জ্বর ইত্যাদি পীড়া দ্বারা; আধি ভৌতিক ভূতগণ কর্ত্তৃক বা মানসিক আত্ম সম্পর্কীয় বিয়োগ হেতু শোক তাপ দ্বারা; আধি দৈবিক অর্থাৎ দৈবকতৃক অস্ত্রে, অনলে, বা বিষ দ্বারা, যখন এই দেহ জীর্ণ হয়; তখন ভূতগণ মনের সহিত মিলিত হইয়া ইহাকে ত্যাগ করিয়া, পুনরায় উদ্ভিজ্জের রস প্রভাবে নূতন দেহ গঠীত করে। অতএব ভূতগণ কাহার দ্বারা হত বা কাহার হন্তা হইতে পারে না; আপনি কাহাকে বধ করিবেন। এ দেহকে? স্বচ্ছন্দে করুন। যখন আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি এ অনিত্য দেহের কিছুই কুমৎ নাই, তখন ইহার ধ্বংশে আমি পরম আনন্দ অনুভব ভিন্ন, বিন্দুমাত্র বিষাদ ভোগ করিব না। যোগিনীর শান্ত মুখখানির এক অপূর্ব্ব পবিত্রভাব দেখিয়া উন্মত্ত আগন্তুকের হস্তস্থিত কিরীচ কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতল শায়ী হইল, আগন্তুক মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর ন্যায় সুন্দরীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। অতি কাতর স্বরে ছাড় ছাড় কথায় বলিল, মঙ্গলা। আমার প্রাণের মঙ্গল! বল একবার প্রান খুলে তুমি আমার ভিন্ন আর কাহারও হইবে না! আর কাহাকেও কখনও তোমার সুধামাখা হাঁসির অংশের ভাগী করিবে না!

"মহাশয় কেন এ হত ভাগিনীকে অপ্রতিভ করেন। এ কৃমি কীট পুরিত কুৎষিৎ দেহের এমন কি সৌন্দর্য্য আছে, যাহা দ্বারায় আপনার ন্যায়

জ্ঞানী ব্যক্তির চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটাইতে পারে?

"মঙ্গলা তোমার রূপ মাধুর্য্যের বর্ণনা করি এ অন্তরে সে ক্ষমতা কোথায়? আমি যে বর্ণে, ভাবে, ধ্যানে জ্ঞানে, ধারনায়, কিছুতেই খুঁজে পাই না, তোমার রূপ যে অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, সাধে কি পাগলেরমত মত্ত বেশে তোমার চরণতলে লুণ্ঠিত? মঙ্গলা বহু জন্মজন্মান্তরে কঠোর তপস্যা করিলে তবে তোমার ন্যায় রমণী রত্ন লাভ হয়। কি জানি কি এক অভাবনীয় চিন্তায় যোগিনীর বিশাল স্থির নয়ন যুগল হইতে দর দর ধারায় বারি বিন্দু পতিত হইয়া বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল, যেন কাতর চকোরের পিপাসা পূর্ণ হেতু চাঁদের সুধা উছলিয়া উঠিল, গল লগ্ন কৃতবাসে কাতর স্বরে যোগিনী বলিল, মহাশয় ক্ষমা করুন, ক্ষান্ত হউন, আর আমায় ও সকল কথা বলিয়া অকারন কষ্ট দিবেন না, আপনিও কষ্ট পাবেন না! আপনাকে করযোড়ে মিনতি করি কেন আমায় ধ্রুব বিশ্বাসে পাপ সন্দেহ ঘটাইতে বৃথা শ্রম স্বীকারে আপনি লক্ষ ভ্রষ্ট হন। আমি সহায় হীনা অবলা, ক্ষীন প্রাণে ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে, আমি তাই লক্ষ্য করিয়া আনন্দে উন্মাদিনী আশায় বুক বেধে এক‌ষ্ট মর দেহ ভার বহন করিতেছি আপনার পদে ধরি আমার সে আলোকটী মোহ ঝটিকাঘাতে নির্ব্বানের চেষ্ঠা করিবেন না। করিবেন না! পাপিনী অকুলে পড়িয়া আকুল প্রাণে এক মাত্র সেই আলোক প্রভাবে কুল পানে চেয়ে আছে। যোগিনীর তদকালিন অবস্থা দেখিয়া হায় এ কি দেখিলাম বলিয়া মত্ত আগন্তুক মত্তবেশে লাফাইয়া উঠিল; যেন প্রাণ হারাইয়া, মন হারাইয়া, আপন মনে বলিতে লাগিল।

"কে বলে একাধারে বরিষার বসন্ত উদয় হয় না; আজ সে এ সোভা দেখে যাক্, তার নয়ন ধারণ সার্থক হইবে, যদি কেউ কোথাও লেখক থাক ভাবুক থাক, প্রেমিক থাক, শীঘ্র এস! একটিবার ভাবে পার, বর্ণে পার, ইঙ্গিতে পার, এ রূপের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া এ হতভাগ্যের তাপিত প্রাণ শিতল কর; আমি তোমার পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে এ প্রাণ বিনিময় করিতে বাধ্য আছি। মঙ্গলা! আমার প্রাণের মঙ্গলা! আজ একি অপরূপ দেখাইলে, তোমার সে মন মজান মৃদু মধুর হাসি অপেক্ষা চক্ষের জল যে আমায় আরো পাগল করে তুললে। উঃ প্রাণ যায়. বড় যাতনা রক্ষা কর' বলিয়া

পুনরায় ভূতলসায়ি হইল।

যোগিনী ক্ষণেক উর্দ্ধে স্থির দৃষ্টি করিয়া একটি হৃদয়-বিদারক দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত ব লল।

দেব! আপনি অলিক্ জড়পিণ্ডের মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া এ কি করিতেছেন এ সকল কি অসংলগ্ন বলিতেছেন! আপনি কে? আপনার কার্য্য কি? একবার প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিয়া দেখুন দেখি, আমি আপনারি কৃপায় সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া লক্ষ স্থির রাখিয়াছি; আপনি অনন্ত জ্ঞানের আধার হইয়া কি জন্য পুনঃ পুনঃ লক্ষ্যচ্যুত হইতেছেন। একবার এ কুৎসিৎ জড় চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, সেই নিত্য অনন্তরূপরাশির ধ্যানে মগ্ন হউন, তাহা হইলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন, আপনি আপনার কি সর্ব্বনাসে উদ্যত হইয়াছেন। মহাশয় যাঁর অনুমাত্র জ্যোতিপ্রভাবে; প্রভাকর জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া পরিচয় দিতেছে। যাঁর কণামাত্র রূপ-প্রভায়, শরতের চন্দ্রমা অনন্ত নিল গগনে জগজ্জীবের মন হরণ করিতেছে। যাঁর বিন্দুমাত্র আস্যের মধুর হাস্য পাইয়া, কানন কুসুম সকল বিমল হাসিতে প্রাণি মাত্রেরি প্রাণ মাতাইতেছে, যাঁর সামান্য স্নেহ পাইয়া, জননি পুত্রের চাঁদ মুখ খানি দেখিবার জন্য আত্মহারা; যাঁর অনন্ত রূপ ছটা সাগর স্বাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া, লহরে লহরে ছড়ায়ে রাখিয়াছে; যে রূপের তুলনা নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, আপনি যদ্যপি সেই রূপের প্রতি এই প্রকার আশক্ত হইতেন; তাহা হইলে এতক্ষণে আপনার মুক্তির পথ পরিষ্কার হইত, অতএব আর কেন পাপিনীর পাপের বোঝা বৃদ্ধি করিতে বৃথা প্রয়াস পান।

মঙ্গলা! আমি যে তোমারি জন্য সর্ব্বত্যাগী, তোমারি বিধুমুখ খানি এখন যে আমার একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান ও ধারণা। আমি যে তোমা ভিন্ন শয়নে স্বপনে এ ত্রিভূবনে আর কিছুই দেখিতে পাই না; দাও! দাও! একটি বার তোমার পবিত্র আলিঙ্গন দিয়ে এ অভাগার অন্তর শীতল কর।"

আগন্তুক বামনের চাঁদ ধরিবার মত কি যেন এক কাল্পনিক আনন্দে অধির হইয়া; সহসা লাফাইয়া উঠিয়া, উভয় বাহু প্রসারন করিয়া যোগিনীকে ধরিতে অগ্রসর হইবে; কে যেন পশ্চাৎ হইতে উহার কেশাকর্ষন করিল আগন্তুক এতক্ষণ যে মহিনী মূরতি মানস পটে দেখিতে ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে

সেই স্থানে এক বিকটাকার ভয়াবহ আকৃতি দেখিতে পাইল। অমনি যেন ভয়ে আগন্তুকের সর্ব্বশরীর শুখাইয়া গেল, মুখে কথা নাই, চক্ষু দৃষ্টী শূন্য, মস্তক ঘুরিতে লাগিল, ক্রমে সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাশায়ি হইল। বহুক্ষন পরে, যখন জ্ঞানোদয় হইল, কতক গুলি অপরিচিত পুরুষের হস্তস্থিত আলোকের সাহায্যে দেখিল; আর সে কক্ষ নাই, সে মনমোহিনী নাই, এক প্রান্তরে বৃহৎ বৃক্ষতলে বন্ধন দশায় শায়িত! তখন আগন্তুক চিন্তায় যন্ত্রনায় অধির হইয়া, মনে মনে না না প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল; আমি কি যাগ্রত! না নিদ্রিত! আমি কি সেই গৃহে! না প্রান্তরে! কিছুই যে স্থির করিতে পারিতেছি না; যদি যাগ্রত, তাহলে সে গৃহ কোথায়? মঙ্গলা কোথায়? আর যদি নিদ্রিত, তাহলে এরা কে? কি জন্য আমায় যন্ত্রনা দিতেছে? তবে কি আমি নরকে! পাপির পরিনাম অবস্থায় আসিয়াছি; তাই বুঝি চতুর্দ্দিক হইতে এত দুর্গন্ধ আসিতেছে; অ্যাঃ আমি নরকে!

যমদূতগণ আমায় রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমি সতীর সতীত্ত নাশ করিনাই তারে স্পর্শ করিতেও সাহস হয় নাই; শুদ্ধ মনে মনে সংকল্প করে ছিলেম উঃ! তারি এত কঠোর শাস্তি? দূতগণ আমি তোমাদের সকাতরে বিনয় করি হয় আমায় তুষানলে ভষ্মিভূত কর, নয় মুক্তি দাও, আর যাতনা সহ্য হয় না। আগন্তুকের প্রলাপ উক্তি শুনিয়া অপরিচিত পুরুষ গণের মধ্যে এক জন অপেক্ষা কৃত বিশিষ্ট পরিচ্ছদ ধারি অগ্রসর হইয়া বলিল। "আপনি কাহার সতীত্ত নাশে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; সে সতী কোথায়? আপনি কি প্রকারে, কোথা হইতে, কি আসায় এস্থানে আসিলেন?" "দোহাই যমরাজ! আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আসি নাই, আপন দূতগণ আমায় বন্দি করে লয়ে এসেছে, আপনি সুক্ষ্ম বিচার করিবেন উঃ বড় দুর্গন্ধ! মলেম! যাতনায় প্রাণ যায়!" "আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন; এ যমপুরী নয়, আপনি নরক কুণ্ডে নাই, আমি যমরাজ নই।"

"প্রভূ এ পাপিকে ছলনা করিবেন না, আপনি কে শীঘ্র সত্য বলুন, আমার বড় আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে।"

"আপনার কোন ভয় নাই। আমি ভারত ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ, আপনার মত একজন সামান্য মানব ভিন্ন আর কিছুই নয়, এটি একটী অতিথিশালা।"

মদ্রাটপ্রেসে মুদ্রিত, ৩৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীমানিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্ম্মার নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

প্রেতপুরী নয়, আপনার অনুমানে ভ্রম হয়েছে ; এ স্থানটি আগন্তুক, অতিথি ও ভয়ার্ত্ত পথিকদিগের জীবন রক্ষার জন্য প্রতিষ্টিত হয়েছে, যাতনা দিয়া প্রাণহানী করিবার উদ্দেশ্যে নয় যানিবেন।"

অধ্যক্ষের কথায় কথঞ্চিৎ ভরসা পাইয়া আগন্তুক বলিল—

"ভাল আমি যদি সেই ভারত-ভাণ্ডারে আছি আমার সে গৃহ কি হইল, আর কি জন্যই বা আমায় বন্ধন অবস্থায় এ স্থানে এনেছেন।"

"আমি কিম্বা আমার অনুসঙ্গিগণ কর্ত্তৃক আপনার এ দশা হইয়াছে ভ্রমেও ভাবিবেন না। ভাল আপনি বলিলেন গৃহে ছিলাম, সেটি কোন গৃহ মহাশয়ের কিছু শরণ আছে ?"

"আজ্ঞে আমার দিব্য মনে আছে ; মহাশয় ! অনুগ্রহ করিয়া আপনার অনুচরগণকে অগ্রে আমার বন্ধন মোচন করিতে আদেশ করুন, উহার যাতনায় বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হইতেছে আমি আর কথা কহিতে পারিতেছি না।'

অধ্যক্ষ অপ্রতিভ হইয়া শশব্যস্তে অতি বিনয় ও নম্র বচনে বলিল ; মহাশয় কথায় কথায় বিলম্ব হওয়াতে আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। অধ্যক্ষ মহা দুঃখিতভাবে অপরাপর কর্ম্মচারিদিগকে সত্বর উহার বন্ধন হইতে মুক্তি করিতে আদেশ দিলেন ; তাহারা তৎপর তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল। কঠিন রোগ উন্মুক্ত রোগীর ন্যায়, আগন্তুক যেন নব জীবন পাইয়া আনন্দে উঠিয়া বসিল ; অধ্যক্ষের প্রতি নানা প্রকার কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া ধন্য বাদ দিয়া বলিল, মহাশয়ের কৃপাতেই আজ আমি জীবন লাভ করলেম একনে অনুগ্রহ করিয়া আমায় সেই ঘরটিতে লইয়া চলুন, এস্থলে আমার বড় কষ্ট বোধ হইতেছে।

"কোন ঘরে লইয়া যাইব।"

"যে ঘরে মঙ্গলা আছে।"

মঙ্গলার নাম শুনিয়া অধ্যক্ষ ক্ষনেক কি চিন্তা করিয়া বলিল "মহাশয় মঙ্গলা স্ত্রিলোক কি পুরুষ ?"

"আজ্ঞে স্ত্রীলোক !"

"কৈ মঙ্গলা বিমলা কিম্বা কমলা নাম্নি কোন স্ত্রিলোকিত আমাদের

এ অতিথ শালায় নাই; তবে একটী যোগিনী আজ কএক দিবস হইতে এস্থলে আছেন।"

"আজ্ঞে সেই যোগিনী! যোগিনী! আমার বলিবার ভুল হইয়াছিল।"

"আপনি তার গৃহে এত রাত্রে কি করিতে গিয়াছিলেন?"

"আজ্ঞে বেুসি রাত্রে নয়, সন্ধ্যাবেলা; নানা বৈকাল বেলা।"

আগন্তুকের অসংলগ্ন কথায় অধ্যক্ষের মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আপনার সহিত তার কোন সম্বন্ধ আছে না কি?"

"সম্বন্ধ কিছু কিছু আছে বৈকি; নানা কিছুই নাই তবে এক গ্রামের লোক রাত্রে দেখা শুনা করতে এসেছিলেম।"

"ভাল আপনি এই ডাকাতির বিষয় কিছু যানেন?"

"ডাকাতি, কোথায়! কোথায়!"

"কেন এই স্থার্নে যে ক্ষণ পূর্ব্বে হইয়াছিল।"

"কৈ আমার কিছুই স্মরণ হয় না।"

"আপনি তখন কোথায় ছিলেন?"

"তাও যানি না।"

"বিলক্ষন এই আপনি বলিলেন বৈকাল হইতে যোগিনীর গৃহে ছিলেম; আবার বলচেন ডাকাতির সম্বন্ধে কিছুই জানিনা।"

কি জানেন বৈকাল হইতে মঙ্গলা, নানা যোগিনীর ঘরে ছিলাম সত্য; তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে, কেমন একটা বিকটাকার মূর্ত্তি দেখে ভয়ে আমি ঘুমায়ে পড়ি; পরে যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল, দেখলেম আপনা দিগের সম্মুখে বন্ধন দশায় এই স্থানে পতিত আছি, সেই জন্য বল ছিলেম আমি ও বিষয় কিছুই জানিনা; মহাশয় গো! আমার কথা সত্য কি মিথ্যা; ঐ দেখুন আবার সেই বিকট মূর্ত্তিটা অন্তরাল হইতে উকি মারিতেছে। দেখুন দেখুন ঐ এলো! আমায় ধরলে রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! ঐ কথা বলিয়া কম্পিত কলেবরে অধ্যক্ষের নিকট দ্রুতপদে যাইতে যাইতে মূচ্ছিতাবস্থায় ধরা শায়ী হইল। অধ্যক্ষ অতি সতর্কতা ভাবে উহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া সকল কর্ম্ম-চারিকে বলিলেন দেখ, দেখ; সকলে মিলিয়া বেশ তন্ন তন্ন করিয়া বৃক্ষের

পশ্চাৎ ভাগ খুঁজিয়া দেখ; নিশ্চয় কোন বেটা ডাকাত লুকাইত আছেই আছে।

অধ্যক্ষ্যের আদেশ মত সকলেই যে যাহার হস্তস্থিত দীপাধার লইয়া বিশেষ যত্নের সহিত চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু জন মানবের চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না; অগত্যা সকলেই বিফল মনোরথ হইয়া পুনরায় অধ্যক্ষ্যের নিকট ফিরিয়া আসিল; অধ্যক্ষ্য সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল।

"কেমন কোথাও কাহার সন্ধান পাইলে?"

প্রধান কর্ম্মচারী অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল—

"আজ্ঞা না কোন স্থানেই কাহাকে দেখিতে পাইলাম না; তবে আমার বিবেচনা হয়, ওই যে অদূরে শাখা পল্লবহীন শুষ্ক বৃক্ষটী রহিয়াছে, হটাৎ দেখিলে মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হয়; আগন্তুক ওইটীকে দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছে।"

"অসম্ভব কি আছে হইতে পারে! কিন্তু আমার জীবনে এরূপ আশ্চর্য্য রহস্য জনক দস্যুবৃত্তি, কখন দেখি নাই কিম্বা শুনি নাই। দ্রব্য সামগ্রী যে, যে স্থানে ছিল, সমভাবে রহিয়াছে; এমন কি সামান্য তৃণ গাছটীর অবধি অনিষ্ট করে নাই; কেবল মাত্র যোগিনীর কোন উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। আর এ ব্যক্তি বন্ধন অবস্থায় শায়িত ছিল, নিশ্চয় ইহার মধ্যে কোন গূঢ়তত্ব আছে; ভ.ল ফটকের পার্শ্বে বৃক্ষতলে যে উন্মাদ আশ্রয় লইয়াছিল তাহার কোন সন্ধান পাইলে?

"আজ্ঞা সে ব্যক্তি যে কোথায় গেল, সে সম্বন্ধে কেহই সঠিক উত্তর দিতে পারিতেছে না।"

"আমি ঠিক অনুমান করিয়াছি, নিশ্চয় সে ব্যক্তি দস্যুদিগের ছদ্মবেশি গুপ্তচর ভিন্ন আর কিছুই নয়। যাই হক আর চিন্তার আবশ্যক নাই, সময়ে এ রহস্য প্রকাশ পাইবে; এক্ষণে সকলে এই মূচ্ছাগত রোগীকে আমার কক্ষে লইয়া চল, ওর চিকীৎসা করা একান্ত আবশ্যক। রাত্রি অধিক হইয়াছে আর এস্থানে থাকা যুক্তিসিদ্ধ নয়, এই বলিয়া অধ্যক্ষ্য অগ্রসর হইল, কর্ম্মচারি-গণ অতি সন্তর্পণে আগন্তুককে ধরাধরি করিয়া লইয়া উহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল।

"মহা শ্মশান।"

মহা শ্মশান—শ্মশান শব্দটি আর্য্য জাতির আবাল বৃদ্ধ যুবা মাত্রেরি শোক উদ্দীপক, অস্থিভেদী, ভয়াবহ। কেহ শোকে উন্মাদ হইয়া, কেহ ক্রোধে কর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইয়া, কেহ অনুতাপে দগ্ধ হইয়া, কেহ অভাব হেতু অধৈর্য্য হইয়া ইহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। এমন কি লজ্জা ভয়ে নিকটে যাইতেও কুণ্ঠিত হন; জননী আত্মনাদে হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন, "মা' গো! এই স্থানেই আমার সোনার চাঁদকে জনমের মত হারায়েছি, আর সে আমায় মা ব'লে ডাক্‌'বে না। উপযুক্ত পুত্র মাতৃহারা হইয়া, দুর্দ্দম শোকোচ্ছাসে বলিতেছে, যিনি আমায় ক্ষুধায় কাতর দেখিলে ভিক্ষা করিতেও লজ্জা বোধ করেন নি; যিনি আমার সামান্য অসুখে মরণ অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, যিনি আমি হাসিলে সংসারের যাতনা ভু'লে যে'তেন, কাঁদিলে ধরা অন্ধকার দেখিতেন, আমার সেবার জন্য যিনি দেহ ধারণ করে ছিলেন, যাঁর তপ, যপ, ধ্যান, ধারণা ব্রত, উপবাস, এক আমারি মঙ্গল কামনার জন্য করিতেন। আমি এই স্থানেই আমার সেই স্নেহময়ী মা জননীকে হারিয়ে, অভাগার মত দুরন্ত সংসার চক্রে পড়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চি। সুখ শান্তি পোরা স্নেহের আস্বাদ একেবারে ভুলে গেছি!

পিতা কর্ম্ম ক্ষম উপযুক্ত পুত্রের অকাল মৃত্যুতে অধ্যাতিক তাপ হেতু ক্রোধে অভিমানে কর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য হইয়া; কপালে করাঘাত করিতে করিতে বলিতেছেন এই স্থানেই; আমি এই নির্দ্দয় স্থানেই পাষণ্ডের মত আমার বাছার চাঁদ মুখে অগ্নি জেলে দিয়েছি হায়! হায়! একি অবিচার আগে আমার মরণ হলোনা কেন? সতী পতি হারা হয়ে ভয়ে অনুতাপে বলিতেছে আমি এই খানেই আমার অমূল্য ধন কণ্ঠের ভূষন হারিয়েছি! ওগো তোমরা ছেড়ে দাও; আমি এই খানেই থাকবো; সংসার অনন্ত সাগরের মত ধূ ধূ কর'চে। প্রতি ক্ষনে কত তরঙ্গ উঠ'চে; আমার একলা যেতে বড় ভয় হয়; তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! আমি আমার স্বামীর সংঙ্গে যাব, তারি কাছে থাক্‌বো, নইলে তার সেবা করবে কে; জীবে যদ্রূপ যতনে বৃক্ষ লতা রোপন করিয়া, উহার ফল গ্রহনান্তর শুষ্ক হইলে; পোড়াইয়া ফেলে

পরে উহারি বীজে দ্বারা অন্য বৃক্ষ বা লতার উৎপন্ন করে তদ্রুপ দেহীও দেহ দ্বারা উক্ত সাধন ফল গ্রহণ করিয়া; দেহের জরা জীর্ণ অবস্থায় ইহাকে দগ্ধ করিয়া মনময় কোশ স্থিত কামনা বীজ প্রভাবে ফল আকৃতি অনুরূপ দেহ ধারন করে। রসাল বৃক্ষের বীজ হইতে বৃহৎ রসাল বৃক্ষই হইয়া থাকে; ক্ষুদ্র দোপাটী বৃক্ষের বীজ হইতে দোপাটী বৃক্ষই হইয়া থাকে। এই তার তম্য ভেদ হেতু এক সূক্ষ্ম বীজি যে ফল ভিন্ন হেতু পৃথিবীর রস প্রভাবে বৃহত ও ক্ষুদ্র কায়া বিস্তারিত করিয়া ছিল, করিয়াছে ও করিবে স্পষ্ট দেখিতেছি। যখন বীজ মধ্যে বৃহৎ বৃক্ষের সূক্ষ্ম সার সমষ্টি নিহিত রহিয়াছে; বৃক্ষ সময়ে শুখাইয়া যায়; পোড়াইয়া ভস্ম হয়, ভস্ম মাটিতে মিসাইয়া যায়; ফল সময়ে সুপক্ক হইয়া মাটিতে পড়িয়া মিসাইয়া যায়; কিন্তু বীজসেই মাটিতে পড়িয়া মাটি না হইয়া পুনরায় বৃক্ষ উৎপাদন করে। তখন ফল মিথ্যা; বৃক্ষ মিথ্যা; এক সূক্ষ্ম বীজি যে সত্য, একথা কে না স্বীকার করিবে। যেখানে সত্যের অস্তিত্ত আছে, সেই খানেই যে নিত্য পদার্থের স্থাইও এ কথা কে নাজানে। বীজ যেমন ফলের সৌসাদৃশ্য কায়া বিস্তার করে, সেই রূপ কামনা বীজ কর্ম্মফল অনুসারে দেহ ধারণ করে; এক মানব জাতির শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট, তার স্পষ্ট প্রমাণ। এই ইতর বিশেষ প্রভেদ হেতু পৃথিবী যে কর্ম্মক্ষেত্র, সকল ধর্ম্ম সাস্ত্রেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছে। এই ধনি, নির্ধনি, অপকৃষ্ট, শ্রেষ্ট, জাতি ভেদ, শ্রেণী ভেদ হেতু কর্ম্ম-ফল বা পর জন্ম আছেই আছে; পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কর্ম্মফল না থাকিবে এক জনের পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন, আর একজনের অন্নে ব্যাঞ্জনের অভাব কেন হয়; এক জন বিষ্ঠার বোঝা মাথায় লইয়া দ্বীতিয় প্রহর রৌদ্রে মাঠে ছুটিতেছে; আর এক জন স্বর্ণ অট্টালিকায় বসিয়া গোলাপ জল ছিটান আড়ানির হাওয়া খাইতেছে কেন? এক কর্ম্মফলি ইহার মূল; যেমন বীজ অনুসারে বৃক্ষের তার তম্য, বৃক্ষ অনুসারে ফলের তার তম্য, ফল অনুসারে গুণের তার তম্য, তেমনি কামনা বীজ ইতর বিশেষ হেতু কর্ম্মের ভেদাভেদ, কর্ম্মের ভেদাভেদ হেতু ফলের ভেদাভেদ, ফলের ভেদাভেদ হেতু দেহ রূপ ভোগ মন্দিরের ভেদাভেদ হইয়া থাকে। আলোর পর অন্ধকার আসিতেছে, আবার অন্ধকারের পর আলো আসিতেছে, দেখিতে দেখিতে আলই অন্ধকার মূর্ত্তি ধরিতেছে অন্ধকারি আলো হইতেছে; অন্ধকারের মধ্যে আলো লুকান রহিয়াছে, আলোর

মধ্যে অন্ধকার লুকান রহিয়াছে, আমরা ইহাই দেখিতেছি কি জন্য ? সকল জ্যোতীর আধার সূর্য্য পৃথিবী পরিভ্রমণের জন্য দৃশ্য অদৃশ্য ভাব ধারণ করিয়া, কক্ষ হতে কক্ষান্তরে গমন করিলে, এইরূপ মনে ধারনা হয়। তাহার কারণ অন্য কিছুই নয় আমাদিগের এই চক্ষুই হইল মনের দর্পণ স্বরূপ, মনোমধ্যে কোন হর্ষ বা বিষাদ উপস্থিত হইলে, মুখে আমরা যতই চাপিতে চেষ্টা করি, কিন্তু চক্ষে প্রকাশ পাইবেই পাইবে। যাহাতে প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায় তাহাকেই আমরা দর্পণ বলিয়া থাকি; চক্ষুও আমাদের মনের প্রতিবিম্ব প্রকাশের স্থান, সেই জন্য ইহাকে দর্পণ বলিলাম। আমাদিগের চক্ষু দর্পণে অন্য জ্যোতির প্রতিবিম্ব পড়িলে তবে আমরা অন্য পদার্থের রূপ দেখিয়া গুণ ধারণা করি; তাহার প্রমাণ দুই চক্ষুহীন অন্ধেতে প্রকাশ পায়। উহার চক্ষু দর্পণ নাই, আলোর প্রতিবিম্ব পায় না, অগত্যা দিনমানে সূর্য্য উপস্থিতেও অন্ধকার দেখে; বস্তু বিশেষের রূপ বা গুণ ধারণা করিতে পারে না, সেই জন্যই বলিতেছি যখন এক চক্ষু অভাবে আলো অন্ধকার সমভাব জ্ঞান হয়, তখন ইহা শব্দ ভেদমাত্র ; ধারণা ভেদ, বা দৃশ্য ভেদ মাত্র, কিন্তু রূপ ভেদ, বা পদার্থ ভেদ নহে। আলোর রূপান্তর ভেদ বা মনের ধারণা ভেদি হইল অন্ধকার। যেমন বৃক্ষ বা ফল মিথ্যা, এক সুক্ষ্ম বীজি সত্য। সেই রূপ আলো বা অন্ধকার কাল্পনিক শব্দ মাত্র, কিন্তু কিছুই কিছু নয়। এক পূর্ণানন্দময় জ্যোতীই সত্য, নিত্য পদার্থ তাহার রূপান্তর কখনই সম্ভবেনা; তাহা হইলে সত্যের মাহাত্ম থাকে কৈ? সেই পূর্ণ জ্যোতীই সর্ব্বব্যাপি সকল স্থানে সকল সময়েই বিরাজ করিতেছে; কিন্তু হায়! আমাদের সে দৃষ্টি শক্তি নাই, মনের সে ধারণা শক্তি নাই, সুতরাং আমরা কাল্পনিক বাহ্য পদার্থের সাহায্যে, কাল্পনিক বাহ্য বস্তু দেখিয়া থাকি, অগত্যা আলোর পর অন্ধকার বা অন্ধকারের পর আলো ইহাই আমাদের চির ধারণা আছে। যাহারা দিব্য দৃষ্টি বিশিষ্ট, দিব্য জ্ঞান সম্পন্ন, মনের স্থিরতা হইয়াছে, ইহার জাজ্জল্য প্রমাণ তাহারাই। পূর্ণানন্দ উপভোগ করিয়া, দিব্য দৃষ্টি প্রভাবে অহোরহ সেই জ্যোতী দেখিতে পান। সেই জন্যই বলিতেছি, অন্ধকার মন মালিন্য ভিন্য আর কিছুই নহে; আলো কর্ণে শোনা কাল্পনিক শব্দ মাত্র। যেমন আলো অন্ধকার মনের অবস্থা ভেদ মাত্র, সেই প্রকার জন্ম ও মৃত্যু মনের সংজ্ঞা ভেদ ভিন্য আর কিছুই নহে। যখন এই

পৃথিবীতে ছিলেম আছি ও পরে থাকিব অবস্থা ভেদে পষ্ট দেখিতেছি! তখন গেলেন কোথায়! এলেমি বা কোথা হতে! একি বিষম মোহ! কেন শ্মশান দেখিলে শিহরিয়া উঠি, কেন প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে, এর উত্তর সাধক কে কিছুই স্থির করিবার উপায় নাই। আবার কি এক অনির্ব্বচনীয় প্রত্যক্ষ, আশ্চর্য্য কাণ্ড; বীর হন, ধীর হন, মানি হন, ধনি হন, দীন হন, দুঃখি হন, দস্যু হন, সাধু হন, যে কেহ হন না কেন; দূর হতে যে শ্মশানকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিয়া ওঠেন, যে শ্মশানকে লজ্জা, ভয় ও ঘৃণার চক্ষে দেখেন, প্রয়োজন বোধে সেই শ্মশানে প্রবেশ মাত্রেই কি এক প্রকার বিকারগ্রস্থ হন, মন যেন উদাস ভাবে কার সঙ্গে কোথায় চলে যায়। সম্বন্ধ মিথ্যা, দেহ মিথ্যা, আমি মিথ্যা, ধন ঐশর্য্য ভোগ বিলাস মিথ্যা, কোথা হতে সেই ব্যক্তিরি প্রাণে এই সকল নব ভাবের ধারণা আসে, ব্যক্তি মাত্রেই এক সময়ে না এক সময়ে ইহা প্রতক্ষ্য ভোগ করিয়াছেন স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। যে স্থানে অন্তেষ্টি ক্রীয়ার ভস্মাবশেষ দ্বারা বা অন্তেষ্টি ক্রীয়া দ্বারা অনিত্য সম্বন্ধ বা অনিত্য বিষয় সকল স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়; যে স্থান হতে নিত্য সত্যের সোপান দেখা যায়, যে স্থানে মোহের অধিকার নাই; সে স্থান কি পবিত্র নয়? কিন্তু হায়! কি দুঃখের বিষয়, সে স্থান পবিত্র হইয়াও হইল কৈ? এই খানেই মহামায়ার অপূর্ব্ব কৌশল জালের অপূর্ব্ব ক্ষমতা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই খানেই মহামায়াই যে ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত কারণ জড় জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দিব্য প্রকাস পায়; ক্ষণপূর্ব্বে শ্মশান মধ্যে যে ব্যক্তি স্থান মাহাত্তে সত্য জ্ঞান প্রভাবে সকলি অনিত্য দেখিতেছিল; আত্ম তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেছিল; সেই ব্যক্তিই যেমন উহার বাহিরে আসিল, অমনি কি জানি কার ছলনায় আমার আমার বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আসিয়াছে সৎকার করিতে; সৎ—শব্দে শ্রেষ্ট বা সত্য, কৃ—ধাতু হইতে 'কা' শব্দে ক্রীড়া বুঝায়, 'র' শব্দ—আমিও হীন বা সম্বন্ধ হীন সম্বোধন! যেখানে আমিও বা আমার ভাব নাই, সেই খানেই সার্থ নাই; যেখানে সার্থ নাই, সেই খানেই লোভ, মোহ, অভিমান, ক্রোধ কিছুই নাই। নিস্বার্থ সৎ অনুষ্টানের নাম হইল সৎকার; মোহ মুগ্ধ জীব তখন সকলি ভুলিয়া গিয়া সেই পবিত্র ক্ষেত্র শ্মশানকে বীষবৎ বোধ করিতে লাগিল।

আমি আমার বলিয়া আকুল হইয়া সম্বন্দ হীন দেহের সম্বন্ধে পরম আত্মীয়

হয়েছেন যারা, তাদের সুন্দর শ্রী গুলি কল্পনা পথে আনিয়া, মানস চক্ষে দেখিতে দেখিতে ভয়ে অসুচি হইয়াছে ভাবিয়া, সত্বর পদে পূত সলিলা গঙ্গা গর্ভে নাবিয়া স্নান করিয়া সুচি হইয়া বাটি আসিল; কিন্তু তখন মনের তৃপ্তি নাই তিনি নিজে সুচি হইয়াছে তাহার পরিধেয় বস্ত্রগুলি অস্মুচি রহিয়াছে ভাবিয়া, সত্বর উহাদিগকেঁ পরিত্যাগ করিয়া এমন স্থানে রক্ষা করিল, যাহাতে তিনি কিম্বা অপর কেহ স্পর্শে অস্মুচি গ্রস্থ না হন, তাহাতে ও সন্তুষ্ট না হইয়া পাছে তাহাকে স্পর্শ করিলে তাহার আত্মীয়গণের কোন অমঙ্গল ঘটে, এই আশ-ঙ্কায় বহির্ব্বারের একটি সতন্ত্র প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া রহিল। হায় মায়া খেলার পদে পদে কি ভ্রান্তি।

১ম। পবিত্র স্থলে গিয়া, পবিত্র কার্য্য করিয়া, অপবিত্র অস্মুচি হইল।

২য়। যে গঙ্গোদক কুশাগ্রে স্পর্শ করিলে জীব মাত্রেই দিব্য জ্ঞান, দিব্য গতি লাভ করে, সেই অস্মুচি ব্যক্তি অবগাহনে স্নান করিয়াও মনে শান্তি পাইল না তাহার বস্ত্রগুলি অস্মুচি রহিল।

৩য়। তিনি নিজে সুচি হইয়াছেন জানেন, কিন্তু তত্রাপি পাছে সংঙ্গ দোষে তাহার আত্মীয়গণের কোন অমঙ্গল ঘটে; এই আশঙ্কায় একাসনে কিম্বা এক কক্ষে সুইতে সাহস হইল না; ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে।

আর্য্য ও যবনদিগের মধ্যে যেমন চির শত্রুতা হেতু জ্ঞান বিজ্ঞানে, বা কর্ম্ম কাণ্ডে, প্রতি বিক্ষেপে বিপরীত ভাব, বিপরীত আচার দেখাযায়; নিত্য ও অনিত্য সম্বন্ধ মধ্যে অবিকল সেইরূপ ভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। জড়যুক্ত অনিত্য, স্থায়ি ও শূন্য। লক্ষ্যভ্রষ্ট করে, মিথ্যাকে সত্যের ভাণে চিত্ত আকর্শন জন্য, নিত্য নূতন কত শত মনোহর দৃশ্য পট দেখায়। সত্যের উজ্জল আলোকে কেমন কৌশল করিয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বতের অন্ধ-তম গহ্বরে লুকায়ে রাখে। কল্পিত আমি আমার শব্দ সম্বন্ধে জ্ঞান পথের দ্বার রুদ্ধ করে।

নিত্য বা সত্যের অপলাপ করাই হইল ইহার স্বভাব সিদ্ধ কার্য্য, চৈতন্য উন্মুখ জীবকে অচৈতন্য রাখাই ইহার ধর্ম্ম।

নিত্য বা সত্য ছলনা শূন্য বিশুদ্ধ পদার্থ, ইহাতে ভয় বা বিভীষিকার ছায়া

মায়াপ্রেসে মুদ্রিত, ৩৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীমাণিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্ম্মার নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

মাত্র নাই, ইহা অনিত্যের অপলাপের জন্য প্রতারনা জাল পাতে না, স্বয়ং শুদ্ধ সত্ত, আনন্দময়, জ্যোতি পূর্ণ হইয়াও ইহার মাহাত্ম্যগুণে ঘোর তিমিরাবৃত বিষাদ পূর্ণ অনিত্য বা অবিশুদ্ধকে আহ্লাদে কোল দেয়। মাগো লিলাময়ি! প্রকৃতি রূপিণী, তোমার লিলা বুঝি এ ক্ষুদ্র অন্তরে সে ক্ষমতা কোথায়! আমরা যে কামনা, যে কর্ম্মের জন্য, সময়ে সময়ে যন্ত্রণায় অনুতাপ করিয়া, চক্ষের জলসহ হৃদয় ভেদি চিৎকার করি; আপনি অপূর্ব্ব কৌশলে সেই কামনা, সেই কর্ম্ম অন্তে কেমন সুন্দর ফল সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দুর্গোৎসব করিলে অশ্বমেধের ফল হইবে; কন্যা দান করিলে গৌরি দানের ফল হইবে; লক্ষ্মী পূজা করিলে ধন ধান্যে ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিবে; ষষ্ঠী পূজা করিলে সন্তান সন্ততি ভাল থাকিবে; স্বরসতী পূজা করিলে বিদ্যা উপায় হইবে। মাগো তুমি অনন্ত ব্যাপিনী, অনন্ত রূপিনী, তোমার কার্য্যেও অনন্ত, আমার এ সামান্য লেখনীতে বর্ণনা করি সে ক্ষমতা কোথায়! মা! আমরা অন্ধ পর্য্যটক, তুমি আমাদের চালক; মাগো জগৎ জননী "কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখন নয়।" এ চির প্রসিদ্ধ বাক্যে কেন আজ অভাগা সন্তানের মনে সন্দেহ হয়? কেন মা অকৃত্রিম মায়ের ভাল বাসায় কৃত্রিম ভাব আশে, কেন মা আমাদের আশাগুলো, শেষে মৃগতৃষ্ণার মত মরিচীকা ভ্রম হয়! বল! বল মা! কেন তোমারি পথ প্রদর্শিত কর্ম্মের দ্বারা কার্য্য ভার লাঘব করিতে গিয়া আরো গুরুভারের দায়ীও হই; কেন মাগো বার বার বাসনা গুলো, শুষ্ক কলার বাসনার মত জ্বালাইতে গিয়া আরো জ্বলে মরি।

মা'গো ঘোর মূর্খ হয়ে কি করে তোমার এ রহস্য পূর্ণ সাধু অভিপ্রায়ের উদ্দেশ্য ধারণা করি; সে দুর্ল্লভ জ্ঞান কোথায় পাব; মা দয়াময়ি, মা হয়ে সাধ্যা সত্ত্বে কেহ কখন সন্তানের অনিষ্ট করে না এই ধ্রুব বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সাহসি হইয়া বলিতেছি, আমি তোমার মণি মাণিক্য পোরা কুবেরের ভাণ্ডার চাহিনা; নানাবিধ শস্যপূর্ণ উর্ব্বরা ক্ষেত্র চাহিনা; শীবের বাঞ্ছিত অভয়পদ চাহিনা; কেবল তোমার কর্ম্ম কাণ্ডের শেষে যে নিস্বার্থ ভাব টুকু লুকান আছে সেই টুকু দে মা; তা হলেই কৃত কৃতার্থ হই। যে'স্থানে যাওয়া দূরে থাক্ নাম শুনিলে শরীরের রক্ত শুখায়ে যায়, মুখে কথা সরে না, যে স্থানের চিতার ধুমে ও চট্ চট্ শব্দে দর্শক মাত্রেরি মৃত্যু ধারনা আসে, গৃধিনী, শকুনী, শৃগাল'

কুকুর, যাহার পোষ্য পুত্র কন্যা ; নরঅস্থি, কঙ্কাল, মুণ্ড, খর্পর, যাহার ক্রীড়া সামগ্রী ; চিতা ভস্ম, অঙ্গার, ভগ্নকলসী, অর্দ্ধ দগ্ধ বংশ খণ্ড, যাহার অঙ্গ আভরণ। ত্রিবেণীর দশ বার ক্রোশ উত্তরে লক্ষ্মীপুরের সেই মহাশ্মশানে একটি সুন্দরী যুবতীর শবদেহ শায়িত, পার্শ্বে একটি যুবক ও একটি মধ্য বয়স্ক ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছে ; উভয়েরি মুখে কথা নাই, উভয়েই যেন মানব জীবনের চরম চিন্তার ভাবে মত্ত। অদূরে একটি সামান্য দ্বীপাধারে একটি ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে। আজি কৃষ্ণ পক্ষীয় অষ্টমী তিথী, যামিনী দ্বীতিয় যান অতিক্রম করিয়াছে, এখনও চন্দ্রদেব দেখা দেননি, প্রকৃতী সতী ঘোর তিমির বসনে আবৃত হইয়া এই ভীষণ চিত্র দেখিয়া শ্মশান পার্শ্বস্থ বৃক্ষ পত্র হইতে পত্রে চক্ষের জল ফেলিতেছে। প্রকৃতির অবস্থা দেখিয়া পূত সলিলা ভাগিরথী সহসা কি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে জানিবার জন্য, কি' হল কি' হল শব্দে তটে লাফাইয়া উঠিল। দয়াময়ির অন্তরে দীনের ব্যথা বাজিল, অমনি করুণাদ্রা হইয়া মাটিতে মিশাইয়া গেল, আবার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল আবার ঝাপাইয়া পড়িল ; শোকোচ্ছাশে স্থির থাকিতে না পারিয়া ক্রমে সরিয়া আসিল। শূন্য-ভরে সমীরণ এই ব্যাপার দেখিয়া দেবী মাহাত্ম্য প্রকাশ ছলে, এই দুঃখের বারতা দেশ বিদেশে ঘোষণা করিবার জন্য, লহরে লহরে শন্ শন্ করিয়া সত্বর পদে ছুটিল। শ্মশান পার্শ্বে একটি শিবা, একটি শিশুর শব লইয়া আনন্দে ভক্ষণ করিতেছে ; আর একটি শিবা থাবা গাড়িয়া উহার সম্মুখে কপট যোগীর ন্যায় বসিয়া অবসর খুজিতেছে, মধ্যে মধ্যে লোভাতিশয্যে শব ভক্ষণে অগ্রসর হইতেছে, আবার শবারূঢ় শিবার রোষ কশায়িত বদন বিস্তারে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। শ্মশান সংলিপ্ত শ্মশাননাথের ভগ্ন মন্দিরের কোটর হইতে একটি ক্ষুধাতুর পেচক বহিস্কৃত হইয়া ; বিকট চিৎকারে শ্মশান মাতাইয়া, ধনাঢ্যের চাটুকারের ন্যায়, গৃহস্থের বিড়ালের মত, শব আহারি শিবার চতুর্দ্দিকে বৃক্ষশাখা হইতে শাখান্তরে ঘুরিতেছে ; উহার বিকট রবে মধ্য বয়স্ক ব্যক্তির মোহ ভাঙ্গিয়াগিয়া সত্রাসে বলিল "কি হে গঙ্গাধর ব্যপারখানা কি এরা যে এখনো ফেরে না।"

"বোধ করি অনেক রাত্রি হওয়ার দরূণ গোলদার বাড়ি গিয়েছে, কাট পায়নি তাই হয়'ত তারে বাড়ি থেকে ডাক্'তে গিয়েছে, সেই জন্য এত

দেরি হচ্ছে”

“আরে সেওত বেসি দূর নয় পাশের ধান ক্ষেতটা পেরুলেই ঘোষ পাড়া'র বড় পুকুরের ধারেই তার বাড়ি, আন্দাজ পোয়াটাক্ পথ হয় কি' না! তারা যে ক্ষণ গিয়েচে আমি হলে তের বার গিয়ে ফিরে আসতে পারতুম না'; এদের নিয়ে কোন কাজ হবার যো নাই। আর এদেরি বা অপরাধ কি.; পরের বেগার দেওয়াই হল এই রকম; যাহক পর হয়েও যে ডাকতে মাত্রেই সব ছুটে এসেছে এর জন্য ধন্যবাদ দেওয়া যায়; কিন্তু ভাই তোমার যত আপনার লোকের ব্যবহার দেখে আমার পেটের পিলে চম্কে গিয়েছে! শুনলেম তোমার সেজো কাকা, ছোটকাকা, ন'মামা, সেজো মামা, শ্যামদাদা, প্রিয়নাথ, সকলেই শনিবার দিন বাড়ি এসেছে; আমি কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গিয়ে একে একে সকলকেই তোমার বিপদের কথা জানালেম; কেউ বা মুখ বাড়িয়ে ওজর করে কাটায়ে দিলে, কেউ বা মোটে সাড়া দিলে না, শেষে হতাস হয়ে আসবার সময় বন্দিনাথদের বাড়ি গেলাম; সে ছেলে মানুষ হক তার প্রাণটা কিন্তু খুব উঁচুদরের সে আমার সাড়া পেয়েই হনতো দনতো হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে এলো, সঙ্গে যেতেও চেয়েছিল; শেষে তার বাপ তোমার বড় জেঠা যাকে তুমি গুরুর মত পূজাকর ছুটে বেরিয়ে এসে ছেলেটাকে ধা করে একটা চড় মেরে হাত মুচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধকরে দিলে।

“ওদের কি অপরাধ ভাই, সময়ে সকলি করে। বাবার মৃত্যুর পর আমি ত ঘর সংসার ছেড়ে এক রকম বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গিয়ে ছিলাম। তোমরাই আমাকে ধরে বেঁদে পুনরায় সংসারি করলে; ঈশ্বরের অনুগ্রহে তা হতেও আজ মুক্ত হয়েছি। আর কেন ভাই মিছে সম্বন্ধ ঘটিয়ে আমার প্রাণে কষ্ট দাও।”

‘গঙ্গাধর, এ তোমার ভাই অন্যায় দুঃখ করা; আমি তোমাদের বিষয় আগা গোড়া কি না যানি। তোমার জমি জায়গা বাগান পুষ্করণী নিয়ে, যে বেটাদের ভুঁড়ি উচু হয়েচে, বাড়ী বালাখানার বাহার বেরিয়েচে, তারা একবার এসে চোখের দেখা দেখলে না; এটা কি কম আপ্সোসের বিষয়! তুমিত এখানে থাকতে না কাজেই কিছুই জাননা। তোমার যে সেজ মামা, আজ ছেলের অসুখ হয়েছে বলে কাটিয়ে দিলে; তারি বিয়ে হয় না, শেষে তোমার

বাপ কর্‌ করে বার বারশো টাকা গুনে দিলে তবে আইবুড়ো কার্ত্তিক পার হলো। তোমার মেজো খুড়ো কারবার করে দেনার দায়ে জেলে যান, তখন তোমার বাপের হাতে টাকা ছিলনা; বড়গায়ের অমন সোনার জমিখানা বেচে উদ্ধার করলে; তিনি আজ বললেন কি না আমি একটা দৈব ঔষধ ধারণ করেছি, শ্মশানে যেতে নিষেধ। ভাইরে এ সংসারে এক মা ছাড়া কি; সকলের সঙ্গে কেবল পয়সার সুবাদ; স্বার্থ ভিন্ন কেউ পাটি বাড়ান না। সময়ে অর্থ থাকলে অনেকে সাধ করে সম্বন্ধি সেজে এটো পাত পরিষ্কার করেন; কিন্তু অসময়ে একটা বিপদে পড়লে দাঁত কুটো করে বাবা বলে ডাকলে সে দিকে কেউ ফিরে চায় না; সাধে কি বলি—

সৌর শাক্ত শিবের ভক্ত, ব্যক্ত যত ভবের মাজে,
ভক্তি মুক্তি কথার যুক্তি যেন ফিকিরে ফকির সাজে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম হাটের তোলা বাঁধা আছে ধনির লেজে,
চক্‌চকের চাক্‌চিক্য দেখে সাধে সেধে সবাই ভজে;
আলোক চাঁদা রূপটি সাদা দেখলে অমনি মনটি মজে,
পাপ পুণ্য সকলি শূন্য অষ্টরম্ভা মিছে কাজে;
তিলক কাটা বাউরি ছাটা জটার ঘটা বুজে সুজে,
লেজে খেলে আড়াই চালে ভেস্তে গেলেই বেরাল ভিজে;
কোণে কুণো ডালে হুনো চুপটি করে মুকটি বুজে,
হাঁমাগুড়ি বাবুর তুড়ি মুসুর কলাই যেন পেঁজে;
হায়রে পয়সা ভবের নেসা বাসা তোর আসার মাজে,
তোরি তরে জগৎ জুড়ে বাঁধা বাঁধি সকল কাজে।

"হরি বাবু! আমি কিম্বা আমার; এদুইটি ভ্রান্তিমূলক শব্দভিন্ন আর কিছু নয়। যখন আমি কার তাকেই চিন্তে পারিনে; তখন অপরের দ্বারা উপকারের আশা কিরূপে সম্ভবে? মিছে কেন ভাই ও আক্ষেপ করে অসুখি হও।"

"তুমি চির কালটা ধরেই কেবল আমি কার, কে আমার, করে সব খোয়ালে; তা ধরতে গেলে তো আর ঘর সংসার করা চলে না।; সময় অসময়ে যদি না দেখবে তাহলে লোকে আপনার পর বলে কি জন্যে?"

"হরি বাবু তুমি যার দুঃখে দুঃখিত হয়েও সব কথা বলচ; তারি জীবনের আগা গোড়া অবস্থা গুলো চক্ষের ওপর দেখলে, আজ এ শ্মশানে এসে দিব্য চক্ষু দিব্য জ্ঞান পেলে, এখন আমি আমার আপন পর এই সব কাল্পনিক শব্দবাচক মোহে অভিভূত হচ্চ। যদি বল এ সব কাল্পনিক শব্দ কি জন্য বলিলাম? ভাই রে যে সকল শব্দের সূচনার সূত্রপাতি হইল এক পদার্থে ভিন্নভাব বোঝান, যে আমি আমার আপন পরের মধ্যে স্বার্থপোরা লোভ, হিংসা, অভিমান, ছলনা, প্রবঞ্চনা, মান, অপমান ইত্যাদি নিহিত রহিয়াছে। আজ আমার ঘটনায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলে; সে সকল সম্বন্ধ বাচক শব্দকে মিথ্যা বা কাল্পনিক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সেই জন্যই বলিতেছি ও সকল মিথ্যা আলোচনা করা জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য নয়, যখন সত্য অনুসন্ধান অভিপ্রায়ে কার্য্য বা চিন্তার দ্বারা সৎ অনুষ্ঠান কারিবার জন্য এ কর্ম্মক্ষেত্রে আন গিয়াছে; তখন মিথ্যা জল্পনায় বৃথা সময় ক্ষয় করে কি আবশ্যক আছে দাদা?"

"তোমার সত্য ভাই তোমাতেই থাক, আর আমায় উপদেশ দিতে হবে না। কি আশ্চর্য্য! যে সম্বন্ধ হইল, প্রকৃতির আকর্ষন শক্তি, যার জন্য সংসারের বাধ্য বাধকতা স্বীকার, যে সম্বন্ধ বলে ঈশ্বর আছেন জানা যায়; তোমার বিবেচনায় সেই সম্বন্ধ মিথ্যা?" "আমাকে কি নসেমালি, না হরে চাঁড়াল পেলে; তাই যা ইচ্ছে বুঝিয়ে যাবে। দেখ গঙ্গাধর তুমি যে অনেক সন্ন্যাসির কাছে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ঢের বিদ্যা উপায় করেছ এটা মনে কর না, আমিও ব্রাহ্মণের ছেলে ছাইতে না জানলেও কতকটা গোড় চিনি।"

"ভাইরে! যে বিষে দেহ নাশ করে যখন সেই বিষেই দেহ রক্ষা করিতেছে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, যে কামিনী কাঞ্চন চক্ষে হেরিলে· মহাযোগীর যোগ ভ্রষ্ট হয়, আবার সেই কামিনী কাঞ্চনের আশ্রয় না লইলে সমাধি সিদ্ধ হইবার উপায় নাই। তখন এ জগতে আশ্চর্য্য কি আছে? এক জ্ঞান মধ্যে অজ্ঞান রহিয়াছে; আবার অজ্ঞান জ্ঞানমুখে ছুটিতেছে; এক সূক্ষ্ম বীজ স্থূলাকার ধারণ করিতেছে; আবার স্থূলাকার সূক্ষ্ম বীজে পরিণত হইতেছে। ভাইরে এক ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় বস্তু আর কিছুই নাই। যখন সেই একি বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছে; আবার বহুরূপি একে মিশাইতেছে, তখন

মিথ্যার মধ্যে যে সত্য লুকান আছে এ কথা সহস্রবার আমি স্বীকার করি। আসল থেকেই নকলের উৎপত্তি বলিয়া সাধারণে আগ্রহ সহকারে নকলের প্রতি আদর করে, আশ্চর্য্য চক্ষে চেয়ে দেখে; কিন্তু আসলের যার ধারণা আছে সে নকলের প্রতি দৃষ্টি শূন্য হয়। কেউ বা আসল পাইয়া নকল কে অগ্রাহ্য করিতেছে, কেউ বা আসল পাইবার জন্য নকলের সেবায় নিযুক্ত এই মাত্র প্রভেদ কিন্তু বস্তু এক।

"এইবার তোমার বিদ্যার দৌড়টা একবার কতদূর বুঝিব। ভাল বল দেখি এ মিথ্যা সংসার সম্বন্ধ মধ্যে সত্য কি?"

"সত্য সকলি, আবার মিথ্যাও সকলি; কেবল দীক্ষা ভেদ, জ্ঞান ভেদ, ও ধারণা ভেদ মাত্র। যে সম্বন্ধে জীবে জড়িত হয়ে আত্মতত্ত্ব হারা হয়; সেই সম্বন্ধ সূত্র ধরেই আবার জীবে মুক্তির পথ দেখিতে পায়। যে সাংসারিক প্রেমের ভাবে জীব ইহ জনমের ও পর জনমের যাতনার ভার বৃদ্ধি করিতেছে; সেই সাংসারিক প্রেমই জীবকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্ট বুঝাইয়ে দিতেছে। যে সম্বন্ধ বাচক শব্দ মধ্যে অশান্তি পোরা ষড়রিপুর পূর্ণ বিকার জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়; সেই সম্বন্ধ বাচকের অন্তর্গত এরূপ শব্দ আছে যা সত্যের উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি, স্বার্থশূন্য শান্তি নিকেতন, আনন্দের প্রস্রবন, সৎপথের প্রদর্শক।"

"বেস ভাই, আর ব্যাক্ষা করিতে হইবে না। ভাল অগ্রে সে শব্দটীর নাম কি বল।"

নাম অতি মধুর। যাহার স্বভাব সিদ্ধ সংগুণে বিপন্ন ব্যক্তি বিপদ হইতে উদ্ধার পায়, দীন দরিদ্র অর্থের অভাব ভুলিয়া যায়, শোকাতুরে শান্তি পায়; বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধন মান ভেদে যাহা সর্ব্বাবস্থায় সকল সময় শাম্য ভাব; এমন কি যার আভ্যন্তরিক পবিত্র অংশে ঈশ্বরের অপার করুণা চির বিরাজিত! সেই "বন্ধু" শব্দ; এক তুমিই তার জাজ্বল্য প্রমাণ। ভাইরে তুমি আমার আত্ম সম্পর্কীয় কেহ নহ অথচ যেন কত আপন হতে আপনার ভাব প্রকাশ করিতেছ। কোন স্বার্থ সিদ্ধির আশয় নাই তথাচ এই ঘোর রজনীতে এই ভীষণ শ্মশানে অনুসঙ্গী আমার ভবিষ্যৎ চিন্তায় অধীর হইতেছ; কিন্তু আমার আত্ম সম্বন্ধে সুহৃদ্ হইয়াছে যাহারা; আমারি পিতার সোপার্জ্জিত অন্নে

প্রতিপালিত হইয়া আমারি বিষয় হস্তগত করিয়া আজ সেই আমারি বিপদে সাহায্য করা দূরে থাক্; একবার মানস চিন্তায় না আনিয়া দিব্য মনসুখে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। আর তুমি আমার সঙ্গের সাথী হইয়া, ব্যথার ব্যথি হইয়া এখন তোমার মনে তৃপ্তি নাই, এখন কিসে আমায় পরে সুখি করিবে, কিসে আমার কোন বিষয়ে কষ্ট না হয় এই ভাবনায় অস্থির হইতেছ ; তাই বলি ভাইরে দুদ্দিনে বন্ধুবিনে সম্বল নাই। এক বন্ধু সম্বন্ধই সত্য, আর সকলি মিথ্যা ; মনে মনে বিচার করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। গঙ্গাধরের সরল ভাবে সরল কথায় হরিহর বাবু যেন কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া ঔদাস্য ভাবে উত্তর করিলেন।—

"ও সকল কথার কথা আমি শুনিতে চাহি না ; ওসব কথা ছাড়িয়া দাও। গঙ্গাধর এরা তো বিষম বিপদে ফেলিল দেখিতে পাই, ক্রমেই রাত্র অধিক হইয়া আসিতেছে এখন দেখা নাই ; তোমাকেও যে একলা রেখে দু' পা এগিয়ে দেখিব তার তো উপায় নাই। এখন কি করি বল দেখি ?"

"আমার জন্য তোমায় কোন সঙ্কা করিতে হইবেক না।"

"পাছে কোন রকম ভয় পাও।"

"ভাই, এ হতভাগ্য জন্মাবধি ভয় কাহাকে বলে আদৌ শিক্ষা করে নাই! এ হৃদয় পাষাণ অপেক্ষা অসাড়, মরুভূমির ন্যায় ধু ধু করিতেছে। তায় কোন আকর্শনের ছায়া মাত্র নাই।"

"তবে কি একবার একটু এগিয়ে দেখবোনা কি ?"

"কর্ত্তব্য বিবেচনা কর স্বচ্ছন্দে যাইতে পার।"

"তবে ভাই তুমি একটু সতর্ক হয়ে থাক, আমি একবার দেখিয়া আসি।"

এই বলিয়া হরিহর অন্যান্য অনুসঙ্গিদিগের অনুসন্ধানে যাত্রা করিল। গঙ্গাধর পুনরায় চিন্তায় তন্ময় হইল। পাঠক বর্গকে এইস্থানে গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় ও হরিহর ঘোষালের কৌতুকজনক বাল্য বন্ধুত্বর কথঞ্চিৎ পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমাদিগের ইতিবৃত্তের সমসাময়িক প্রাচীন জনপদবাসীরা এক কথায় কমলা দেবীর বিলাস স্থান লক্ষ্মীপুরের সোভাতিসয্যে মোহিত হইয়া উক্ত গ্রামের নাম লক্ষ্মীপুর রাখিয়াছিল। গ্রাম বাসিদিগের মধ্যে অধিকাংশই

ব্রাহ্মন অপর অংশ গোপ জাতি ও দু এক ঘর মাত্র কুম্ভকার ছিল। কথিত আছে কুলের মুকুট কানাই ছোটঠাকুরের বংশ জাত শ্রীনিবাস মুখোপাধ্যায় ও দিননাথ ঘোষাল উক্ত গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা; সময়ে উহাদিগেরি শাখা প্রশাখায় গ্রাম খানি বিস্তির্ণ ভাবে পূর্ণ হইয়া সুন্দর শ্রী ধারণ করিয়া অপরাপর জনপদের উপমাস্থল হইয়াছিল। কিন্তু হায় হইলে কি হইবে; সেই সময় হইতেই মন্দ ভাগ্য বঙ্গবাসী সেচ্ছায় সৌভাগ্যের সোপান হইতে পদস্খলিত, কি যানি কোন সর্ব্বনাসি কুহকিনীর কুহকে পড়িয়া আর্য্য জাতির পবিত্র শোনিতের শীরায় শীরায় গোপনে অপিত্র ভাব দেখা দিল। মূল মন্ত্র শান্তি মাখা সার্থশূন্য শাম্য ভাব ভুলিয়া গিয়া, অশান্তি পোরা সার্থময় অশাম্যের জপ মালা গলায় পরিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি আধিপত্য বিস্তারে বদ্ধ পরিকর হইল; সত্যের আস্বাদ হতাদর করিয়া মিথ্যার মোহিণী মুর্ত্তিতে মন সাজাইতে লাগিল; হৃদয় পট হইতে গরিয়সী জন্মভূমির সুন্দর শ্রীখানি মুছিয়া কুৎসিৎ লোভের আকৃতি আঁকিল; আপন আপন বলবীর্য্যে অন্ধ হইয়া পর প্রত্যাশায় দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচয় দিল।

পবিত্র পিয়ূষ পুরিত একতায় পদ প্রক্ষালন করিয়া কালকুট পোরা স্বার্থের মুকুট শীর ভূষণ করিল। হায় রে! সত্য অংশে নিত্য সুখ পোরা, আর সে দেবভাব কাহার অন্তরে উদিল না, আর প্রাণে প্রাণে বিনিময় হইল না, আর পবিত্র রণামোদে বীর হৃদয় মাতিল না, একের চক্ষের জলে অপরের প্রাণ কাঁদিল না, আর সমীরণ নাচিয়া নাচিয়া পর্ব্বতে, কন্দরে, উপত্যকায় নদী বক্ষে, শাখির শাখায়, আর্য্য যশ কীর্ত্তি গাহিল না, আর উজ্জলা শ্যামলা ধরণি সে নয়ন আনন্দকর দৃশ্য দেখাইল না, আর চাঁদ সে হাসি হাসিল না, আর প্রকৃতি সতী সে ফুল ভূষায় সাজিল না, যমুনা, সরস্বতী, ভাগিরথী, শাখি শাখাস্থ পক্ষির সুললিত গানে প্রাণ মন হারাইয়া, ভাবুকের প্রাণ মন মাতাইয়া, তালে তালে পা ফেলিয়া চঞ্চল চরণের খঞ্জন নৃত্য দেখাইয়া, আর সে রূপ ভাবে সাগরের দিকে ছুটিল না।

যেন কি এক অভাবে সকলেই আকুল; প্রকৃতি সতীর যেন কি এক অভাবে ঢলঢলে মুখ খানি শুখাইল; সেই দুর্দ্দিন হইতে বৃক্ষসকল কি যেন অভাবে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া ক্ষুদ্র ফল সকল উৎপাদন করিতে লাগিল। যেন

মায়াপ্রেসে মুদ্রিত, ৩৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীমাণিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্ম্মার নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

কি এক অভাবে ফল সকলের আর সে অমৃত অস্বাদ রহিল না।

আর সে স্বাস্থ্য পুষ্টিকারি ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল; শলিলের সে জীর্ণ শক্তি কে যেন হরিয়া লইল, সমীরণ এক অভাবে যেন কি এক ভেবে সোধন কাজে ঔদাস্য ভাব ধারণ করিল। জলের অভাব, স্থলের অভাব, শূন্যে সমীরণের অভাব, মনুষ্য মাত্রেরি যেন চক্ষে অভাব, রসনায় অভাব, জ্ঞানে অভাব, বলে অভাব, ধ্যানে, ধারণায় অভাব বোধ হইতে লাগিল। ব্রহ্মাণ্ড যেন অভাবময় মূর্ত্তি ধারণা করিল; যেন নূতন যুগের অবতারণা হইল। যেন সেই এক অভাবেই অবসর বুঝিয়া, হায় রে! পূজনিয়া ভারত মাতার পদ সেবিকা চিরক্রীত দাসি, ঠাকুরাণি হইতে সাধ করিল; কুটিল কাল চক্রান্ত করিয়া তাহা পূর্ণ করিল। সেই এক অভাবেই আজো আমাদের চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে, দেশের লোক অন্ন বিনা হাহাকার করিতেছে।

সেই এক অভাবেই লক্ষীপুর বাসিদিগের সমাজ বিপ্লব আজ লিখিতে বাধ্য হইতে হইল। কথিত আছে কোন সময়ে কোন একটি বিরাট বিবাহ সভায় সম্মান সুচক মাল্য দান লইয়া মুখোপাধ্যায় বংশিয় ও ঘোষাল বংশিয় যুবক বৃন্দের মধ্যে একটি কলহের সুত্রপাত হয়; পরে ঐ সুচনা লইয়া উভয় পক্ষিয় বৃদ্ধ ও পুর মহিলাগণ মধ্যে বিশেষ বাদানুবাদ শ্লেস বিদ্রূপ হইত। ক্রমে আদান প্রদান ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে একত্রে ভোজন উঠিয়া গেল, এমন কি সময়ে সময়ে উভয় পক্ষিয় বীরপুরুষগণ সম্বন্ধ বিরুদ্ধ অশ্রাব্য গালি বর্ষণ করিতে করিতে প্রতিদ্বন্দি রূপে বংশ দণ্ড অস্ত্র হস্তে লইয়া সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। এরূপ স্থলে প্রায়ই মহাত্মা মুখোপাধ্যায় পক্ষিয়েরা জয় লাভ করিত; সময়ে বলে অপারক হইলে অন্ততঃ মুখের মধু মাখা বাণীতে শেষ রক্ষা করিতেন। এই অবসরে বৃত্ত ভোগি বচন ব্যবসায়ি ষণ্ডামার্ক ভট্টাচার্য্যের দল; পেন্‌সন হোল্‌ডার অকরমন্য বদমায়েসগণ; চণ্ডিমণ্ডপ আলোকরা সংসারের বিধাতা পুরুষগণ; যেমন ব্রহ্মলোকে লোক পিতামহ ব্রহ্মা, কর্ম্মকর্ত্তা রূপে জীবগণকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন সেই প্রকার মর্ত্তলোকে মহা মহোপাধ্যায় বৃদ্ধ দাদা মহাশয়গণ বহুদর্শিত গুণে গৃহস্থাদির মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত। হে বাস্তঃ পুরুষগণ! আপনারাই জগতের আদি ও

অন্ত ; মহাশয়দের অচিন্ত, অব্যক্ত, অনন্ত লীলা মাধুরি বর্ণণা করি এ অন্তরে সে ক্ষমতা কোথায়। তবে যতটুকু ভাবে আসিয়াছে, না ব্যক্ত করিয়া অধম লেখনি কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহে না ; অগত্যা বর্ণণায় বাধ্য হইলাম মহত্বগুণে অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

হে সর্ব্বভুক্‌; সর্ব্বসাক্ষি ; সর্ব্বস্থুচি হুতাসনের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি গণ !

কখন দেন কাচা খুলে ঘোমটা টেনে,
কখন মাথায় পাকৃড়ি 'ঙ' সেজে আনো ঘরে কনে !
কখন কানাচে গুয়ালিনীর দুধের কেড়ে টানেন,
কখন শিব তলায় বসে ধর্ম্মের মূর্ত্তি ধরেণ !
কখন কপালে যজ্ঞের ফোটা কাটা ;
কখন পাকা চুলে দিব্য কলপের ঘটা !
কখন চাঁদ মুখে চাপ দাড়ি ছাঁটা ;
কখন চৈতনে ফুল বিল্লদল অাঁটা !
কখন হন মা যষ্ঠী বুড়ি ;
কখন বগলে করেন পাততাড়ি !
কখন হন টোলের বিদ্যে বাগীষ ;
কখন ময়রা দিদির শিক্ষেনবিস !
কখন সতমুখি শ্রীকরে ধরেন ;
কখন আদরে শ্রী অঙ্গে পরেন !
কখন কুড়জালি করেন সার ;
কখন সাড়ি সিন্দুরের কি বাহার !
কখন কাঁপতে কাঁপতে কারু কোশায় ওঠেন
কখন বা পাঁদাড়ে বসে এঁটো পাত চাটেন !

হে সর্ব্বজন স্থহৃদ মহোদয়গণ আর এ দুর্ব্বল লেখনি অগ্রসর হইতে সাহস করিল না, কি জানি, একে সমাজ সমর হেতু আপনাদের উত্তপ্ত শোণিতে পাছে লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়ে বসেন সেই ভয়ে এই স্থানেই ক্ষান্ত রহিল। এ দিকে মাতুল অন্ন ধ্বংসক্ আলস্যের ক্রীত দাসগণ ; গেঁয়ো মোড়লগণ ; সকলেই যেন রণোন্মত্ত শিপাহির মত অহরহ যুদ্ধ আশে বদ্ধ পরিকর। আর সে জড়ভাব

নাই, কোঁচার পারিপাট্য নাই, আর কাহারও জল্পনা ভাল লাগে না এমন কি সাধের তাস, পাশা, দাবা মৃত্তিকায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল; যত রঙ্গস্থল আঁবতলা, বটতলা, শিবতলা হরিঘোষের আটচালা, কেনারামের সদর রোয়াক সকলই জনতায় পূর্ণ কিন্তু "বাজিমাৎ", "বোমচ্ছক্কা" "পোয়াবারোর বিকট চিৎকার নাই, উহার পরিবর্ত্তে যে যাহার কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিতেছে। তিনকড়ি ঘোষাল বলিতেছে "আমি আজ ভাই নসিরাম মুখুর্য্যেকে হিরু মুদির দোকানে খুব অপমান করেছি" বলিষ্ঠ দিননাথ অমনি বলিল "আর তুই তো খালি কথায় অপমান করেছিস? আজ গঙ্গার ঘাটে আমি শম্ভু মুখুর্য্যের রক্ত দেখে তবে ছেড়েছি, নিরেট মূর্খ সরকারি দাদা রমাই ঘোষাল দিননাথকে সজোরে ধাক্কা মারিয়া বলিল, আরে ওতে তো আর মরদানি নাই, মড়াকে মারলেই কি? আর না মারলেই কি? আরো তাদের সঙ্গে তোদের কোন সুবাদ নাই; আমি আজ যে কাণ্ড করেছি শুনবি, নপাড়ার গঙ্গাধর মুখুর্য্যেকে চিনিস তো, কেমন যুয়ান খানি দেখেচিস্ একা পঞ্চাশটা লেঠেলের ধাক্কা ধরে; আবার সুদু তা নয় এ দিকে আমার আপনার মামা হয়, দেখ রমা শেকরার দোকানে এসে রোজ রোজ বড় জারি করে করে আমাদের গাল দিতো, আজ এই একা শর্ম্মারাম বেটার জারি ভেঙ্গেচে; দু চার দাওা যা বাগিয়ে দিয়েছি বাছাধনকে কিছুদিন ঝোল ভাত খেতে হবে। এইরূপ প্রকার যুবকগণ কেহ বলবীর্য্যের, কেহ নির্ভিকতার, কেহ নিস্বার্থ পুরুসত্ত দেখাইতেছে; ইত্যবসরে একটি যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল "দাদা এস! শিগির এস! নবনে মুকুয্যে আর দেমো ঘোষে মিলে আমায় বড় মেরেছে!" যুবকের মুখ হইতে এই কয়টি কথা নির্গত হইতে না হইতে, অপরাপর সকলে অমনি মার মার শব্দে কেহ লাঠি, কেহ এক খণ্ড বংশ, কেহ কাটারি, কেহ কুঠার লইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত; বৃদ্ধদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি এই ব্যপার দেখিয়া বলিল, আরে সণ্ডামার্কোর দল তোদের বোল্লে' তো শুনবিনি, মিছে মারপিট করে কি হবে? মুকুয্যে পাড়ারা চিরকাল বেহায়ার দল; ওদের হাতে না মেরে ভাতে মারতে চেষ্টা কর; ওদের যত ধানের মরাই আছে রাতারাতি আগুন ধরিয়ে দিগে, হাটে যাওয়া বন্ধ কর তবে জব্দ হবে?

গ্রাম্য মন্ত্রিবর ধূর্ত্তচূড়ামণি বকাধার্ম্মিক পঞ্চানন গুরুমহাশয় এই অবসরে দিন কএক পাঠশালা বন্ধ রাখিয়া এই মহা মজলিসে আসিয়া যোগ দিয়াছেন; বাড়ির কর্ত্তা দিগের মনঃতুষ্টি রাখাই হইল উঁহার মোক্ষ উদ্দেশ্য, সেই কারণ তাম্রকুট সাজিতে নিযুক্ত ছিল চকমকি ঠুকিয়া শোলায় ফুঁদিতে দিতে অধর-প্রান্তে একটু গম্ভির হাঁসির রেখা দেখাইয়া বলিল, "সাধে কি আমি ছেলেদের পাখি পড়ার মত শেখাই; বাপ্ সকল বুড়োদের পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজটি করবে না! এই যে শিবু ঠাকুর দাদা আজ মৎলবের ভাজটুকু বের করলেন, এটুকুনের ভরি লক্ষটাকা শিক্কে।

গড গোপাল নামে জনৈক গঞ্জিকার সেবাদাস গুরুমহাশয়ের কথায় আন্তরিক উত্তপ্ত হইয়া একেবারে সপ্তমে সুরভাঁজিয়া বলিল।

"দেথ গুরু মশাই সকল সময় খোসামুদে কথা ভাল লাগে না আমি তোমাদেরও বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার পরামর্শ শুনতে চাই না, ও ডিমের কথা, ছেলেটা মারখেয়ে মোল আর এই সময় সব পরামর্শ পুটুলি বাঁধতে বসলো।"

কালাচাঁদ ভক্ত বৃদ্ধ নিমচাঁদ ঘোষাল মৌতাতের সময় অতিত হইয়াছে দেখিয়া হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে বলিল,

'গোপাল তুমি ঠিক বলেছ শিবুবাবুর এ সময়েও কথাটা বলা বড় ভাল হয় নাই আগে সে বেটাদের বেস উত্তম মধ্যম করে ঘা কতক দিয়ে তার পর যুক্তি করলে মানান সই হত।'

গুরু মহাশয় মনতুষ্টি করিতে গিয়া দিব্য পরস্পরের মনের আগুন জ্বালাইয়া দিল; বিষম বাক্‌বিতণ্ডায় বালক, বৃদ্ধ, যুবা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে পরাস্ত স্বিকারে চেষ্টা পাইতে লাগিল; এদিগে প্রতিপক্ষ সস্বন্দে বাটি গমন করিল। এই কারণেই বাঙ্গালির পরামর্শ "বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো"। এ দিকে কর্ত্তাপক্ষের এই ব্যাপার ওদিকে কর্ত্তীঠাকুরাণীরা পম্পর পরস্পরের পতি-পুত্রকে জলজিয়ান্ত শূয় চাপাইতেছেন, কেহ বা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে বিকট-বদন ব্যাদান করিয়া মাথাগুলি কড়মড় করিরা চিবাইয়া খাইতেছেন, চম্পককলি নিন্দিত অঙ্গুলিগুলি ক্রমান্বয় মটকাইবার ধমকে অবসন্ন হইয়া গিয়াছে, মাটে ঘাটে দিবা রাত্র চণ্ডালরাগিণীর আলাপচারির কারণ কোকিলকণ্ঠগুলি স্বরবদ্ধ

প্রায়; মুখুয্যে বংশ ও ঘোষাল বংশ দিন কয়েক এইরূপ দ্বন্দযুদ্ধে মাতিয়া শেষ ফল ফলিল কতকগুলি আহত ও অকর্ম্মণ্য গরিব কাহার দুলে ও বাগ্দী দু এক জন প্রাণ হারাইল; শেষে রাজদ্বারে উভয়পক্ষ হইতে যথেষ্ট অর্থদণ্ড রূপ আহুতি পাইয়া সমরানল নির্ব্বাপিত হইল। মার্‌পিট্‌, দাঙ্গা হাঙ্গামা এককালিন নিবারণ হইল বটে, কিন্তু উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের বিষ দৃষ্টিতে রহিলেন এমন কি কেহ কাহারও ছায়াস্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুচি না হইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেন না। পুরুষানুক্রমে কালপরিবর্ত্তনের সহিত যে সময়ে উভয় পক্ষেরি মনভাব কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তন হইয়া আসিল; সেই সময় ৺ সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র বংশধর হইয়া গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়েরা চার সহোদর ছিলেন, জ্যেষ্ঠ হরিহর, দ্বিতীয় শ্রীধর, তৃতীয় সিদ্ধেশ্বর, কনিষ্ঠ বক্কেশ্বর, উহাদিগের প্রথম অবস্থা অতি কষ্টকর ছিল কারণ একমাত্র সিদ্ধেশ্বর ব্যতিত অপর তৃতীয় ভ্রাতা বিলাসি, অলস্যের দাস, কলহপ্রিয় ছিলেন সুতরাং অর্থ সাহায্যে কেহই সংসারের অভাব মোচন করিতে পারেন নি। পৈতৃক সম্পত্তি সামান্য দু'এক বিঘা জমি দু একটা গাছপালা যাহা ছিল সকলের গ্রাস আচ্ছাদনে ও উহা-দিগের পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। পরে সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় আপন শ্রমসহিষ্ণু ও কর্ম্মক্ষম গুণে জমিদার বাবুদিগের দাওয়ানি পদপ্রাপ্ত হইয়া সোপার্জ্জিত প্রচুর অর্থের দ্বারা সংসারের শ্রী সাধন করেন, দেখিতে দেখিতে জীর্ণ পর্ণ কুটীরের পরিবর্ত্তে দিব্য দোমহল চকমিলন কোটা বাড়ি হইল; ক্রমে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর কৃপায় বাগান, পুষ্করণী, রেওতি জমি, ধান্য-জমি কিছুরি অভাব রহিল না। সকল ভ্রাতাই একান্নভুক্ত; উপায়ক্ষম একাইক সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। বংশের দুলাল গঙ্গাধর যখন সাত বৎসরের হরি-হরের বৃদ্ধাবস্থায় একটি সন্তান পাইয়া বৈদ্যনাথ নাম রাখিয়াছিল; শ্রীধরের সন্তান সন্ততি কিছুই হয় নাই বক্কেশ্বরের তথৈবচ। গঙ্গাধর যেন যথার্থই গঙ্গাধর, শৈশব অবস্থা হইতেই শান্ত, ধীর, মিষ্টভাসি, সরল প্রকৃতি। গঙ্গাধর স্বভাবসিদ্ধ গুণ অপেক্ষা রূপ কোন অংশে ন্যূন ছিল না। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আয়ত বক্ষস্থল, আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল চক্ষু, রামধনু সদৃশ ভ্রূযুগল, খগচঞ্চু নিন্দিত নাশিকা কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ দাম, ভাসা কথায়

রূপে গুণে সমান বলিলে অত্যুক্তি হয় না; বাল্যকালে উহার এতদুর কমনীয় শ্রী সৌন্দর্য্য ছিল শত্রু হইলেও আদর করিয়া যতনে অঙ্কে ধারণ করিত। সপ্তম বর্ষীয় শিশু গঙ্গাধর স্বীয় স্মরণ শক্তি প্রভাবে, পাঠশালায় অতি সল্পদিনে বয়স্থ বালকদিগের অপেক্ষা বিদ্যালাভ করিয়াছিল। এক দিবস পাঠশালা হইতে একাকি বাটি আসিতেছে পথিমধ্যে এক বটবৃক্ষতলে একটি কোকিলের শিশুশাবক দেখিতে পাইল; শাবকটি সামান্য সামান্য পক্ষভেদ হইয়াছে মাত্র. ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া যন্ত্রণায় পুনঃ পুনঃ চঞ্চু বিস্তার করিতেছে। উহার মাতা শোকাতুর হইয়া চিৎকার করিতে করিতে শাখা হইতে শাখান্তরে উড়িয়া বসিতেছে; কখন বা শাবকটির নিকট আসিতেছে; গঙ্গাধর এই ব্যাপার দেখিয়া কোকিল শাবকটিকে যতনে বস্ত্র অঞ্চলে কুড়াইয়া লইয়া; শিশুস্বভাব অনুজ্ঞাইক ক্রড়াকৌতুক হেতু বাটিতে না লইয়া গিয়া, কি উপায়ে উহার জননী সন্নিধানে দিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। দূর হইতে অপর একটি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালক পক্ষিশাবক লক্ষ করিয়াছিল, গঙ্গাধরকে অগ্রে উহা কুড়াইয়া লইতে দেখিয়া ক্রোধভরে দৌড়াইয়া আসিয়া উহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; গঙ্গাধর যতনে শাবক-টিকে বক্ষস্থলে লুকাইয়া রাখিয়া বালকের উদ্যম বিফল করিয়া বলিল।

"ভাই! তুমি এ ছানাটি নিয়া কি করিবে?"

'আমি উহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া খেলা করিব।"

"না ভাই তা হলে আমি দেবোনা, এর এখন ভাল পালক বেরোয় নি টানা টানিতে মরে যাবে।"

"তা যায় যাবে তোর কি; আমি ওটাকে নেবোই নেব।"

"কেন ভাই মিচি মিচি এমন সুন্দর ছানাটিকে মেরে ফেলবি; আহা ওই দেখ এর 'মা' এর জন্য কেঁদে কেঁদে উড়ে বেড়াচ্চে। ওর কাছে দিলে ও কত আমাদের আশীর্ব্বাদ করবে বল দেখি।"

"নে! নে! আমি তোর ওসব কথা শুনতে চাইনে; এখন দিবি কি না বল, নইলে তোকে মেরে খুন করবো।"

"তুমি আমায় মেরে ফেল্লেও কিছুতেই দেবো না।"

বালক গঙ্গাধরের কথায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রোষ কশাইত লোচনে

বারম্বার উহার মুখপানে চাহিতে লাগিল, সময়ে সময়ে স্ববলে কাড়িয়া লইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিল, শেষে হতাশ হইয়া ধূর্ত্ত বালক বলিল।

"আচ্ছা ভাই পাখিটা তোরও নিয়ে কাজ নেই, আমারও নিয়ে কাজ নেই, আমাকে দে আমি গাছে উঠে ওর বাসায় রেখে দিই।"

সরল স্বভাব গঙ্গাধর উহাই বিশ্বাস করিয়া অঞ্চল হইতে শাবকটি বাহির করিয়া বালকের হাতে দিল, বালক বৃক্ষে উঠিবার ভান করিয়া পাখিটি লইয়া দৌড় দিল, গঙ্গাধর কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া গিয়া উহার বস্ত্রের অগ্রভাগ স্ববলে ধরিল। বালক উপায়ান্তর না দেখিয়া এক হস্তে শাবকটিকে প্রাণপনে টিপিয়া ধরিয়া, অপর হস্তে গঙ্গাধরকে প্রহার আরম্ভ করিল। গঙ্গাধর গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও উহাকে পরিত্যাগ করিল না। স্থির সহিষ্ণুতা গুণে সকলি সহ্য করিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে হরিহর ঘোষাল নামে জনৈক বালক উহাদিগের অপেক্ষা বয়জ্যেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ; কোন কার্য্য বশতঃ উক্ত পথ দিয়া যাইতেছিল, দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে উহাদিগের নিকটে আসিয়া প্রথম উক্ত বালকের অত্যাচারে অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া ক্রোধ ব্যঞ্জক স্বরে বলিল ;—

"ওই পাজি ছোকরা, কেন তুই ওকে মারচিস্, ও তোর কি করেছে ?

"কেন ও আমার পাখি কেড়ে নিতে এসেচে, আমি ওকে মারবো বেস করবো।"

ফের যদি ওর গায়ে হাত তুলবি এখনি মজা দেখিয়ে দেবো ! ও ছেলেটির অমন শান্ত মুক্‌খানি ; ও তোর পাখী কেড়েনিতে এসেছে ! তোর মিথ্যে কথা ! গঙ্গাধরকে জিজ্ঞাসা করিল কি হয়েছে বলতো ভাই।

গঙ্গাধর অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘটনার আমুল বৃত্তান্ত বলিল। নবাগত বালক তখন ধূর্ত্ত বালকের চাতুরি বুঝিতে পারিয়া, উহাকে উত্তম মধ্যমরূপে প্রহার দিয়া পক্ষি শাবকটি কাড়িয়া লইল ; ধূর্ত্ত কাঁদিতে কাঁদিতে গালি বর্ষণ করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল। হরিহর এক হস্তে পক্ষি শাবকটি লইয়া অপর হস্তে বস্ত্র অঞ্চল দিয়া উহার মুখ মুছাইতে মুছাইতে, বলিল চুপকর দাদা কেঁদোনা, তোমার বাড়ি কোথায় বল ? আমি সঙ্গেকরে নিয়ে যাচ্চি ! এই লও তোমার পাখীর ছানা লও।

এই কথা বলিয়া পক্ষিটি উহার হস্তে দিল, গঙ্গাধর পক্ষিটি পাইয়া আনন্দে বলিল "আমি ভাই একে বাড়ি নিয়ে যাব না তা হলে মরে যাবে।"

"তবে কি করবে।"

"তুমি ভাই একে কোন রকম করে ওর মার কাছে দাও; আহা! ঐ দেখ এর 'মা' ঐ ডাল ও ডাল করে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে।"

হরিহর গঙ্গাধরের সরল মনোভাবে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পাখীটি কোঁচড়ে করিয়া লইয়া অতি সহজে বৃক্ষে আরোহণ করিল, কারণ উক্ত বিষয়ে হরিহর বিশেষ পটুছিল, পরে শাবকটিকে সন্তর্পণে উহার বাসায় রাখিয়া নাবিয়া আসিয়া বলিল—

"ভাই বালক তোমার নাম কি?'

"কেন ভাই আমার নামে তোমার কি দরকার আছে?"

"তোমার ভাই বেশ উচুদরের মন, আজ অবধি আমি তোমার সঙ্গে 'বন্ধু' পাতালেম।"

"তা বেশ ভাই আমিও তোমায় বন্ধু বলে ডাক্‌বো।"

"তা ডেকো, তোমার নামটি কি বল দেখি?"

"আমার নাম গঙ্গাধর মুকুয্যে। তোমার নাম কি?"

"হরিহর ঘোষাল। এখন চল তোমায় বাড়ি রেখে আসি।"

"চল ভাই।"

এই কথার পর উভয়ে গঙ্গাধরের বাটি অভিমুখে যাত্রা করিল পথিমধ্যে হরিহর জিজ্ঞাসা করিল।

'বন্ধু গঙ্গাধর তুমি কোন পাঠশালায় পড়?"

"হরিবোল গুরু মশায়ের পাঠশালে।"

"তা হলে বেশ হয়েছে ভাই; আমার বাড়ির কাছেই তোমাদের পাঠশাল আমি দু'বেলা তোমার সঙ্গে দেখা করবো।"

"তোমার বাড়ি কোন খানটায়?"

"সেই যে তোমাদের পাঠশালের সাম্‌নে বড় ভাঙ্গাশিবের মন্দিরটা দেখেচ—"

'কোন টা? ঐটাতে বসে মুড়িওলি মুড়ি বেচে।'

মারাঠপ্রেসে মুদ্রিত, ৩৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীমানিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্মার নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

"হাঁ হাঁ সেই টে। ঠিক তারি গায়েই আমাদের বাড়ি. বেশ মজা হবে তুমি আমাদের বাড়ি যাবে ছ'জনে এক সঙ্গে খেলা করবো।"

"পাঠশালের সময় নয় ভাই তা হলে গুরু মশাই মারবে।"

"আমিও তা বলিনে, অন্য সময় যাবে তো ?"

"তা যাবো।"

ক্রমে কথোপকথন করিতে করিতে গঙ্গাধর হরিহরকে আপনাদিগের বাড়ি দেখাইয়া বলিল "

"ওই ভাই আমাদের বাড়ি আর ভয় নাই তুমি এইবার বাড়ি যাও।"

হরিহর গঙ্গাধরের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে যেন কিছু কাতর হইয়া দুঃখিত ভাবে বলিল,

"আচ্ছা এস ভাই ; কিন্তু কাল আমি তোমার জন্য বড় পুকুরের ধারে বসে থাকবো দেখ যেন দেখা করতে ভুলিও না।"

"পাঠশাল ভাংলেই আগে তোমার সঙ্গে দেখা করবো !"

এই বলিয়া গঙ্গাধর বাটি প্রবেশ করিল হরিহর ক্ষুণ্ণমনে গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত উহাদিগের উভয়ের বন্ধুত্ব এতদূর প্রগাঢ় হইয়াছিল দিনেকের জন্য যদ্যপি উভয়ের সাক্ষাৎ নাহইত, উভয়েই যেন মহা বিপদগ্রস্থের মত বিষম মর্ম্ম যাতনা ভোগ করিত।

হরিহর ঘোষাল অতি শৈশব অবস্থাতেই পিতৃহীন হয়, উহার সাংশারিক পরিবারের মধ্যে স্বীয় গর্ভধারিণী বয়োজ্যেষ্ঠা একটি ভগ্নি ও একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; হরিহর ঘোষালের মাতা অতিশয় বিচক্ষণা ও বুদ্ধিমতি ছিলেন, স্বামী দত্ত সামান্য কয় খণ্ড জমির উপসত্ত হইতে এরূপ সুশৃঙ্খলে ও সুখস্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন কখন কেহ কোন বিষয়ে উহাদিগের অভাব বা অনাটন দেখিতে পাইত না সেই কারণ সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল হরিহরের মাতার নিকট যথেষ্ট অর্থ আছে, গ্রামবাসিদিগের এই ধারণা হেতু সমাজে উহাদিগের প্রচুর সম্মান ছিল। হরিহর ঘোষালের আকৃতি যেরূপ সুন্দর ছিল, প্রকৃতিও সেইরূপ পবিত্র ও সর্ব্বজনের হৃদয়গ্রাহি ছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন অভিভাবক না থাকাতে সময়ে বিদ্যাবিষয়ে অতি সামান্য বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। প্রকৃতি একাধারে দুটি সুন্দর ফল দেখিতে কিম্বা

জগৎকে দেখাইতে ইচ্ছা করে না, হরিহরের বিদ্যালাভ বিষয়ে ইহাও একটি দ্বিতীয় কারণ। গঙ্গাধর শৈশব অবস্থা হইতেই উদার স্বভাব, কি লৌকিক কি সামাজিক, কি বিষয়ীক্, সকলদিকেই দৃষ্টি শূন্য ; বেশবিন্যাস ও ভোজনে ঔদাস্য ভাব সাধুসজ্জনের সহবাস প্রিয় ছিল। বিদ্যা, বিজ্ঞান ও জ্ঞানবলে যতই তার মানস ক্ষেত্র উর্ব্বরা হইতেছিল, ততই যেন কি এক অভাবনীয় চিন্তার লক্ষণ তার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে বিধিচক্রে সূর্য্য-বংশীয় মহারাজ দশরথ-পুত্র শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হইতে গিয়া বনবাসী হইলেন ; যে বিধিচক্রে শ্রীরাম-মহিষি সাধ্যাসতী সীতাদেবি তৎগতপ্রাণা হইয়া অপবাদের ভাগিনী হইলেন, যে বিধিচক্রে ইন্দ্রপ্রস্থাধিপতি মহারাজ যুধিষ্ঠির সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া বিরাটরাজের দাসত্ব করিলেন ; যে বিধিচক্রে ধর্ম্মাত্মা ক্ষিতিপতি পরিক্ষিতের অকাল মৃত্যু ঘটিল ; সেই বিধিচক্রে গঙ্গাধর সল্প বয়সে পিতৃহীন হইল। উহার অর্থপিশাচ মাতুলগণ, খুল্লতাত ও জ্যেষ্ঠতাতগণ, অবসর বুঝিয়া চক্রান্ত করিয়া উহার সাধ্যাসতী জননীর নামে অপবাদ রটাইয়া ; ক্রমে স্থাবর অস্থাবর বিষয়বৈভব সকল আপনাদের আয়ত্তাধিনে আনিল ; সেসে অনাথিনী লোক লজ্জা ও গঞ্জনার ভয়ে, উপায়া-ন্তর না দেখিয়া, একমাত্র শিশু গঙ্গাধরের হস্ত ধরিয়া, চক্ষের জল সম্বল করিয়া বিবাগিনী হইল। লক্ষ্মীপুরের তিন চারি ক্রোশ অন্তরে "বড়গাঁ" নামক স্থানে গিয়া নদীর ধারে একখানি সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিল। অবস্থা পরিবর্ত্তনে গঙ্গাধর বিন্দুমাত্র কাতর হইল না; উহার জননী সময়ে সময়ে যখন শোকে দুঃখে ও অভিমানে অধীরা হইয়া রোদন করিতেন ; গঙ্গাধর অমনি ছুটিয়া আসিয়া মধুর বচনে বুঝাইত "মা' তুমি খাওয়া পরার জন্য কেন দুঃখ কর কাঁদ! ও সব তো মিছে, মনে কর না আমরা সেই বাড়িতেই আছি, তা হলে আর কষ্টবোধ হবে না। সন্তানের শান্ত্বনা বাক্যে রমণীর শোকাবেগ আরও প্রবল হইত তিনি বাষ্প গদগদস্বরে বলিতেন ;—

"বাপরে! যে দিন থেকে তোমার পিতা স্বর্গে গিয়েছে সেই দিন থেকেই তো আমার খাওয়া পরার সুখ উঠে গিয়েছে। তার জন্যে আমি দুঃখ করিনে বিষয় আশায় যদিও পাঁচজনে ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে ; তোর চাঁদ মুখখানি

দেখলে আবার প্রাণে আশা আসে সব ফিরে পাব। কিন্তু বাপ আমার যে অপবাদ কিছুতেই যাবে না সেই দুঃখই বড় দুঃখ।"

শোকাতিশয্যে যখন তাঁহার আর কথা বাহির হইত না গঙ্গাধর আপন বস্ত্র-অঞ্চল দিয়া জননীর চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে বলিত ;—

"মা! মা!! কেঁদ না স্থির হও তুমি এমন কাতর হইলে আমি কার মুখ দেখে থাকবো। হ্যা মা! এ দেহটা তো মিথ্যা, নইলে বাবার মৃত্যু হবে কেন।"

গঙ্গাধরের জননী কথঞ্চিৎ মনবেগ দমন করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিতেন—

"হ্যাঁ বাবা! সকলি মিথ্যে তা জানি।"

"তবেই বোঝ 'মা' যখন দেহই মিথ্যে হল, তার আবার অক্ষ্যেত স্বক্ষ্যেত কি? মিথ্যের সকলি মিথ্যে? তুমি কেন তার জন্যে দুঃখ করে নিজে কষ্ট পাও আমায় কষ্ট দাও! 'মা' আর তুমিও মিথ্যা ভাবনা ভেব না কেঁদ না। সত্য কি ; কোথায় থাকে, তারি অন্বেষণ কর, আমাকেও শিখিয়ে দাও, তা হলে আমি চিরদিন তোমার কোলে বসে 'মা' বলে ডাকতে পারবো তুমিও আমার ছেলে বলে আদর করতে পারবে তা হলে আর বাবার মত তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি হতে হবে না।"

এই বলিয়া গঙ্গাধর স্থির জননীর অঙ্কে গিয়া বসিত ; ক্রমান্বয় মধুমাখা 'মা মা' কথায় আত্মহারা হইয়া তিনিও পুত্র মুখ-চুম্বনে সংসারের সকল যাতনা ভুলিয়া যাইতেন।

গঙ্গাধর জননীর সহিত নদী তীরে যে স্থানে বাস করিত উহার অনতি দূরে একটি ভাঙ্গা ঘাট ছিল—ঘাট পার হইয়াই একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ—ঐ বটবৃক্ষ তলে এক খানি সামান্য পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া একটি সিদ্ধপুরুষ বহুকাল হইতে বাস করিতেন ; গঙ্গাধর সরলপ্রকৃতি হেতু প্রতিনিয়ত যোগীর নিকট যাইত, প্রায় অষ্টপ্রহর কাছে থাকিত। ক্রমে দাদা দাদা বলিয়া তাপসের কঠিন প্রাণ করুণরসে আর্দ্র করিল। গঙ্গাধরের জননীও তাহাকে পিতার তুল্য অন্তরের সহিত সেবা শুশ্রূষা করিতেন, তিনিও বিশেষ যত্নের সহিত উহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, একমাত্র তাহারি অনুগ্রহে উহারা সেই কষ্টের সময় কোন বিষয়েরই অভাব জানিতে পারে নাই দিব্য সুখসচ্ছন্দে আনন্দে

কালযাপন করিতে লাগিল। এই বাধ্য-বাধকতা হেতু সেই সাধু পুরুষই গঙ্গাধরের শিক্ষাদাতা ও ক্রমে দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। গঙ্গাধরের বাল্যবন্ধু হরিহর একাল অবধি উহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই, প্রতিনিয়ত যাতায়াত করিত ও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। একমাত্র তাহারই আগ্রহে ও সাধুর সাহায্যে, সময়ে গঙ্গাধর পিতৃভবনে যাইয়া, যৎসামান্য পিতৃসম্পত্তির অধিকারি হইল। ক্রমে মাতার উত্তেজনায় ও বন্ধুর তাড়নে গঙ্গাধর অনিচ্ছাসত্ত্বেও, কোন একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুরূপা কামিনীর পানিগ্রহণ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইল। গুণবতি পত্নির সেবা শুশ্রূষায় গঙ্গাধর নবজীবন পাইয়া নূতন আনন্দে মাতিয়া উঠিল ; এত দিন যে সংসার গঙ্গাধরের চক্ষুশূল ছিল, ক্রমে সেই সংসার আনন্দ-কানন দেখিতে লাগিল। যে কামিনী কাঞ্চনকে নরকের খনি বলিয়া জানিত, সেই কামিনী কাঞ্চন উহার সমক্ষে স্বর্গের সোপান বোধ হইতে লাগিল। যে শ্রম সহিষ্ণু গঙ্গাধর অলস কাহাকে বলে জীবনে আদৌ শিক্ষা করে নি, আজি বিলাসের অনুরোধে গৃহের বাহির হইতে কষ্টবোধ করিতে লাগিল। গঙ্গাধর আর সে গঙ্গাধর নাই মহা গৃহির ন্যায় সদাই গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ; বেশবিন্যাসের পারিপাট্যে নিযুক্ত ; যে গুরুদেবের চরণ দর্শন না করিয়া গঙ্গাধর জলগ্রহণ করিত না এক্ষণে সেই গুরু স্বয়ং বাটিতে আসিয়া উহার সাক্ষাৎ পান না। সদাশয় সাধু শিষ্যের জন্য চিন্তিত হইলেন, দেখিতে দেখিতে এইরূপ ভাবে চারি বৎসর অতিবাহিত হইল। এক দিবস গুরুদেব শিষ্য গঙ্গাধরকে আপন কুটীরে নির্জ্জনে পাইয়া যত্নপূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া স্বস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"গঙ্গাধর! আমি কি স্বরস উর্ব্বরাক্ষেত্র ভ্রমে নিরস মরুভূমে বীজ বপন করিয়াছিলাম ?"

"না' না, গুরুদেব! আপনি অযোগ্য পাত্রে অর্পণ করেন নি ?

"কৈ ? কার্য্য ফলতো কিছুই দেখিতে পাই না ? আমার এত যত্ন এত আয়াস সকলি কি বিফল হইবে ?"

"আজ্ঞে তা কথনই হইবে'না!"

গুরুর উত্তেজনায় গঙ্গাধরের যেন পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, যেন মানসচক্ষে দেখিতে লাগিল আমার কার্য্য কি ? করিতেছি কি ? অমনি ভয়ে

আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুর চরণ তলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিল;

"গুরুদেব আমায় রক্ষা করুন! রক্ষা করুণ! অধম সন্তানের উপায় কি হইবে বলুন!"

"উপায়, সহধর্ম্মিণীর সহবাস পরিত্যাগ।"

এই কথায় গঙ্গাধর বজ্রাহতের মত চমকাইয়া অতি কষ্টে বলিল;

"কিছু দিন সময় দিন।"

"সময় আর অতি স্বল্প আছে সত্বর পরিক্ষার জন্য প্রস্তুত হও, নচেৎ ভবিষ্যতে বিশেষ কষ্ট পাইবে; আর বলি শোন আজ হইতে আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিব, আমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। তোমার স্নেহের অনুরোধে পুনরায় এক পক্ষ অন্তে একবার দেখা দিব যদ্যপি, পরিক্ষায় সুখি করিতে পার তাহা হইলে নিজেও সুখি হইবে আমার আবার সাক্ষাৎ পাইবে, নচেৎ তোমার যন্ত্রণার একশেষ হইবে, আমাকেও আর ইহ জন্মে দেখিতে পাইবে না। সাবধান যেন কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইও না, এক্ষণে যাও বেলা অধিক হইয়াছে, স্নান আহার করগে আর আমার বলিবার কিম্বা উপদেশ দিবার কিছুই নাই।"

গঙ্গাধর চিন্তায় যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মৃদুমন্দ পদক্ষেপে বাটি অভিমুখে যাত্রা করিল, গুরুদেব নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

সময় কাহারও বাধ্য নয় দেখিতে দেখিতে হর্ষবিষাদে গঙ্গাধরের ত্রয়োদশ দিবস অতীত হইল, চতুর্দ্দশ দিবসের অপরাহ্ণে গঙ্গাধর নিজ বাটি সংলগ্ন ফল পুষ্প শোভিত এক খানি সামান্য উদ্যানের পুষ্করণীর ঘাটে বসিয়া আপন মনে ভাবিতেছে; "কৈ গুরুদেব তো এখন দেখা দিলেন না, তবে কি আমায় বঞ্চনা করিলেন! আবার ভাবিতেছেন না, সে দেব-শরীরে ছলনা স্থান পায় না, নিশ্চয় আজ দেখা দিবেন। কিন্তু কৈ আমি পরিক্ষার জন্য কিছুই তো প্রস্তুত হই নাই? এখন যে আমার প্রত্যেক অস্থিতে সেই সরলার সরল হাসির গ্রন্থি রহিয়াছে; এখন যে আমার শীরা সকলের অন্তর্গত শোণিত প্রবাহ হইয়া তাহারি সংগুণ গাইতেছে, এখন যে আমার চক্ষু-দর্পণে সেই সরলতা মাখা ঢলঢলে মুখের ছবি খানি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। এখন যে আমার আত্মা তারি আত্মায় রমণ করিতেছে; তবে আমি গুরু

আজ্ঞা পালন করিলাম কৈ? পদ চলৎশক্তি হারা, হস্ত কার্য্য হারা, মন জ্ঞান হারা, প্রাণ ধ্যান হারা, চক্ষু রূপ হারা, কর্ণ শব্দ হারা, সকলেই যেন সমস্বরে বলিতেছে সে যে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, তোমা ভিন্ন তা'র যে এ পৃথিবীতে কিছুই সুখ নাই। হা গুরুদেব! এ অভাগা সন্তানকে এ কি সঙ্কটে ফেলিলেন। তারে যে পরিত্যাগ করিতে গেলে প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে; মন কাঁদিয়া ওঠে; কেবল কাঁদে না এক জন, আমি যার অথচ যাহাকে চিনি না। সেই সত্য পদার্থ যাহার সহিত চিরদিনের নিত্য নৈকট্য সম্বন্ধ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, মন যাঁর নিকট ভয়ে অগ্রসর হইতে চাহে না। গুরুদেব! আপনি যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাঁহারি সহিত পরিচিত করিয়া দিবেন বলিয়া; হায়! হায়! অভাগার কার্য্যদোষে সে সকলি কি ছায়াবাজিতে পরিণত হইল? সদাশয় সাধুর মহৎ অভিপ্রায়ে বীজবপন কি সত্য সত্যই মরুভূমিতে পড়িল? উঃ আর চিন্তা করিতে পারি না, কি করি কিছুই যে ধারণায় আসিতেছে না। গুরুদেব এ দুর্ব্বল অন্তরে বল দিন আপনিই আমার এক মাত্র ভরসা।"

গঙ্গাধর যে সময় এই প্রকার চিন্তায় মগ্ন গঙ্গাধরের জননী ত্রস্তভাবে সহসা আসিয়া বলিল;—

"বাবা একবার শীঘ্র বাড়ির ভিতর এস, বৌমা কি জানি হটাৎ কেমন করিতেছে।"

এই শব্দ যেমন গঙ্গাধরের কর্ণকুহরে বাজিয়া উঠিল, অমনি কি জানি কার মোহিনী মন্ত্র প্রভাবে তাহার আধ্যাত্মিক চিন্তা সকল শূন্য হইতে আসিয়াছিল শূন্যেই মিলাইয়া গেল; স্মৃতি যেন কি একপ্রকার বিজাতীয় যন্ত্রণায় মাতিয়া উঠিল।

উজ্জ্বল চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতের অন্ধতম গহ্বরে পতিত হইলে জীবের যেরূপ অবস্থা ঘটে; গঙ্গাধর সেইরূপ ভাবে জননীকে জিজ্ঞাসা করিল।

"কেন! কেন! কি হয়েছে মা।"

"গঙ্গাধরের জননী সজলনেত্রে কাতর-কণ্ঠে বলিল;—বাপরে কি বলবো আমার যে মুখ দিয়ে কথা বেরচ্চে না, ভয়ে গা হাত কাঁপচে, তুমি শীঘ্র ডাক্তার ডেকে আন বুঝি আমার সাধের হাট ভেঙ্গে যায়।"

এই বলিয়া গঙ্গাধরের জননী কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতপদে বাটি অভিমুখে গমন করিল, গঙ্গাধর ভয়বিহ্বল-চিত্তে ভবিষ্যৎ ভাবনায় অধীর হইয়া উন্মত্তের মত ডাক্তার অন্বেষণে গ্রাম মধ্যে ছুটিল। গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের বাটির অন্দর মহলের একটি দ্বিতল কক্ষে একটি সামান্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শয্যায় উহার পত্নি শায়িতা অবস্থায় রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, উহার জননী শীয়রদেশে বসিয়া এক খানি তালবৃন্ত লইয়া বাতাস করিতেছে, আর একটি পরিচারিকা রোগীর পদতলে বসিয়া পদসেবা করিতেছে; উভয়েই নিরবে একদৃষ্টে গঙ্গাধরের পত্নীর মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছে, ক্ষণেক পরে রোগী যন্ত্রণায় বলিয়া উঠিল—

"মাগো, আর যে ব্যথার যাতনা সহ্য করিতে পারি না প্রাণ বুঝি বেরিয়ে যায়।'

গঙ্গাধরের জননী পুত্রবোধুকে শান্তনা করিবার জন্য আশ্বস্থ্য বাক্যে বলিল;—

"কি করবে মা একটু স্থির হয়ে সহ্য কর গঙ্গাধর ডাক্তার ডাকিতে গিয়েছে এখনি ডাক্তার এলেই সব রোগ আরাম হয়ে যাবে।"

"উঃ হুঃ মাগো মলেম! গেলেম! এ রোগ বুঝি আর আরাম হবে না মা!"

"বালাই! বালাই! শাঠ! শাঠ! আমার শেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাস ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে? একটু জল খাবে?"

"না মা! আর আমি তোমাদের কিছু খাব না। উঃ হুঃ হুঃ আমার প্রাণের ভিতর কেমন করচে। মা! মা!! তুমি কোথায় শিগ্‌গির আমায় ধর।"

গঙ্গাধরের মাতা স্বাশ্রুনয়নে সত্বর পদে শীয়র দেশ হইতে বোধুর পার্শ্বে গিয়া উহার বক্ষে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহভরে বলিল;—

"কেন মা? কি হয়েছে? কেন এমন কচ্চ?"

পরে পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"বিধুর মা কি করি বল? কেন আমার বাছা এমন হয়ে পড়ল? মাগো এ পোড়া অদৃষ্টে কি এক দিনের তরে সুখের মুখ দেখতে পেলেম না।"

তাতো বটেই বাছা! সীতে ঠাকুরুণের মত জন্ম-কালটা তোমার

কাঁদ্‌তেই দেখ্‌চি। আহা 'বৌ' নয় তো ছুগ্‌গো পিতিমে খানি রূপে গুণে ঘর আলো করে ছেলো!"

'মাগো আমি যে অনেক কষ্ট পেয়ে, অনেক আশায় বুক্‌ বেঁধে, কেবল বৌমার মুখ চেয়ে আবার সংশার পেতে ছিলেম।"

"সে কি আর একবার করে বল্‌তে মা! আহা বৌটিও তেমনি মনের মত হয়েছিল, মা বল্‌তে অজ্ঞান! হাসিটুকু যেন মুখে সদাই লেগে ছিল। আমি যখন ময়দা আন্‌তে যাই, আমার সঙ্গে বৌদিদি কত হাসি তামাসা করলেন, তার পর এসেই দেখি এই সর্ব্বনাস; হ্যাঁ খুড়ি মা হটাৎ এ দস্যি রোগ এলো কোথা থেকে, তেমন যে ঢলঢলে গড়ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে একেবারে পাত করে দিলে গা।"

"কি জানি মা অভাগির মাতা খেতে কোথায় এ সর্ব্বনেসে রোগ লুকোন ছিল, তুইও ময়দা আনতে গেলি, মা আমার ভাড়ার থেকে আনাজের পেতেটি বের করে কুটনো কুটতে বসলো; সবে মাত্র একটা বেগুণে একটা ছে' দিয়েছে, হটাৎ বিকট শিকট হয়ে লাফিয়ে উঠে বল্লে মা আমার বুকের ভেতোর কেমন করচে প্রাণ যায়; তারপর আর সাড়াও নেই, শব্দও নেই, কেবল ভূয়ে পড়ে ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে চোকে মুখে একটু একটু জলের ছিটে দিতে লাগলেম, তার পরেই তুই এসে পড়লি।"

বিধুর মা বাহিরে পাদুকার শব্দ শুনিতে পাইয়া বলিল—

"খুড়ি মা চুপ কর, দাদা বাবু বুঝি ডাক্তার নিয়ে আসচেন!"

গঙ্গাধরের জননী ত্রস্তভাবে পুত্রবধুর গাত্রে ও মুখমণ্ডলে উত্তমরূপে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া বসিল। গঙ্গাধর ডাক্তারের সহিত গৃহ মধ্যে উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাবু শাষ্টাঙ্গে গঙ্গাধরের জননীকে প্রণাম করিয়া বলিল। "পিসি মা কি হয়েছে?"

অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তিনি বলিলেন—

"বৌমার বড় অসুখ, আজ বিকেল থেকে কোথা হতে একটা ব্যাথা এসে পাজরায় ধরেচে, কেবল বুক যায় প্রাণ যায় বলে ছটফট্‌ করছে। একটু ভাল রকম ঔষধ দিয়ে শিগ্‌গির শিগ্‌গির আরাম করে দে বাবা; আমার লক্ষ্মীঠাক্-

মায়াপ্রেসে মুদ্রিত, ৩৫ নং বলরাম দেব ষ্ট্রীটে শ্রীমণিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্ম্মার নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

রুপের জন্যে ঘর অন্ধকার, দোর অন্ধকার হয়ে রয়েছে। কৈলেস তোরা যদি না আমাদের দেখবি তো দেখবে কে? তোদেরি ভরসায় আমি এখানে এসে আবার সংশার পেতেছি।"

ডাক্তার বাবু আত্মিয়তা দেখাইবার জন্য বলিল ;—

"সে কি পিসি মা, তোমাদের দেখবো না' তো দেখবো কাকে? তোমাদেরি জন্যে আমার এত কষ্ট করে ডাক্তারি শেখা! কৈ বৌমার হাতটি একবার দেখি?"

ডাক্তার বাবুর কথায় রোগী হাতটি বাড়াইয়া দিল, ডাক্তার বাবু বহুক্ষণ ধরিয়া উভয় হস্ত দিয়া নাড়ি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—

"পিসি মা এই সামান্য ব্যারামের জন্য তোমরা এত অস্থির হয়েছ! ভায়া যে রকম ব্যস্তভাবে গিয়ে আমায় খপর দিলে, আমি ভেবেছিলাম না জানি কত শক্ত রোগেই ধরেচে! কৈ! দোয়াত কলম কৈ!"

গঙ্গাধর সত্বর পদে দোয়াত কলম আনিয়া দিল, ডাক্তার বাবু প্রিস্‌ক্রিপ্‌সন লিখিতে বসিল—

দেখ পিসি মা, এ যে রোগ আমি মনে করলে এখনি এক মুষ্টিযোগে আরাম করতে পারি কিন্তু তা করবো না; কেন', না তা হলে তোমাদের মন বুজবে না, তোমরা জান ডাক্তার এসে ঔষধ না দিলে রোগ আরাম হয় না কাজেই আমায় এই ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতে হল! এই বও হে ভায়া এই খানি বক্কেশ্বরকে দাও গে তা হইলেই ঔষধ পাবে, যে ঔষধের ব্যবস্থা করেছি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি বল্লেই হয়, দেখবে এখন মজাটা এক দাগ না পেটে যেতে যেতেই রোগ বাপ বাপ বলে পালাবে।

গঙ্গাধর ঔষধের ব্যবস্থাপত্র খানি হস্তে লইয়া সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল;—

"দাদা এটার দাম কত লাগিবে?"

"নগদ দেবে, না ধারে আসিবে?"

"নগদ দেবো"!

"ভাল! ভাল! এত অল্প বয়সে ধার করা মহা পাপ শিখেচ?। আর না শিখবেই বা কেন? এই জন্যইতো তোমাকে গঙ্গাধর পণ্ডিত বলে সকলে! জানইতো ভায়া মহাভারতে রাজা যুধিষ্ঠির বলেগেছেন অঋণি

অগ্রবাসী যে সেই সুখি! তা যাক্ ও সব কথা যাক্! তুমি নগদ চুকিয়ে দেবে বল্লে যখন চৌদ্দ আনা দিও, অন্য লোক হলে আমি এই এক শিশির দাম 'ন' সিকের ত্রক কড়া কড়ি কম হলে দিতাম না!

গঙ্গাধর ইঙ্গিতে মাতাকে অর্থ আনিতে বলিল, তিনি পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কক্ষান্তরে যাইতেছেন দেখিয়া, ডাক্তার বাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—

"হ্যা দেখ পিসি মা, যেমন শ্রাদ্ধ করিতে গেলে অগ্রে অগ্রদানির দান না দিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় না; রোগের অগ্রদানি, ডাক্তারদের কিছু না দিলে রোগের শান্তি হয় না একেবারে বিধি বাক্য! তোমাদের ঠেয়ে যদিও আমার কিছু নেওয়া উচিত নয়; কিন্তু না নিলে পাছে বৌমাটি না আরাম হন; আমি অমন অনেক গরিব লোককে অমনি দেখছি, কিন্তু শেষে নিদেন দু' আনা চার আনা না নিলে কেউ আরাম হয় নি। সেই জন্য বলছি পুরো দর্শনিটা না দেন, অর্দ্ধেক দিলেই হবে। আমি এক্ষণ চার টাকার কম পাটি বাড়াই নি; তা গঙ্গাধর ভায়া জানেন, তার ওপর আবার পাল্কি ভাড়া আছে!"

গঙ্গাধর হাসিতে হাসিতে বলিল—

"তা আর কি? মা! ঔষধের দামের সঙ্গে ডাক্তার দাদার টাকা দুটো এনো।" গঙ্গাধরের মাতা কি করেন, প্রাণের দায়ে তিনটি টাকা আনিয়া গঙ্গাধরের হস্তে দিল। গঙ্গাধর ডাক্তার বাবুর দর্শনি টাকা দু'টি উহার হস্তে দিয়া বলিল—"চলুন আমি আপনার সঙ্গে যাই ঔষধটা একটু তৎপর দেবেন।" আরে না না তোমায় আর আমার সঙ্গে যেতে হবে না? টাকাটা আর ব্যবস্থা পত্র খানা আমার ঠেয়ে দাও? আমি বিদুর মাকে নিয়ে গিয়ে এক্ষণি ঔষধ পাঠিয়ে দিতেছি। ভায়া তোমার বিপদো যা, আমার বিপদো তাই; এ সময়ে কি তোমার বাড়ী ছাড়া হতে আছে? দাও! ও গুলো সব আমার ঠেয়ে দাও!"

এই বলিয়া ডাক্তার বাবু মুদ্রা আর ব্যবস্থা পত্রখানি লইয়া, বিদুর মাকে সঙ্গে করিয়া, সত্বর পদে প্রস্থান করিল। হরিহর ঘোষাল গঙ্গাধরের পরিবারের অসুখের সংবাদ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছে, গঙ্গাধর দরদালানে বসিয়া তাহার সহিত ব্যায়রাম সংক্রান্ত কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল,

গঙ্গাধরের মাতা পুত্রবধুর সেবায় নিযুক্ত, যথা সময়ে ঔষধ আনিয়া রোগীকে খাওয়ান হইল, কিন্তু কিছুই ফল দর্শিল না। দেখিতে দেখিতে রোগী রোগের যন্ত্রনায় অচেতন হইয়া পড়িল, গঙ্গাধরের মাতা আকুল অন্তরে বুক চাপড়াইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; বিদুর মা'ও ক্রন্দনে যোগ দিল। হরিহর সত্বর পদে গৃহ মধ্যে আসিয়া গঙ্গাধরের স্ত্রীর নাড়ি দেখিয়া বলিল—

গঙ্গাধর আমার বিবেচনায় বৌ ঠাকরুণকে আর এখানে রাখা উচিৎ নয়; এস ধরাধরি করে দরদালানে নিয়ে গিয়ে শোয়াই!"

স্থির প্রতিজ্ঞ গঙ্গাধরের চক্ষু দুটিতে জল দেখা দিল, কণ্ঠস্বর বসিয়া গেল, এক প্রকার বিকৃত রবে গঙ্গাধর বলিল;—

"ভাইরে সত্য সত্যই কি এত দিনে আমার সাধের সংশার করা ফুরাইল? যার জন্য আমি তত্বজ্ঞান হারা হয়ে মত্তবেশে ভিক্ষা করতেও লজ্জা-বোধ করি নি; আর কি সেই হাসি মাখা মুখখানি দেখতে পাবো না?"

হরিহর বিরক্ত হইয়া বলিল—

"তুমি এ সব বালকের মত কি বকিতেছ? গঙ্গাধর শোক করিবার ঢের সময় পাবে! এখন এস যে সময়ের যে কার্য্য করা চাই; তুমি এমন অধীর হলে কে তোমার মাতাকে শান্তনা করিবে!"

গঙ্গাধর হরিহরের কথায় কথঞ্চিৎ চিত্ত সংযত করিয়া, উভয়ে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া, পত্নীকে দরদালানে আনিয়া শোয়াইল। দেখিতে দেখিতে সরলার বিশাল নেত্র স্থির হইয়া উর্দ্ধে উঠিল, দেখিতে দেখিতে গলায় ঘড়ঘড় শব্দ দেখা দিল, পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল, রোগী রোগ মুক্ত হইয়া স্থির নিশ্চল ভাব ধারণ করিল। গঙ্গাধর কপালে করাঘাত করিতে করিতে শিশুর ন্যায় চিৎকার করিয়া উঠিল।

পাঠকগণ! পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া দেখুন, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। এই যুবতীর দেহই সেই শ্মশানে শবাকারে শায়িতা, এই গঙ্গাধর উহার পার্শ্বে বসিয়া আছে, এই হরিহরই সঙ্গিদিগের অনুসন্ধানে গ্রাম মধ্যে গমন করিয়াছে।

গঙ্গাধর একাকি মহাশশ্মানের মধ্যে মৃত পত্নির পার্শ্বে বসিয়া শোক আতিশর্য্যে অধির হইয়া সহসা বলিয়া উঠিল—

এই কি সেই শশ্মান যেথায় প্রকৃতি রূপিনী মহামায়া চৈতন্য দায়িনী হয়ে, জীব শিব দাতা সঙ্কর বেশে, স্বহস্তে জগৎ জীবের মায়া বন্ধন মুক্ত করিয়া দেন! এই স্থানেই কি জীব প্রকৃতিগত; প্রকৃতি পুরুষগত হইয়া অধ্যাত্মিক রমণ দ্বারা বিমল আনন্দ অনুভব করে! এই স্থানেই কি তিনেই এক, একেই তিন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়! তাই কি মাহযোগী মহেশ্বর সকল ঐশর্য্যের উৎপত্তি স্থান হইয়াও; অসার বোধে ত্যাগ করে, শশ্মানের চিতা ভষ্ম সার করেছেন! চিতানন্দ ব্যাপিনি বিবেক প্রহরি অধিন এই কি সেই শাম্যের রাজ্য? যে থায় জ্ঞানের সমাধি, কর্ম্মের সমাধি, ধর্ম্মের সমাধি, এই কি সেই পবিত্র ক্ষেত্র?

গুরুদেব! গুরুদেব!! আজ আপনার জ্ঞানগর্ভ তিরস্কারের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছি; পবিত্র ক্ষেত্রের কি অপার মহিমা। আজ আমার সমক্ষে সংসার অসার মরুভূমির মত 'ধু' 'ধু' করিতেছে। তায় কোন আকর্শন নাই। কি আনন্দ! কি আনন্দ!!

যুবক আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া, সহসা লাফাইয়া উঠিয়া, মৃত পত্নীকে সজীব বোধে উহার মুখ মণ্ডলের আবরণ উন্মোচন করিয়া, এক হস্তে গ্রীবা-দেশ ধরিয়া, যতনে বক্ষস্থলে রাখিল, অপর হস্তে চিবুক ধরিয়া আনন্দ উচ্ছাসে বলিতে লাগিল;—

"আমোদিনী একবার চেয়ে দেখ আমরা গুরুর কৃপায় সদানন্দের আনন্দ উদ্যানে এসেছি; আর কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। আর লোকলজ্জা গুরুগঞ্জনাকে ভয় করিতে হইবে না। এস্থলে চিরশান্তি পোরা, ওঠ! ওঠ প্রিয়ে! আজ মনের সাধে দু'জনে অঙ্গে অঙ্গ মিশায়ে একাঙ্গ হব। প্রার্থিব ভাবনা ভুলে যাব।·ঐ দেখ! কাম, ক্রোধ, শোক, হর্ষ, সাধ, বিষাদ, আরাম, ক্লেশ, কেমন সকলে একাঙ্গ হয়ে, সরল ভাবে তরল আকারে, গঙ্গাগর্ভস্থিত লহরে লহরে নেচে নেচে বেড়াচ্চে। এস, আমরাও হাত ধরাধরি করে, ওদের মত ঢেউ ধরে ধরে নেচে বেড়াইগে। ঐ দেখ! গগণে চাঁদ হাস্‌ছে, কাননে ফুল হাস্‌ছে, তরঙ্গিনী আমোদে ভাস্‌ছে, তুমি কি একটু আমোদ করবে না? একটিবার চোক্ চেয়ে সে হাসি আর হাসবে না?'

মত্ত গঙ্গাধর মনের আবেগ প্রলাপির আলাপের ন্যায় আপনা আপনি

কত কথা কহিতেছে, কখন বা শবদেহ স্কন্ধে লইতেছে, কখন বা বক্ষে ধারণ করিতেছে, কখন কখন মুখ চুম্বন করিতেছে। সহসা সঙ্গিদিগের কোলাহলে ভ্রান্ত ভাবুকের ভাবের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। অমনি লজ্জা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া শবদেহ যথাস্থানে রাখিয়া, পূর্ব্ববৎ একপার্শ্বে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। হরিহর ঘোষাল সত্বর পদে আসিয়া গঙ্গাধরকে জিজ্ঞাসা করিল 'কিহে কোন ভয়টয় পাও নাই ত?" গঙ্গাধর ঔদাস্য ভাবে উত্তর দিল "না ভাই দিব্য আছি। এখন সব জোগাড় হল কি?"

"দাদা আমি যখন গিয়েছি তখন কি আর কিছু বাকি থাকে?"

"তবে আর কি, কার্য্য সমাধা কর।"

"হচ্চে ভাই।" এই বলিয়া হরিহর সঙ্গিদিগের সাহায্যে দেখিতে দেখিতে চিতা প্রস্তুত করিল; পরে হিন্দু প্রথা অনুযায়িক্ শব দেহটিকে লইয়া অন্যান্য ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিয়া, শয়ে শায়িত করিয়া, গঙ্গাধরকে বলিল; "ভাই তুমি অগ্রে মুখ-অগ্নিটা কর. পরে আমরা সকল কর্য্য করিতেছি।"

গঙ্গাধর অতি কাতর ভাবে বলিল "ভাইরে যখন কর্ম্মক্ষেত্রে এসেছি সকলি করিতে হইবে। কৈ আগুন দাও আমি চিতা জ্বালাইয়া দিতেছি!"

হরিহর শীঘ্রহস্তে ধঞ্চের তাড়া লইয়া মশালের সাহায্যে জ্বালাইয়া গঙ্গাধরের হস্তে দিল। গঙ্গাধর চিতার নিকটে গিয়া, পত্নীর মুখখানি দেখিয়া, উন্মত্তের ন্যায় প্রজ্জলিত ধঞ্চেগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, দ্রুতপদে আসিয়া হরিহরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল;—

"ভাইরে যে মুখখানি আমার অন্তরের আনন্দ; সে মুখখানিতে আমি কিছুতেই আগুন জ্বেলে দিতে পারিব না। আমায় আর ওকথা বলোনা; উহুঃ হুঃ বড় যাতনা, হরিহর আমার বুকটার ভিতর কেমন করচে, আমি কিছুই দেখতে পাচ্চি না আমায় ধর! ধর!!"

মোহপ্রাপ্ত গঙ্গাধরের পতন উন্মুখ অবস্থায়, সহসা কানন অভ্যন্তর হইতে সত্বর পদে এক সিদ্ধ পুরুষ আসিয়া, উঁহাকে যতনে অঙ্কে ধারণ করিল। এই অভাবনীয় ঘটনায় হরিহর ক্ষণেক কাল স্তম্ভীতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল; পরে যাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিল—"গুরুদেব এ অসময়ে আসিয়া বড় বাধিত করিলেন। দেখুন! আপনার শিষ্যের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখুন।"

"উত্তম হইয়াছে, কিছু চিন্তা নাই। তুমি শীঘ্র আমার কমণ্ডলু করিয়া গঙ্গোদক আনয়ন কর।"

লেখা বাহুল্য পরক্ষণে হরিহর সাধু আজ্ঞা পালন করিল। গুরুদেব কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া অল্পে অল্পে গঙ্গাধরের চক্ষে ও মুখে ছিটা দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে উহার জ্ঞানোদয় হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল—"হরিহর ভাইরে আমি ওমুখখানিতে আগুন জ্বালিয়া দিতে পারিব না, আমায় ও অনুরোধ করোনা। সহসা ক্ষিপ্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া দ্রুতপদে পলাইবার উপক্রম করিল, সাধু পুরুষ সস্নেহে উহার হস্ত ধরিয়া বলিল—

"গঙ্গাধর এই কি আমার দীক্ষার ফল? এই কি তোমার পরীক্ষা দেওয়া?"

'গুরুদেব! গুরুদেব!! এতদিনে আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘনের উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছি; আমি মহাপাতকি। আপনার শিষ্যের উপযুক্ত পাত্র নহি; আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না। আপনার পবিত্র দেহ অপবিত্র হইবে। আমি অনন্ত নরকে পড়িয়াছি, আর উঠিবার ক্ষমতা নাই, আমায় ক্ষমা করুন। ক্ষমা করুন।

"গঙ্গাধর হতাশ হইও না। বিশ্বাসকে অন্তরে আশ্রয় কর; কার্য্যের দ্বারা মনকে উন্নত করিতে চেষ্টা পাও; আপন হইতে দেহে শক্তির সঞ্চার হইবে।"

"আবার কর্ম্মভোগ? না না গুরুদেব! আমি আর ছলনা পোরা সংসারে যাব না। এক কর্ম্মচক্রে পড়ে আমি সকল হারিয়ে আজ চক্ষের জল সার করেছি। আমায় আর ও আদেশ করিবেন না।"

"গঙ্গাধর ভোগশূন্য হইয়া সংসারে গিয়া কার্য্য করগে। কামনার ছায়া স্পর্শ করিও না দিব্য আনন্দ পাইবে।"

"গুরুদেব এক অভাবেই আমার ভোগ ইচ্ছা সকলি অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়াছে, এক্ষণে আমার সকল প্রবৃত্তিই নিবৃত্তি পাইয়াছে; কিন্তু কার্য্য করিতে আর ইচ্ছা নাই।"

"শুনে সুখি হইলাম! গঙ্গাধর অভাব হেতু, অভিমান প্রযুক্ত, তৃপ্তির অতিরিক্ত প্রাপ্ত হেতু, শোক আতিশয্যে সময়ে সময়ে জীবে বৈরাগ্য গ্রস্থ হয় বটে, কিন্তু সে বৈরাগ্য চিরস্থায়ী নয়; কারণ তাহাতে কার্য্য বা কামনার আস্থা থাকে না, অগত্যা ভবিষ্যতে অনিষ্ট দায়ক হয়। কার্য্য বা কামনা

করিতে করিতে স্বভাবসিদ্ধ যে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাই মুক্তির পথ প্রদর্শক স্বরূপ জানিবে। সেই জন্যঃ পুনঃ পুনঃ বলিতেছি ; কার্য্য কর, কিন্তু কখনও উহার ফল কামনা করিও না—গঙ্গাধর! বিষয় চিন্তা হইতেই আশক্তির উৎপত্তি হয়—আশক্তি হইতেই প্রাপ্তি ইচ্ছা আসে—প্রাপ্তি ইচ্ছা হইতেই ক্রোধ উদয় হয়—ক্রোধ হইতেই মোহ বা হিতাহিত জ্ঞান শূন্যতা উপস্থিত হয়—হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইতেই স্মৃতি ভ্রষ্ট করে—স্মৃতি ভ্রষ্ট হইতেই বুদ্ধি বৃত্তি লোপ পায়—জীবে বুদ্ধি হীন হইলেই উৎসন্ন যায়। যখন কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছ, কর্ম্ম করিবে। কিন্তু সাবধান সার্থপর হইয়া কখন কর্ম্মফল কামনা করিও না, আত্মাতেই আরাম অনুভব করিবে ; কখন অসুভ বিষয়ে দ্বেষ, বা শুভ বিষয় আকাঙ্খা করিও না, তাহা হইলেই নিত্য সন্ন্যাসী হইবে। সর্ব্বাবস্থায় আনন্দে অন্তরকে সাজাইতে চেষ্টা পাও শীঘ্র মুক্তি পাইবে ; তোমার ধ্যান, ধারণা, তপ, জপ কোন বিষয়ে শ্রম স্বিকার করিতে হইবে না।”

“গুরুদেব! আপনার উপদেশ আমার বেদ বাক্য এক্ষণে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন!

“গৃহে ফিরিয়া গিয়া জননীর সেবা শুশ্রূষা করগে! আর এ স্থানে তিল মাত্র থাকিও না পুনরায় মোহ প্রাপ্ত হইবে!”

“যে আজ্ঞা! কিন্তু অভাগীর দশা কি হইবে!

“গঙ্গাধর অভাগী নয়! তোমার স্ত্রী অতি ভাগ্যবতী, আমি স্বয়ং উহার সংকার করিব, সে জন্য চিন্তা নাই।”

এই অলৌকিক ঘটনায় হরিহর প্রভৃতি সকলেই কি এক নৈসর্গীক ভাবে বিভোর হইয়াছিল, শেষে গুরুর উত্তেজনা বাক্যে, সকলে মিলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাগর্ভে নামিয়া, অবগাহনান্তর সাধু পুরুষকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, হরিধ্বনি করিতে করিতে গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিল। সকলে অদৃশ্য হইলে, সাধু সদাশয় বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এক প্রকার চূর্ণ বাহির করিয়া, কমণ্ডলুস্থিত গঙ্গাজলে মিশ্রিত করিয়া, চিতাশায়ী শবের হস্তে, পদে, নাশারন্ধ্রে, কর্ণ-বিবরে ও চক্ষুতে মাখাইয়া দিল। দ্রব্যগুণের অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে দেখিতে দেখিতে শিরা সকলে শোণিত স্রোত খেলিতে লাগিল, অচৈতন্যে-দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব হইল, স্পন্দহীন-দেহ এপাস ওপাস করিতে লাগিল,

ক্রমে নিমীলিত চক্ষু দুটি উন্মিলিত হইল; শব জীবাকারে উঠিয়া বসিল। তদ্দৃষ্টে সাধুপুরুষ আনন্দে নিকটে আসিয়া বলিল, "মা আমায় চিনিতে পার!"

যুবতী সসম্ভ্রমে অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া সত্বরপদে চিতাহইতে ভূমিতে নামিয়া গললগ্নকৃত-বাসে ষাষ্টাঙ্গে সাধুপুরুষকে প্রণাম করিয়া বলিল;—

"গুরুদেব! কে আমায় এ ঘোর নিশিতে এ বিষমস্থানে আনিল; আর কি জন্যই বা আমি চিতা শয্যায় ছিলাম?"

"মা! আমিই তোমার কষ্ট যন্ত্রণার কারণ জানিবে; এক্ষণে বিশেষ বিবরণ বলিবার আর সময় নাই, রাত্রি প্রভাতা প্রায়, সময়ে সকলি জানিতে পারিবে। তোমায় দুটী কথা আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহারি উত্তর দাও।"

"কি অনুমতি করুন।"

"বৎসে এক্ষণে তুমি সংসার-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কায়িক্ ও মানসিক্ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুর অধিন হইতে চাহ, না সাবিত্রীর ন্যায় পতিব্রতা ব্রতে দীক্ষিতা হইয়া স্বামীর শুভবাসনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া চরণে পরম গতি লাভ করিতে চাহ?"

'মহাশয় নারী জীবনে পতির উন্নতিকামনা ভিন্ন আর কি সার ব্রত হইতে পারে বলুন!'

"সাধ্বি? তোমার উন্নত অন্তঃকরণে আমি যার পর নাই সুখি হইলাম, সতর্ক হও আর ইহ জীবনে কখন সংসার সুখ ভোগ করিতে পাইবে না।

সে জন্য কষ্ট অনুভব করিব না! পতি পদ পূজা করিতে পাইব!"

"উপস্থিত নয়! সময়ে পাইবে।"

"তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল।'

"তবে আমার সহিত আইস আমি তোমার শুভ যাত্রা উপযোগী দ্রব্য সামগ্রি আয়োজন করিয়া দিব।

"যে আজ্ঞা চলুন। সাধু পুরুষ পার্শ্বস্থ কানন মধ্যে অগ্রগামি হইল, যুবতী পশ্চাৎ অনুস্বরণ করিল, দেখিতে দেখিতে উভয়ে অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

ইতি হাট পত্তন সমাপ্ত

বায়াপ্রেসে মুদ্রিত, ৩৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীমানিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্ম্মার নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

প্রথম শোপান।

মূলাধার চক্র।

নববর্ষ।

সহৃদয় পাঠক গণ। আমাদিগের আখ্যায়িকার পূর্ব্ব পরিচিত মহাপুরুষ কুমদা কান্ত ঘোষের বিলাষ স্থান কাটোয়ার অন্তপাতি চণ্ডিতলা গ্রাম খানির প্রতি একবার কৃপা কটাক্ষ পাত করুন। কএক দিবস হইল স্নভ নব বর্ষ দেখা দিয়া ছিল, উহার হর্ষ চিহ্ন স্বরূপ শুষ্ক ফুলের মালা। সোলার ফুল, আম্রশাখা, কলার দেউড় সকল রাজ পথের উভয় পার্শ্বের বিপনি সকলে জাজল্য মান রহিয়াছে। কোন কোন বিপনির স্নভ দিনের অঙ্গ আচ্ছাদন শুভ্র বস্ত্র ও চাদর সকল অপসৃত হইয়াছে, কিন্তু চাঁদোয়া খানি এক কোন খুলিয়া অদ্যাপি শূন্যে ঝুলিতেছে। কোন কোন বিপনির বাঁদাহুকা, তাকিয়া গালিচা অপসৃত হইয়াছে. কিন্তু কএক খানি ছবি বর্ত্তমান রহিয়াছে। নববর্ষ আগমনে গদির নূতন আসন গালিচার পরিবর্ত্তে এক্ষণে নূতন মাদুর উহার স্থান দখল করিয়াছে; কর্ম্ম কর্ত্তাগণ কার্য্য শৈথিল্য হেতু অঘোরে নিদ্রা যাইতে ছেন, ক্ষুদ্র পিপীলিকাগণ অবসর বুঝিয়া, শ্রেণী বদ্ধ হইয়া, মেঠায়ের ঝোড়া, সন্দেসের ওড়ার গুড়া গাড়া আত্মসাত করিতেছে। পল্লিগ্রামে দাগা সাড়ের অপ্রতুল নাই, সুতরাং পাত্র ভোজের উচ্ছিষ্ট কলার পাতা, কলার তেউড় রাস্তা ঘাট অপরিষ্কার করিতে পায় নাই, কএক দিবষ হইতে ষণ্ড দলে মহা আনন্দ চলিতেছে; কেহ পুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে ঘাড বাঁকাইয়া মনের সাধে চর্ব্বনে নিযুক্ত; কেহ বা অতিরিক্ত আহার হেতু মাঠের ধারে আম তলায় শুইয়া জাবর কাটিতেছে। নব অনুরাগে নব নায়িকার মন তুষ্টি জন্য, নব নায়ক যেমন প্রান পনে চেষ্টিত হয়, মধুমাশে নব অনুরাগ প্রযুক্ত ঋতু রাজ ও সেইরূপ প্রকৃতি সতীর মন তুষ্টীর জন্য আত্ম উৎসর্গ করিয়াছে। দুরান্ত

হেমন্তেরদারুন পিড়নে শীর্ণ দেহ খানি নব পল্লবে সমউজ্জল করিয়া, ভাবুক মাত্রেরই মন মাতাইয়া তুলিতেছে; প্রকৃতির অঙ্ক সোভার স্বরূপ, নানা রূপ ফলে দেবীর অঙ্কের শ্রী সাধনে তৎপর; গরবিনী ভাবিনীর সোহাগ সজ্জা অনুরূপ, নানাবিধ ফুল ভুষায় আমোদিনীর শ্রীঅঙ্গ সকল ভূষিত করিয়া, ঢলঢলে মুখ খানির প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। জলে, স্থলে, শূন্যে, সমীরণে কোন স্থানেই সোভার অসম্পন্ন নাহি। নব দম্পতির পবিত্র প্রেমের তুফানে দিক সকল মাতাইয়া তুলিয়াছে। চাঁদ, চকোরীর সহিত মিলিত হইয়া সুধা ডালিয়া দিতেছে; সমীরণ পরিমলের সহিত অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া মৃদু মন্দ ব্যাজনে নিযুক্ত; জলে কমলিনী ভ্রমরকে বুকে বসাইয়া ঋতুরাজের সম্মান রক্ষা করিতেছে; মাধবি তমালের কোলে উঠিয়া ফুল গুচ্ছ ভরে আনন্দে নাচিতেছে। ঠাকুরানীর আনন্দ উৎসবে সংযোগী সঙ্গিনী মাত্রেই প্রেমালাপে মত্ত, কিন্তু বিয়োগীরা মর্ম্ম যাতনায় কাতরা। স্বভাবের পক্ষাপক্ষ পষ্ট প্রমাণ, স্বভাব সঞ্জাত পদার্থ হইতেই প্রকাশ পায়। এমন আনন্দের দিনে, কোন পাখীটি ডালে বসিয়া বলিতেছে চোক গেল! চোক গেল!! আবার কোন পাখীটি বলিতেছে বৌ কথা কও! বৌ কথা কও!! এইস্থানেই ঈশ্বরের অনন্ত লিলার অপূর্ব্ব মহিমা দিব্য প্রকাশ পায়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, অনু হইতে প্রকাণ্ড কায় অবধি অনন্ত কোটী পদার্থ রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহিত আকৃতি ভিন্ন, রূপ ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, গুণ ভিন্ন, প্রত্যেকেই পরিবর্ত্তন শিল, কালের সহিত গঠীত হইতেছে, আকৃতি পাইতেছে, প্রকৃতি গত কার্য্য করিতেছে, অবস্থা ভেদে গুণের তার তম্য দেখাইতেছে; কাল বসে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করিতেছে। সমভাব কাহার নাই, সুতরাং কাহার অস্তিত্বের স্থায়িও নাই। এই অস্তিত্বের ভিন্ন ভেদ হেতু; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসয্য জীবগত হইয়া; জীব সকলকে যন্ত্রনা দিতেছে। আবার এক পক্ষে দয়া, দাক্ষিণ্য, সহিষ্ণু প্রভৃতি সৎগুণ সমূহ জীবের অন্তর উন্নত করিতেছে। তোমার শরীরে যে যে গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমাতে তা নাই; অগত্যা তোমার গুণের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার অন্তরে আশক্তি আসিতেছে—আসক্তি হইতেই—প্রাপ্তি ইচ্ছা—প্রাপ্তি ইচ্ছা হইতেই লোভ, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য আমার প্রকৃতিতে ক্রীড়া করিতেছে; আবার তোমার যাহা

নাই, অপর এক ব্যক্তির তাহা আছে ; সে হয়ত সৎগুণ সকলের উত্তেজনায় তোমার অভাব পূরণে বদ্ধপরিকর ; এইরূপ গুণের অসামঞ্জস্য হেতু, প্রকৃতি দেবী ও জীবগণকে অহরহ মানসিক বা দৈহিক কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছেন ; জীবগণ পরস্পর পরস্পরের নিকট বাধ্য বাধকতা স্বীকার করে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত এই ভিন্ন ভাব হেতু, কাল দণ্ডস্থিতা নিমিত্ত কারণ রূপিনী প্রকৃতি চক্রের ; একমাত্র গুণি যে উপাদান স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণ বশতঃ বেদ ও পুরাণে জগৎকে গুণময় বলিয়া গিয়াছে। পদার্থ বিশেষে ভিন্ন ভাব হেতু দ্বৈতাবাদে অদ্বৈতাপত্য হইয়াছে। জীব শিক্ষার জন্য স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞানি মহাযোগী মহেশ্বর শঙ্করাচার্য্য রূপে তাঁহার 'ভাষ্যে' উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন "**সত্যমদ্বৈতং! সত্যমদ্বৈতং!! সত্যমদ্বৈতং!!!**" অর্থাৎ এক প্রকৃতি জড়িত পুরুষই সত্য। গুণই—স্বভাব—স্বভাবই—প্রকৃতি—প্রকৃতিই জগৎ স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে ; আবার গুণই জগতের কার্য্য কারক, জীবের কামনা বীজ স্বরূপ হইয়া স্বভাবের অভাব পূরণ করিতেছে। এই প্রকৃতি তত্ত্ব অনুশীলন করিলে দিব্য প্রাণে ধারণা আসে ইহারা কথনই স্বয়ম্ভু হইতে পারে না, কারণ "স্বয়ম্" শব্দে আপনি, "ভূ" শব্দে উৎপত্তি হওয়া, যদ্যপি সকলেই স্বয়ম্ভূ হইত তাহা হইলে প্রত্যেকেই পূর্ণাকৃতি, সর্ব্বগুণ সম্পন্ন, পূর্ণ রূপবান হইত। কেহই কালবাধ্য হইয়া অভাব হেতু প্রকৃতি চক্রে পরিভ্রমণ করিত না ; সকলেরই অস্তিত্বের স্থায়িত্ব থাকিত। যখন সে অবস্থা কাহার নাহি তখন কিরূপে ইহারা স্বয়ম্ভু পদবাচ্য হইতে পারে ? কিন্তু যখন স্বয়ম্ভু শব্দ আমাদিগের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, তখন নিশ্চয় ইহার অন্তর্গত পদার্থ আছেই আছে ; কারণ বর্ণই ঈশ্বর, বর্ণই মনোভাব বর্ণই ভাষারূপে পরিগণিত। যেমন আসল হইতে নকলের উৎপত্তি, সেইরূপ সেই সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কোন পরম পদার্থ হইতে, এই সকল ক্ষুদ্র পদার্থের উৎপত্তি তত্ত্বজ্ঞানি মাত্রকেই স্বিকার করিতে হইবেই হইবে। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এক স্বভাব শব্দ আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন ; স্বভাব কখন স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে পারে না ; ইহার কর্ম্মকর্ত্তা একজন আছেই আছে। "স্ব" শব্দে স্বয়ং "ভাব" শব্দে ইচ্ছা প্রকাশ করা ; অর্থাৎ যার দ্বারা কাহার অভিপ্রায় প্রকাশ পায় সেই পদার্থই তাহার স্বভাব। যেমন

রামের স্বভাব গান করা, এস্থলে গান করা রূপ ইচ্ছা দ্বারা রামের স্বভাব প্রকাশ পাইতেছে বা গান করা স্বভাব দ্বারা রাম প্রকাশ পাইতেছে; যাহাই বলুন; রাম কর্ত্তা, কর্ম্মকারক ইচ্ছা বা স্বভাব, ক্রীড়া গান করা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। একের অস্তিত্ব প্রকাশকে স্বভাব বলুন, বা স্বভাব দ্বারা একের অস্তিত্ব প্রকাশ বলুন! যাহাই বলুন, স্বভাব এক ছাড়া কখনই প্রকাশ পাইতে পারে না; অতএব যাহার দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব লক্ষিত হয় সেই স্বভাব। স্বভাব স্বয়ং সিদ্ধ নয় বলিয়া, অনন্ত ব্যাপিনী হইয়াও স্থায়িত্ব শূন্য, কাল বাধ্য। প্রাতঃকালে এক অপূর্ব্ব শান্তিমাখা কমনীয় ভাব; মধ্যাহ্নে মহা উগ্রভাব; সায়াহ্নে কেমন মাধুর্য্য ভাব; জীব মাত্রেই ইহা প্রত্যক্ষ ভোগ করিয়া থাকে। চণ্ডিতলা গ্রামখানি স্বভাবের দ্বিতীয় স্তবক অতিক্রম করিয়া, তৃতীয় স্তবকে 'পা' বাড়াইয়াছে; কোকিলের কুহু রবে মৃদু মন্দ মলয়ানিল গ্রামবাসীর মন মাতাইয়া তুলিতেছে; ফুল কামিনীগণ কুলকামিনীদিগের মত সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া প্রণয় সম্ভোগ ইচ্ছায়, যে যাহার বেশ ভূষায় ভূষিত হইতেছে। রাজ হংস, সারস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষীসকল, জল ক্রীড়ায় ক্ষান্ত দিয়া যে যাহার বিশ্রাম স্থানের দিকে ধাবিত। একটী মালিনী পর দিবসের ফুল যোগান দিবার জন্য সাজি ভরিয়া, নানাবিধ ফুল লইয়া, মালঞ্চ হইতে মন্থর গমনে বহিষ্কৃতা হইয়া রাজপথে দেখা দিল। মালিনী বিধবা, উজ্জল শ্যাম বর্ণ। পতন উন্মুখ যৌবনটি এখন যেন সম্ভোগ ইচ্ছায়, বিলাসিনী যুবতীর বাসি ফুলের মালার মত, যতনে পয়োধরে রক্ষা করিতেছিল! ঢল ঢলে দোহারা গঠনখানি নৃত্যকিদিগের মত কভু বামে, কভু দক্ষিণে হেলিতে দুলিতে ছিল।

পারিপাট্য কুঞ্চিত কৃষ্ট কেশদাম, এলোবেণী বন্ধনে আবদ্ধ, চঞ্চল খঞ্জন নয়ন দু'টি রসিকতার পরিচয় দিতেছে, নাসিকায়, নানা হাব ভাবের ছাঁটা, রসকলি কাটা, পরিধান মিহি সাদা ধুতি, বয়ঃক্রম অনুমান চল্লিশ বৎসর হইবে; কিন্তু ভোগ বিলাসের পারিপাট্যে হটাৎ দেখিলে মধ্য বয়স্কা যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়। অদূরে একটী গুয়ালিনী নারীজন সুলভ গরবে, গরবিনী হইয়া, কত দর্শকের প্রাণ মন কাঁদাইয়া, না না হা'ব ভাবে রূপচ্ছটা ছড়াইয়া, দুগ্ধভাণ্ড কক্ষে লইয়া, গ্রাম অভিমুখে যাইতেছে। মালিনী গুয়ালিনীকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া বলিল—

"বলি ও সই এবার ব্যাবসায় ব্যাপার করলে কেমন।"

গুয়ালিনী পরিচিত স্বর শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নথটি নাড়িয়া উত্তর দিল, অমনি ভাই যেমন তেমন।

"তবু বাকি বকেয়া কত করলে আদায়।

"জানইত দিদি জলের কড়ি জলেই জায়।"

মালিনী অবসর পাইয়া গুয়ালিনীর নিকট আসিয়া মহা দুঃখিত ভাবে সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল।

"ওমা বলিস কিলো ; শুনেচি তোর'তো সব খদ্দের ভাল !"

"আর দিদি এখন কেবল যোগান দেওয়াই সার, কেবল ধার আর ধার ? এক সময় কেবল দুধের রং রেখেচি ; আচল পুরে টাকা এনেচি ! যাহক তোমার চলচে কেমন !"

"বোন আর কি আছে বাধা মালী। এক্ষনে আমার শাকে বালি ! মালা গাঁথাই সার খালি ?"

"তবে কি রকমে দিদি দিন কাটে।

দিনে জায় ভেনে কুটে, রাত পোহায় কেঁদে কেটে। সেই যে বষ্টব দিদি যখন তখন একটী গান করতো তোর মনে আচে !

"কোন বষ্টব দিদি।"

"মর নেকি! সেই যে লো যার কুঞ্জে রাসের সময় মাখন বাবু কৃষ্ট সেজেছিল।

"কোন মাখন বাবু ?

"তুইযে কোন কোন করে আমায় অস্থির করলি, মণিঠাকুরণ আর মাখন বাবু মনে পড়ে।

কুমদা বাবুর দাগা যাঁড় মহাপাতক মুখপোড়া, তাই ভেঙ্গেবল, তবেতো বুজতে পারবো। সে আবার বাবু হল কবে লো ? তোর মালঞ্চে দুদিন জল বয়ে ছিল বুঝি !

কেন তোর ত দুধের কেড়ে ধুয়ে ধুয়ে তার হাঁতে কড়া পড়ে গিয়েছিল।"

"সে কেবল বাপের খাতিরে স'ত মাকে প্রণাম করা বইতো নয়।

'যাই বল দু'বেলা এসে বেগার খেটে জেতো'ত।"

"বেঁকার থাকলে অমন অনেকে ব্যাগার খাটে! এখন তোর বোষ্টম দিদির ছড়াটি বল, আর আমি দাঁড়াতে পারিনে অনেক দূর যেতে হবে!"

"তা ত জানি ও আমাদের বাঁধা বুলি, সখির কাছে আর সখি সংবাদ গাইলে কি হবে বল দিদি!

'নে! তবে তুই নেকরা কর আমি চল্লুম!"

"আমার মাথা খাস, দাড়া! দাঁড়া!! বলি শোন!"

"আ' মর বল্ না!"

"তোর কি মনে নাই বোষ্টমি যখন তখন গাইতো সেই জে'লো!"

গীত।

আর কি আমার সে দিন আছে, দিদি সকলি ফুরায়ে গেছে,
প্রাণের খেলা খেল্‌তে গিয়ে; বাড়িছি প্রাণের জ্বালা।
বয়েস যখন বছর বার, মিনি সুতোর দিতেম গেরো
সেই গেরোতে ঘট্‌ল গেরো, এখন কেঁদে মরি দুবেলা!
ভাঙ্গা তরী ভাস্‌চে জলে, তালি দিয়ে আর কত চলে,
মাজি নাই কো তায় হালে তবু আসা করে ছলা।

"শুনলে দিদি এখন আমার ও দশা।"

'বলচিস্ দশায় ধরেচে, তবুতো ঘসা মাজা করতে ছাড়িস্ নি।"

"বন! রূপ যৌবন, চাঁদের আলো;
ভাঙ্গা ঘরে দেখায় ভাল।
যদি এ বয়েসে মনের মানুষ মেলে;
এখন দুচারটে কথা কই প্রাণ খুলে।

"ওই রোগেই তো চিরকালটা মলে!
চটকের চৌঘুড়ি চড়ে;
বেড়াও তুমি দেশ জুড়ে।
একশ আট পাকনা ধরে।
নেচে বেড়াও ঘুরে ফিরে!
মুখেতে আকের টিকলি;
অন্তরে লোহার ছিক্‌লি।

কাজেই, কিছুতে মন উঠে না।

যামিনী গুয়ালিনীর শ্লেষ বাক্যে, আন্তরিক্ বিরক্ত হইয়া, মৌখিক্ ভালবাসা দেখাইবার জন্য উহার চিবুক ধরিয়া বলিল—

"ওরে আমার রসের খুকি, তুমি কি কিছুই জাননা নেকি!

বলে ভেক নেব, বৈষ্টবী হব.

আর রবনা দেশে,

আমার সাধের খাজা কাঁটাল গিয়েছে রসে,

বুড়ো মরেছে কে খাবে আর চুসে।

"দেথ সই ফুলের কলি তুলে, অলি গুলোকে জালাতন করে আরতো তোর কিছু হয় না? দিব্যি ছড়াকাটাতে শিখেছিস একটা রস ভাঙ্গার দল খুলে দে অনেক খদ্যের জুটবে এখন?

"পোড়া মাখন গাঙ্গুলির জ্বালায় আর কি কিছুই হবার যো আছে দিদি!

"কেন! সে মুখ পোড়া আবার কি করেছে?

তার ঘুঘুর বাসা পুড়ে গেছে, এখন এ ডাল ওডাল করে উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে!

"সে আবার কি রকম!

"বোন বড় ঘরের বড় কথা রাস্তা ঘাটে বলবো! যদি কেউ শুনতে পায় তা হলে আমার মাথাটি জাবে!

"নে! এখানে আর কেউ শুনতে আসচে না, কি হয়েচে বল না।

"বলবো কি বল বড় ভয় করে; মড়ার কথা মনে হলে হাসিও পায় দুঃখও ধরে।

"কি হয়েছে ভেঙ্গে বল দেখি!

বলবো আর কি মাথা মুণ্ডু! মণি ঠাকরুন জমিদার বাবুর চোখে ধুলো দিয়ে এদানি একটা সখের চিড়িয়া পুসেছে, মাখনা মুখ পোড়ার গেরো সেইটিকে তাড়িয়ে, তার স্থানটী দখল করবার জন্য ছোট জমিদার বাবুকে বলে দিয়ে পেয়ারের হতে গিয়ে ছিলো, মণিঠাকুরুন "মস্ত ধড়িবাজ মে‌য়ে রসে সাত সিয়ানের কান কেটে ছাড়ে, মাখন গাঙ্গুলির মনের ভাব বুজতে পেরে এমনি একটী কান খেললে গরিবের ছেলের চিরদিনের অন্ন টুকু উঠে গেল,

ছোট বাবু এখন দেখতে পেলে মড়ার ছায়ায় সাত নাথি মারে।”

বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে!! ভগবান আছেন! অলপেয়ে বাবুর জোরে বড় দিন কতক তিলিয়ে উঠে ছিল।”

রাজ পথের অদূরে একটি বিশিষ্ট পরিচ্ছদধারি ভদ্র সন্তান কে দেখিয়া গুয়ালিনী ও মালিনী আপন আপন বাক্যালাপে ক্ষান্ত দিয়া যে যাহার গন্তব্য পন্থাভিমুখী হইল। আগন্তুক উহাদিগের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল;— “কুমদাকান্তের বাটী কোথায়?”

গুয়ালিনী কহিল;—“আপনি কি তাঁহার বাটীতে যাইবেন?”

“উদ্দেশ্য তাহাই বটে!”

“তবে আমার সঙ্গে আসুন, আমি সেই পথেই যাইব!”

গুয়ালিনী আগন্তুককে লইয়া পশ্চিম দিকে গ্রামঅভিমুখে যাত্রা করিল; মালিনী আপন ভাবে ভোর হইয়া উত্তরদিগের আপন কুটীরাভিমুখে গমন করিল। জমীদার কুমদাকান্ত বাবু, “কুমদকুঞ্জ-কাননে” বৈকালিক বার দিয়াছেন। গ্রীষ্মাতিশয্যে, হ্রদবক্ষস্থ একটী লতাকুঞ্জে, একখানি শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত আসনের দক্ষিণদিকে, কপোলে কর বিন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন। বামে মনিয়া সুন্দরী একটী গোলাপের কলি লইয়া, একটি মধুমক্ষিকার সহিত রঙ্গরসে নিযুক্তা। ফটকের ধারে দ্বারবান, মালী, খানসামা, আরদালি সকলেই বাবুর আজ্ঞা পালন করিবার জন্য সদাই সশঙ্কিত ভাবে অবস্থান করিতেছে। বাবু সুরার মত্ততা আবেগে মনিয়া বিবির সোহাগ বাড়াইবার জন্য বলিলেন;—“দেখ মনি! তোর মত আর গোটা দুই যদি মন্ত্রী পাই, তাহলে বাদসার নাক কেটে নিয়ে আসতে পারি; কি বেমালুম রিপুর ভাজ বাৎলালে দিদি; একদম গাই বাচুর সব সাফ্। এখন দিব্য দু'বেলা দু'জনে সুখসাগরে সাঁতার কেটে বেড়ান যাচ্চে, কারু পায়ে একটী কাঁটাও বেঁদবার জো নাই। মাইরি বলচি মনি তুই কি মন্ত্র জানিস্! আমায় সেখাবিনি?” এই কথা বলিতে বলিতে বাবুর ফুলের কলি ও উড্ডীয়মান অলির প্রতি দৃষ্টি পড়িল; অমনি মনিয়া বিবির চিবুকে হস্ত দিয়া বলিল;—“সাবাস! সাবাস!! এই যে ঘোমটার ভেতোর খেমটার নাচ শিখচ? দেখ যাদু যে দেখালে “ভূ” তাকেই যেন “ভূ” দেখিও না। তাহলে ধর্ম্ম থাকবে না।”

মায়াপ্রেসে মুদ্রিত, ৭৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট শ্রীমাণিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্ম্মার নগদ মূল্য ৴১০ পয়সা।

এই কথায় মানিনীর অভিমান স্রোত উথলিয়া উঠিল ; সাধের গোলাপের কুঁড়িটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বাষ্প গদগদ স্বরে কপালে করাঘাত করিতে করিতে বলিল ;—

"হায় রে কপাল! যখন এ পথে এসে দাঁড়িয়েচি, কত অপমানি সইতে হবে।"

বাবু বিবির ভাব গতিক দেখিয়া ভয়ে আকুল হইয়া, সত্বরপদে গোলাপ ফুলটি কুড়াইয়া লইয়া, আদরিনীকে প্রসন্ন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন ;—

"ছি মনি সামান্য কথায় রাগ করলে? আমার মাথা খাও, তোমার ফুল নাও। আর একবার সেই রকম করে হাতটি ঘোরাও, আমি প্রাণভরে দেখি।"

নায়কের সাধনায়, নায়িকার অভিমান বৃদ্ধি পায় এটি স্বভাবসিদ্ধ চিরপ্রথা, সুতরাং মানিনী মনিয়া বিবি ; বাবু কাবু হইয়া তাহার রূপসাগরে হাবু ডুবু খাইতেছে কি না ; উত্তমরূপ পরীক্ষার জন্য, অপরক্ষে ভবিষ্য পথ পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে, এক ভ্রূ ধনুকের টানে দুইটি লক্ষ্য করিয়া, আঁখি কোনস্থিত বারিবিন্দু অঞ্চলের সাহায্যে দেখিতে দেখিতে বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। বেণীবদ্ধ ফুলহার শতখণ্ড করিয়া ইতস্ততঃ ছড়াইতে লাগিল, হস্তস্থিত বলয়, কঙ্কন খুলিয়া ফেলিয়া, তড়িত তাড়িতের ন্যায় শুভ্র প্রস্তর আসন পরিত্যাগ করিয়া, ধনী ধরাশায়িনী হইয়া আত্ম নিন্দাচ্ছলে আপন মনে বলিতে লাগিল ;—

"হায়রে পোড়া কপাল! আমি যাকে বিশ্বাস করে, নারীর অমূল্য ধন সতীত্ব রতন অনায়াসে বিসর্জ্জন দিলাম, লোক লজ্জাকে ভয় কল্লেম না, ধর্ম্মের দিকে ফিরে দেখলাম না ; সেই কি না আজ আমায় অবিশ্বাসিনী ঠাওরালে, আর আমার সুখভোগে আবশ্যক কি আছে? আমি বৈরাগে গিয়ে মাথা মুড়াব, বৃন্দাবনে ভিখারী হয়ে ভিক্ষা করে খাব সেই আমার ভাল।"

সংসারে আকর্ষণ শক্তি কি? বন্ধনের উৎপত্তি স্থান কোথায়? ইন্দ্রিয়-গণ কি জন্য কার্য্যে আবদ্ধ হয়? রিপু সকল কাহাকে আশ্রয় করিয়া, জীবের যন্ত্রণা দায়ক হয়? লজ্জা ও ভয় কে। লজ্জা ভয় থাকে কোথা? জীবের

চক্ষে! তাই কি মায়া, তরল আকারে চক্ষের জল হইয়া, অজ্ঞান অপগণ্ড শিশু হইতে, মহা জ্ঞানবান সমাধিমগ্ন যোগীর অন্তর অবধি আকুল করিয়া তোলে! তাই কি একের চক্ষে জল দেখিলে, অপরে লজ্জা ভয়ে আসার বসতাপন্ন হইয়া, ঋপুগণের উত্তেজনায়, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্য্য করিয়া, আপন বন্ধনে আপনি জড়িত হইয়া, সংসার ছাড়িতে চায় না। তাই কি সন্তানের চক্ষে জল দেখিলে মাতার অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হয়? নিস্বার্থ ভাবে স্বার্থ দেখা যায়! আশা বসে ভবিষ্যৎ ফল কামনায়, লোভ ঋপু পরবশ হইয়া, সন্তানের মঙ্গল জন্য, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৈবকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, আপন বন্ধনে আপনি আবদ্ধ পড়িয়া, সংসারকে শান্তি নিকেতন জ্ঞান করে! যে স্থানে মায়ার আধিক্য, সেই খানেই লজ্জা ভয় জাজ্জল্যমান;—যে স্থানে লজ্জা ভয় সেই স্থানেই ঋপুগণের আবির্ভাব;—যে স্থানে ঋপুগণের আবির্ভাব, সেই স্থানেই ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্মকর্ত্তা—ইন্দ্রিয়গণের কর্তৃত্ব হইতেই সংসার বন্ধন—সংসার বন্ধন হইতেই সংসারের আকর্ষণ শক্তি উদয় হয়। একমাত্র চক্ষের জলি ইহার মূলিভুত কারণ; যে চক্ষের জলে মোহিত হইয়াছে, সেই চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে আসিয়া, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যায়, যে উহা হইতে অন্তরে থাকে; সেই সাধু, সেই সদানন্দে আনন্দ করিতে করিতে আসিয়া, চিরানন্দ ধামে চিরদিনের জন্য চলিয়া যায়। যে চক্ষের জল মায়ার মোহিনী আকৃতি, যাহার প্রলোভন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বহু সাধনের আবশ্যক; মায়াজীব কামুক কুমদাকান্ত স্বীয় বিলাসিনীর চক্ষে সেই জল দেখিয়া, কি করিয়া স্থির থাকিতে পারে! সুতরাং ভামিনীর অভাবনীয় ভাবে আকূল হইয়া, ধরা শূন্য দেখিতে দেখিতে, চরণ তলে লুণ্ঠিত হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল;—

"মনি! মনি!! আমার মনি!!! তুই কেন এমন হলি! আমি তোর ছিচরণে কি অপরাধ করেচি! আর তোর গয়া বৃন্দাবনে যেতে হবে না, যা চাইবি আমি তাই তোকে এই খানে আনিয়া দেবো। যা করতে হয় ঘরে বোসে কর মনি! আমার দেখে চোখ্ যুড়ুক!"

এই বলিয়া যেমন বাবু সোহাগ করিয়া বিবি সাহেবের গাত্রে হস্ত দিতে যাইবে, অমনি মনিয়া বিবি আহত ফণীনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জাইতে

গর্জ্জাইতে বলিতে লাগিল ;—

আর তোর সোহাগ করতে হবে না ? কেন চাটা বড়লোক গুলোর দশাই এক রকম স্বতন্তর, কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালেই পাজি ! না না আর আমি তোর কিছুই চাই না ! আজ রাত্রেই তোর বাগান বাগাখানায়, সোণা দানায় নুড়ো জ্বেলে দিয়ে, যে দিকে ছুচোক জায় সেই দিকে চলে জাব !

"ওকি কথা মনি ! ও কথা কি মুখে আনতে আছে ? তোমা ছাড়া হলে আমি কি এক তিল বেঁচে থাকবো ! আমায় এবার কার মত মাপ কর, আর আমি তোমায় কখন ও সব কথা বোলব না। এই পাঁচশো টাকার আংটিটা তোমার কাছে জমা রাখচি, বার দিগর যদি কখন ভুলে বলে ফেলি তা হলে দণ্ড দেবো।"

অর্থ মাহাত্ম্যে মনি ঠাকুরন অপেক্ষা কৃত একটু শান্ত মূর্ত্তী ধরিয়া বলিল, ওই রকম করেই তো আমার মাথা খেয়েচ ! আর কি ভুলি ! তোমার প্রত্যয় কি আছে ?

"প্রত্যয় মাল মজুত ! বিশ্বাস না হয় এই নাও তোমার ঠেয়ে রাখ" কামুক, কামিনীর ছলনায় মুগ্ধ হইয়া, অবাধে বহু মূল্য হিরক অংঙ্গুরিটি উহার হস্তে দিল। মানিনীর দুর্জ্জয় মান ভঙ্গ হইল, অধর প্রান্তে ঈষদ মৃদু হাসি হাসিয়া বাহুলতার দ্বারা বাবুকে বেষ্ঠন করিয়া, মন মজান মধুর স্বরে বলিতে লাগিল ;—

"তুমি কি সত্যি সত্যি মনে করেছিল আমি চলে জাব ! আরে পাগল তোমা ছাড়া হয়ে যে একটি পা বাড়াবার সাধ্য নাই। প্রানটিযে ধার দিয়ে বসে আছি তাকি জাননা ? তবে তোমার একবার বন বুঝে দেখছিলাম।

প্রাণ বেরকরে তোমার এ কিরকম মন বোঝা মনি !

পুনরায় পূর্ণ অনুরাগ ভরে নায়ক নায়িকা প্রেমালাপে মত্তহইল। যুগল মিলন দেখিয়া পরিত্যক্ত অলঙ্কার গুলি আসিয়া যে যাহার স্থান দখল করিল, বাবুর আজ্ঞা মাত্র মালী রাশী রাশী ফুলের স্তবক ও ফুল হার আনিয়া দিল। অবোধ, মনের আবেগে আবার প্রস্তর আসনে বসিয়া, সোহাগ ভরে

সুন্দরীর কবরী ফুল হারে সাজাইতে লাগিল। ধন্য বারবিলাসিনী দিগের অমোঘ কৌশল। ইহারা পলক মধ্যে গগণের চন্দ্রমা আনিয়া নায়কের মন তুষ্টি করিতেছে, আবার পরক্ষনেই হতভাগ্যের সুখ সম্ভোগ কাড়িয়া লইয়া, পর্ব্বতের অন্ধতম গহ্বরে নিক্ষেপ করিতেছে। নরক বলিয়া যদি কোথায় নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে, বারবিলাসিনীর অন্তরে তাহা লুকান আছে। পৈশাচিক কার্য্য যদি কিছু জগতে থাকে, তাহা ইহাদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহারা কুপথের, কুচক্রের পথ প্রদর্শিনী হইয়া সংসারের সার বস্তু পতি পুত্রের প্রাণ হানি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহাদিগের শিক্ষাই হইল চাতুরিও ছলনা; হাব ভাব অঙ্গরাগ, সোহাগ অলঙ্কার, অভিমান অংঙ্গ আচ্ছাদন, মুল মন্ত্র মুদ্রা। কুহকীনী দিগের কুহকে যিনি একবার আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার ইহ জীবন অন্তর্দাহে দহ্যমান, পরজীবন অনন্ত আঁধারে সমাচ্ছন্ন। এই মা লক্ষীরাই সংসারের সার সত্ত্বের অন্তরায়। গেহির গৃহ কণ্টক রূপিনী, দেহির দেহ নাশ কারিনী।

এই মা লক্ষীদের অমোঘ কৃপা কটাক্ষে কত শত সোণার সংসার উৎসন্ন যাইতেছে; কত শত জননী পুত্রের অকাল মৃত্যুতে চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছে; কত শত সাধ্বী যৌবনে যোগীনী হইয়া জীবদ্দশায় মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কিন্তু হায় এসকল অনর্থ কর ঘটনা ঘটিলে কি হইবে; ভ্রান্ত জগৎ বাসী ইহার দিকে লক্ষ শুন্য হইয়া, চন্দন ভ্রমে এই বিষ লতাকে আলিঙ্গন করিতেছে। অচিরায় তাহার ফলও ফলিতেছে। আমাদিগের আখ্যায়িকার নায়ক কুমদা বাবুর পরিনাম দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বিষধরী ভয়ঙ্করী বিল সিনী কি পদার্থ। ক্ষণ পূর্ব্বে যে মনিয়া বিবি প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তী ধরিয়া জমীদার বাবুর প্রাণ সংহারে চেষ্ঠা পাইতে ছিল, ওই দেখুন! কেমন স্থিরা দামিনীর ন্যায়, সেই বাবুর কোলে মাথা রাখিয়া চম্পক কলি নিন্দিত অঙ্গুলি দ্বারা, সেই বাবুরি, কপোল বিনস্ত কেশ দাম সরাইয়া দিতেছে। বাবু আয়াসে চক্ষু মুদিয়া দেবত্ত উপভোগ করিতেছে। কিন্তু অভাগার অদৃষ্টে এ সুখ ভোগ বেশীক্ষন ঘটিলনা; একটি খানসামা আসিয়া সম্মুখে দাড়াইয়া বিনিত ভাবে বলিল।

"হুজুর গোলামের প্রণাম গ্রহণ করুন।"

বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই বলিল—"কি খপর গুপীনাথ।"

"আজ্ঞে মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ইচ্ছায় একটী ভদ্র সন্তান ফটকের ধারে অপেক্ষা করচেন।'

বাবু আরক্ত নয়ন দুটি উন্মিলন করিয়া মহা উগ্রভাবে বলিল—

"মর্ বেটারা তোদের রেখেচি কি জন্যে ? তাকে কে এখানে আসতে বললে ?"

গুপীনাথ মস্তকের লম্বিত কেশাকর্ষন করিতে করিতে কম্পিত কণ্ঠে বলিল;—

"আজ্ঞে দাওয়ানজী তাকে লোক দিয়ে মশায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েচেন, বিষয় সম্বন্ধে কি অতি আবশ্যকীয় কাজ আছে ?"

"সে বেটাদেরো যেমন খেয়ে দেয় আর কাজ নাই, কেবল বাবু! বাবু!! বাবু!!! কোন বিষয়ে বাবু না হলে আর তাদের গুষ্টির শ্রাদ্ধ হবার যো নাই। যা তাকে নিয়ে গিয়ে বৈঠখানায় বসাগে যা, আমি যাচ্চি।"

গুপীনাথ সত্রাসে 'যে আজ্ঞা" বলিয়া সত্বর পদে ফটকের নিকট আসিয়া, বাবুর কহত প্রমাণ আগন্তুক ভদ্র সন্তানটিকে সঙ্গে করিয়া, লইয়া গিয়া, বাবুর বৈঠকখানায় বসাইল। এদিকে বাবু বহুকষ্টে কিছুক্ষণের জন্য বিবির নিকট বিদায় লইয়া, বালাখানার দরজায় আসিয়া দেখা দিল। আগন্তুক বাবুকে দেখিতে পাইয়া সম্ভ্রমে উঠিয়া অভিবাদন করিল, বাবু প্রতি অভিবাদন করিয়া বলিল ;—

"বোসুন! বোস্থন মশাই! আপনার কোথা হইতে আসা হইতেছে ?"

"আজ্ঞে বেতস্পুর হইতে।"

"তা হলে অনেক দূর হইতে আসা হয়েছে। পথে কষ্ট টষ্ট কিছু পান নি।"

"আজ্ঞে না।"

"মহাশয়ের নামটি কি ?" এই বলিয়া বাবু তাকিয়া আলো করিয়া বসিলেন।

আগন্তুকও বসিয়া উত্তর দিল ;—

"আজ্ঞে যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।"

পাঠকগণ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত। ইনি

গঙ্গাস্নান করিয়া, শিশুসন্তানটিকে বক্ষে লইয়া, "এ রমনী কে" ভাবিতে ভাবিতে গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। অতএব ইহার বিশেষ বিবরণ লেখা অনাবশ্যক বিবেচনায় ক্ষান্ত রহিলাম। জমীদার কুমদাকান্ত ঘোষ, যোগেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নাম শুনিয়াই যেন কিছু স্তম্ভিত হইল; পরে মনোভাব গোপন করিয়া, শিষ্টাচার দেখাইবার জন্য বলিল;—

"মহাশয়ের কি অভিপ্রায়ে আসা হয়েছে?"

"অভিপ্রায় অতি সামান্য; এই পত্রখানি দেখুন, তাহাহইলে বুঝিতে পারিবেন।"

এই বলিয়া যোগেশ বাবু অঙ্গরাখার অভ্যন্তর হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া, জমীদার বাবুর হস্তে দিল। জমীদার বাবু সোৎসুকে পত্র খানির আদ্যপ্রান্ত পাঠ করিয়া যেন মুখভাব কিছু বিবর্ণ হইয়া গেল; ক্ষণেক স্থির দৃষ্টিতে পত্র ও যোগেশ বাবুর প্রতি চাহিয়া রহিল; পরে কম্পিত কণ্ঠে বহিল;—

"এ পত্রে দেখিতেছি মাড়োয়ার অধিপতি মহা রাণার সনন্দ রহিয়াছে— আমায় লিখিবার উদ্দেশ্য?"

"উদ্দেশ্য, পত্র মধ্যেই লিখিত আছে।"

"আপনার কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না? এ পত্রেতো দেখচি তিনি কোন বিধবাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। উত্তম কথা, তিনি মহাশয় ব্যক্তি, তাঁর মহত অন্তঃকরণ হওয়াই আবশ্যক। আমার কাছে কি জন্য এ পত্র লয়ে এলেন?"

"দেখুন, পত্রমধ্যে যে বিধবার নাম উল্লেখ দেখিলেন; সে বিধবা অন্য কেহই নয়, মহাশয়ের অতি নিকট আত্মীয়।"

"আমার আত্মীয়কে তিনি সাহায্য করিবেন শুনে সুখি হইলাম; কিন্তু সে আত্মীয় কে? আর কি কারণ তিনি সাহায্য করিবেন? শুনিতে কিছু বাধা আছে।"

"আজ্ঞা আমি পত্রবাহক মাত্র। কি করে সে সকল সমাচার জানিব; তবে জনরবে এইমাত্র শুনিলাম, আপনার নিকট সেই বিধবার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর বিষয় সম্পত্তি আছে, যদ্যপি সমানে তাহার বিষয় তাহাকে বুঝাইয়া

না দেন ; তাহা হইলে মহারাজ নেহ্য বিচার করিয়া, মহাশয়ের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করিবেন না।"

"অন্যায় বল প্রয়োগ করেন, নাচার। আমিতো মনেজ্ঞানে কখন কাহার এক কপর্দ্দক চাতুরি করে লই নাই, বিষয় অনেক দূরের কথা।"

"তবে কি এ অভিযোগ মিথ্যা ?"

"সম্পূর্ণ। কোন শক্রর চক্রান্ত ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

"বেশ বিবেচনা করে দেখুন। ভবিষ্যতে বিশেষ অমঙ্গলের আশা আছে জানিবেন।"

"বিপদ উপস্থিত হলে, তার প্রতিকারেরও যথেষ্ট উপায় আছে!"

"মহা রাণার কোপ আপনি সহ্য করতে পারবেন ?"

"সে পরামর্শ আপনার সহিত অনাবশ্যক। আপনি দৌতকার্য্যে আসিয়াছেন ; আপনার কর্ত্তব্য আপনি পালন করলে, আমি আমার বক্তব্য বলিলাম। এক্ষণে আতিথ্য গ্রহণ করে উপকৃত করুন ; আর আমায় বিরক্ত করবেন না।"

"মহাশয়ের ভদ্রতায় আমি যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করেছি ; কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হেতু আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারলেন না অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন এক্ষণে অনুমতি করেন তো প্রস্থান করি, সময়ান্তরে পত্রের বিষয় একবার চিন্তা করে দেখবেন !"

"আসুন ! পত্র সম্বন্ধে আমি নিরপরাধি জানবেম ; পারেনতো মহারাজকে বোলবেন! যোগেন বাবু অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল জমিদার বাবু প্রতি অভিবাদন করিয়া বিদায় দিল। যোগেশ ফটক পার হইতে না হইতে জমীদার বাবু উন্মত্তের ন্যায় আপন মনে বলিয়া উঠিল নিশ্চয় অনিলে অনলে যোগ হইয়াছে! নচেৎ এ ধুমকেতু রূপ পত্র এল কোথা হতে! কে এ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ? আচ্ছা দেখিব যে অনিল অনলকে সাহায্য করিতেছে, সেই অনিল অনলকে নির্ব্বান করতে পারি কি না ? আমার কৌশল শিক্ষা শুদ্ধ কি দুর্ব্বলের সর্ব্বনাসের জন্য ? কখনই না ! কখনই না ! জমিদার বাবু চিন্তার ঘোরে মোহপ্রাপ্ত হইয়া, শিকার আক্রমণ কারী শার্দ্দুলের ন্যায় বাহিরের বারাণ্ডায় লাফাইয়া আসিয়া গুপীনাথ!

মায়াপ্রেসে মুদ্রিত, ৩৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট শ্রীমানিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্ম্মার নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

গুপীনাথ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; গুপীনাথ কি আজ্ঞা হয় বলিয়া বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। বাবু গুপীনাথের কানে কানে কি বলিয়া দিয়া, প্রকাশ্য ভাবে বলিল; "দেখ গুপি তোর কুড়ে ঘর ঘুচিয়ে মেটে। কোঠা করেদিয়েচি, এই বার পাকা দোতালা ইমারাত করে দেবো; কিন্তু যদি পুকুর গাবিয়ে মাচ না ধরতে পার, তা হলেই তোমা বেটার ভিটে মাটি সব কেড়ে নিয়ে দেশ ছাড়া করবো!

হুজুর হলেন এ গরিব দের মা বাপ। আপনি দেবেন না তো দেবেকে? হুজুরের হুকুম হাসিল করবার জন্যই আমারা দেহ ধরেচি!

বাবু বিরক্ত হইয়া বলিল বস চুপ কর, আর কথার আড়ম্বরে দরকার নাই, শীঘ্র কার্য্যে অগ্রসর হও নইলে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা।

যে আজ্ঞা! প্রনাম বলিয়া গুপীনাথ স্বত্বর পদে প্রস্থান করিল; বাবু বিবির অন্বেষণে গমন করিলেন।

আশা কুহকিনী।

কাটোয়া ও চণ্ডি তলার মধ্যস্থলে বহুকাল হইতে, কতক গুলি অশ্বথ্য বট বৃক্ষ ও লতা গুল্ম মিলিত হইয়া, একটি ক্ষুদ্র কানন গঠিত হইয়াছিল। কানন অভ্যন্তরে একটি প্রাচীন শিবালয় ও একটি সল্প শলিলা দীর্ঘিকা ছিল। উক্ত দীর্ঘিকা তটে চণ্ডিতলা বাসীগণ শব দাহ করিত, সেই কারণ উক্ত স্থানের নাম শিব তলার শ্মশান হইয়াছিল। গ্রাম বাসী দিগের যাতায়াতের নিমিত্ত একটী সঙ্কীর্ণ কণ্টক ময় পথছিল, উহার উভয় পার্শ্বে কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ লতায় পূর্ণ ছিল। সন্ধার প্রাক্কালে একটি পূজারী ব্রাহ্মণ হস্তে এক খানি বৈকালিক জলপানি লইয়া উক্ত পথে দেখাদিল; গুপিনাথ খানসামা অগ্রে অগ্রে একটি ক্ষুদ্র দীপাধারে আলো জালিয়া পথ দেখাইয়া যাইতেছে; কতক দূর যাইয়া সহসা ব্রাহ্মণ ঠাকুর "উঃ হুঃ মলেম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল—

"গুপীনাথ শিগির আলোটা এদিগে নিয়ে এসতো! দেখি পায়ে কি ফুটলো!"

গুপীনাথ সত্বর পদে আলোটি আনিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে ধরিল, ব্রাহ্মণ এক হস্তে নৈবিদ্য থানি রাখিয়া, অপর হস্তে পদতল বিদ্ধি কণ্টকটি বাহির করিয়া বলিল

"কতবড় কাঁটাটা দেখেচ গুপীনাথ।"

"তাইতো গো বাবা ঠাকুর! একটু তুমি এই খানে দাড়াও! আমি একটা কচুপাতা খুজে, একটু জল নিয়ে আসি!"

"আর জল এনে কি হবে!"

"তুমি যে এখনি রক্ত দেখলে মুর্চ্ছা যাবে! তখন আবার কোথায় ছুটো ছুটী করে মরবো!"

"তাইতো রে ভারি কদর যে, তো বেটাকেই পুষ্যি পুত্র নেব! সময়ে সেবা করতে পারবি।"

"ঠাকুর? মেটোর লোভে লোকে এটো খায়! বাঁধা বিষয় দেখলে অনেকে এসে বাবা বলে খোসামোদ করে, এক্ষণ পুষ্যি পুত্র হওয়া কথাটা আর গাল বলে কেউ ধরে না! মাল ঘাল করতে পারলেই; বকেয়া হাল বাহাল রইল! কুল, মান থলেয় চলে বেড়ায় তা জান! পরের বাপ কে বাবা বলা সেটা কিছু এক্ষন আর লজ্জার কথা নয়; তবে বিষয় দেখে ধ্যাবস্থা, তোমার, তা ঠাকুর কেবল নজনা পাতা আর পুই থাড়া সার; আমাকেই বা দেবেকি? তুমিই বা খাবে কি!

"কেনরে বেটা পাদাড়েপোরা হাল বকেয়া সকলি তোর! তিনপুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাবি? আমাকে কি অমনি, যেমনি তেমনি পেলি!"

"ঠাকুর অত সাউখোড় হয়োনা ছুদিনে দেউলে পড়ে যাবে, শেষে টেনা আর ঠোনা সার হবে?"

"ও ছুটোই আমার এক চেটে, সে জন্যে ভয় করিনি, বাড়ি ঢুকলেই টেনা ভিন্ন আর কিছু পরতে পাইনি; ঠোনা ভিন্ন আর কিছুই খেতে পাই নি।"

এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে ক্রমে উভয়ে শিবের মন্দিরের দ্বার দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। গুপীনাথ কোমর হইতে

চাবিটী বাহির করিয়া, শীঘ্র হস্তে মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিল। উভয়ে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, ভক্তিভরে ভবানি পতিকে প্রনাম করিল; পরে ব্রাহ্মণ বৈকালিক দ্রব্য সামগ্রী গুলি যথা স্থানে রাখিয়া, পদ প্রক্ষালন করিয়া, যথা নিয়মে মহেশ্বরের শেতল ও আরতি সমাপন করিয়া, গামছা পাতিয়া ফল সন্দেশ গুলি আত্মসাত করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া গুীপনাথ বলিল—

"ওকি ঠাকুর এখুনি পালাবার জোগাড় করচ যে! আজ সে কাজ না শেষ করলে বাবু রক্ষা রাখবে না!"

ব্রাহ্মণ থতমত খাইয়া হাতের ফল হাতে লইয়া, কম্পিত কণ্ঠে গুপিনাথকে জিজ্ঞাসা করিল—

"বলি হ্যাহে বাপু! আজকেই কি ন্যাকরলে নয়।"

"তাহলে কাল পত্রপাঠ গাই গরুটি ফেরত দিতে হবে; আর জমি যায়গা যা পেয়েছো তা ছাড়া তোমার পৈতৃক ব্রহ্মত্তর গুলির অবধি মায়া ছাড়তে হবে।"

যা বলেচিস গুপীনাথ। ছোট বাবুর এমনি দয়াই বটে!"

"দয়ার সাগর! দয়ার সাগর? অমন গোবাগা আর কি দুইটি আছে! যেখানে ওর ছায়া পড়ে, সেই খানকার মাটীটা অবধি কেঁপে উঠে, কেবল পেটের দায়ে কোঁচড় পুড়ে আজ্ঞা কয়ে বেড়াই বইতো নয়, আমরা জাত চাঁড়াল আমাদের তবু চক্ষু লজ্জা আছে, ওর তাও নাই।

"তবে কি করবি, বিশু খুড়োকে ডেকে নিয়ে আয়?"

"আর বকরা বাড়াও কেন বাবা! দুজনেই কাজ শেষ হবে কাগচ গুলো এনেচোতো?"

"তা এনেচি! তবে হুসিয়ার হয়ে দরজা বন্দ করে দে; আর রাত করবার দরকার কি আছে?

"হুসিয়ার বড় হতেহবে না! এরাত্রে এ বোনের ভেতর কে প্রাণ খোয়াতে আসবে।"

"ওরে আমাদের মত হতভাগা ঢের আছে! সাবধান হয়ে কাজ করলে সে কাজের মার নাই?

"আচ্ছা বাবা তোমার রায় বাহাল রইল।" এই বলিয়া গুপীনাথ বিশেষ সতর্ক ভাবে চতুর্দ্দিক উকি মারিয়া, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ গুপীনাথের কহত প্রমাণ মহাদেবের মস্তকের তাম্র নির্ম্মিত সর্পটী নিম্ন করিয়া ভূমি সংযুক্ত শিকলে উহার ফণাটি আবদ্ধ করিয়া দিল, অমনি প্রস্তর মূর্ত্তিটি উলটাইয়া অপর পার্শ্বে পড়িয়া গড়াইতে লাগিল, একখানি চক্রাকার তাম্র টাটের উপরি ভাগে উক্ত মহাদেব স্থাপিত ছিল। ব্রাহ্মণ সেই তাম্র খণ্ড স্থানান্তরিত করিলে, উহার তল দেশে সোপান বদ্ধ একটি বৃহত গহ্বর দেখাদিল। গুপীনাথ উক্ত সোপান অবলম্বণ করিয়া, আলোকটি হস্তে লইয়া, গহ্বর মধ্যে অগ্রসর হইল, ব্রাহ্মন উহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল; কতক দূর গিয়া উহারা ৭।৮ হাত দীর্ঘ ও ৩।৪ হাত প্রসস্থ একটা দর দালানে উটিল। ব্রাহ্মন হাপাইতে হাপাইতে বলিল গুপিনাথ তোকে যমরাজ কিছু ঘুষটুস দেয় বলতে পারিস।"

"গুপীনাথ মহা সসব্যস্তে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল

"কেন বাবা কি হয়েছে?"

বলি জিয়াস্ত মানুষ কি নরকে আসে।

"রাজার হুকুম হলেই আসে।

"তবে কি তুই এতদিন গোয়েন্দা হয়ে আমার পাচু পাচু ফিরছিলি না কি!"

"ভাবতে গেলে এক রকম তাই বটে।"

ঠাকুর যমরাজের নরক কুণ্ডে পড়লে অনেকে কালি নাম, হরি নাম করে মুক্তি পায়; কিন্তু আমাদের বাবুর নরক কুণ্ডে একবার যে বন্দি হয়েছে, তার ইহকালের কষ্ট যন্ত্রনার তো কথাই নাই; পরকালের পথেও লোহার আগোড় দেয়া।

"গুপীনাথ তোর কথার ভাবে বোধ হয় কৌশলে আমায় বন্দি করবি, কেন বাবা; কি অপরাধে গরিব ব্রাহ্মণ বাবুর নিকট অপরাধি হয়েছে!

"অপরাধ একটি নয় অনেক গুলি গুরুতর।

"কার কি করেছি বাবা।"

করনি ঠাকুর। প্রথমত অষ্টমিতে নারিকেল ফল ভক্ষন; দ্বিতীয়ত অংশ নাদিয়া মহাদেবের ফল সন্দেস হরন ইত্যাদ, বুঝলে ঠাকুর! কত আর বলবো বল।'

"দোহাই বাবা। আমি শিব সাক্ষাতে সপথ করিতেছি, এই বার অবধি একটি ছোলা কলাই পাইলে সরকারি আমলা মশাইদের অংশ না দিয়া বাটি লইয়া যাইব না। এই বার কার মত আমায় মুক্ত করে দে বাবা তোর সাতটি পুত্র সন্তান হবে।"

"তার করতে বললে না কেন ঠাকুর সাত জন্ম নরকে পচে মরতে, আমার এ অভিশাপ ভাল!"

"কেন কেন কি হয়েছে গুপীনাথ!"

"কেন ও আর কাজকি বাবা! দুটো গাল মন্দ দাও, বাপান্ত কর, তা প্রাণে সহ্য হবে, কিন্তু ও আশির্ব্বাদটি আর কর না।'

"বলি পুত্র—"

"থাম না ঠাকুর? পুত্র কেমন পিতার সুহৃদ এই আমাকে দিয়েই প্রমান করে লও না।

"কি রকম!"

"ভাল ডাল কাটা কালি দাসের পালায় পড়েছি! ঠাকুর এক্ষণ রকম খুজে বেড়াচ্ছ! এই আমি যেমন বাপ মায়ের সুপুত্তুর, দিনের মধ্যে তের বার দুনিয়ার যত উত্তম সামগ্রী তাঁদের না খাইয়ে কোন কাজটি করিনি, তেমনি তারাও তো আমার ছেলে হবে. আমাকেও কোন লজ্জায় না অভাবত খাহায় বার নাকানি চোপানি খাইয়ে ছাড়বে, তখন কি পেট ফেটে মরে যাব! এক্ষণ এস বাবুর কাজ উদ্ধার করবে, আর কথায় আবশ্যক নাই দেখি যদি কোন রকমে তোমায় মুক্ত করতে পারি!

এই কথা বলিয়া গুপীনাথ পশ্চিম দিকের দেউলের তল দেশে দুই তিন বার পদাঘাত করিল! দেখিতে দেখিতে শিল্প কৌশলে দেউল দুই অংশে সমান বিভক্ত হইয়া, উভয় পার্শ্বে অদৃশ্য হইল, উহার স্থানে কুঞ্জীকাবদ্ধ একটি দ্বার দেখা দিল। যেমন দেশ, কাল, পাত্র ভেদে প্রকৃতি দেবী একই

পদার্থের বিভিন্ন রূপ রস ও গন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকেন; গায়ক যদ্রূপ সংগীত আলাপের সময় সপ্তক হইতে সপ্তকান্তরে স্বর বিন্যাস করিয়া থাকেন; সেই রূপ লেখক ও সময়ে সময়ে আখ্যায়িকার ভাব পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে গিয়া, বিরক্তি ভাজন হন। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পাঠকগণ তুষ্ট বা রুষ্ট হউন, অগত্যা আমাকেও সেই পথ অবলম্বণ করিতে হইল। যে সময়ে শ্রীল শ্রীযুক্ত জমীদার বাহাদুরগণ নিরীহ গরিব প্রজা মণ্ডলির দণ্ড মুণ্ডের বিধাতা পুরুষ ছিলেন, যে সময়ে তাহাদিগের লাটি ও শড়কি ইত্যাদি প্রহরনের প্রচণ্ড প্রভাবে, নিরস বৃক্ষ লতার প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইত, অহি নকুলে চির শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া একত্রে সহাবস করিত। প্রয়োজন বোধে, সতী পতি সুখে বঞ্চিতা হইত, অধিক কি বিধির বিধানে ব্যতিক্রম ঘটাইত। সময়ে যাহারা রাজ নৈতিক বুদ্ধি বলে সুসভ্যগ্রীক, জর্মনি ও রোমকে পরাস্ত করিয়া ছিল; জঘন্য শ্মশানকে মনরম উদ্যানে ও সুন্দর সৌধ প্রকাণ্ড প্রাসাধকে সদ্য রাত্র মধ্যে মরুভূমিতে পরিনত হওয়াই ইহার যথেষ্ট প্রমান। সেই সময় মহা পুরুষ দিগের অনুগ্রহ নিগ্রহ সমতুল সাপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদাই সম্মুখে বিরাজ করিত, লঘু গুরু ভেদ জ্ঞান শুন্য হইয়া সার্থ সিদ্ধি বিবেচ্য স্থলে ব্যবহার হইত। দরিদ্রের কায়িক বা পরিশ্রমিক রুধির, ধর্ম্মালয় ওরে (কাছারি বাটির) সুখাসন ছিল। ঋপুগত ইন্দ্রিয় সম্ভোগ গুরু মন্ত্র! উহা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য, প্রত্যেকেরি এক একটি গুমি ঘর বা ভূগর্ভে গুপ্ত গৃহ থাকিত। লীলাময়ের নিত্য লীলার স্থান বৃন্দাবন যেরূপ পৌরানিক প্রমানিত; জমীদার বাবুদিগের গুপ্ত গৃহ ও সেই রূপ বিচারালয় দ্বারা স্থিরিকৃত। গুপীনাথের পদ প্রহারে অকস্মাৎ কুঞ্জীকাবদ্ধ যে গৃহ দ্বারটি দেখা দিয়াছে; ইটিও একটি লীলাস্থল বা কুমদা বাবুর কল্পনা ভাণ্ডার। পাঠক গণ কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার সহিত কক্ষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন, আমি পষ্ট প্রমান দিতেছি। ওই দেখুন বাবুর! অপার কল্পনায় নিদর্শন স্বরূপ একটী বন্দি যুবা কিরূপ অবস্থায় রহিয়াছে। গবাক্ষ হীন হর্ম্মটি অনুমান দৈর্ঘ্যে সপ্ত হস্ত পরিমিত ওপ্রস্তে পঞ্চহস্ত, বায়ু ও আলোক আসিবার কারণ উর্দ্ধে কএকটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র বিরাজিত; বিজন বাদী

শান্তি অভিলাসি তৈলপায়িকা ও উর্ণনাভের নিরালয় একাধিপথ্য স্থতরাং তাহারা অবাধে অবাহমান কাল পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে। স্থানিয় শান্তি ভংঙ্গ অপরাধে, প্রবেশক মাত্রকেই উহাদিগের করাত নিন্দিত শ্রীপদ প্রহার সহ্য করিতে হইত। মুষিক গণের গুপ্তধন, আলু, কলাই, পলাণ্ডু, বৃক্ষমুল ইত্যাদি পাছে অপহৃত হয়, সেই ভয়ে উহারা ও সময়ে সময়ে আসিয়া ন্যায় যুদ্ধে যোগ দিতে ক্রটি করিত না। শান্ত স্বভাব ভেকগন তুমুল যুদ্ধে যোদ্ধা গনকে উৎসাহ দিবার জন্য, যে যাহার জয় ডঙ্কা ধ্বনিত করিয়া কক্ষের চতুঃশিমা হইতে রণ বাদ্যে নিযুক্ত হইত জয় কেতে পুরুষের ন্যায়, চর্ম্ম চটীকা অভ্যাগতর অস্থির অবস্থা দর্শন করিয়া, আনন্দে বিজয় পতাকা স্বরূপ উভয় পক্ষ বিস্তার করিয়া কক্ষের কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে জয় ঘোষনা করিয়া উড্ডীন হইত। অগত্যা বন্দিকে প্রতিযোধ গণের সকলঅত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল; শেষে ঝিল্লিগণের আনন্দ উচ্ছাসে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, শান্তি হেতু, কক্ষস্থিত একখানি ভগ্ন খটাঙ্গের উপর কপালে কর বিন্যাস করিয়া উপবেসন করিল। মহাত্মা দিগের করুনী মন্দিরে আরাম উপভোগের অসম্ভাব কিছুই নাই; স্থতরা মশক ও গন্ধকীট, দল বদ্ধ হইয়া বন্দির সৎকারে নিযুক্ত হইল। সেবাইৎ গণের পদ্ম, মুখের প্রথম মধুর আলাপে, বন্দি পরম আপ্যায়িত হইয়া, যেমন উহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে খটাঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিবে; অমনি কালের কিঙ্কর সদৃশ গুপীনাথ ও পূজারি আসিয়া উহার সম্মুখে দণ্ডায় মান হইল।

পথিক যক্রপ পদ প্রক্ষেপ মুখে বিষধর দর্শনে আসন্ন মৃত্যু জানিয়া বিকল চিত্ত হয়। উহাদিগের সাক্ষাতে তদ্রুপ বন্দি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইল, বহুকষ্টে কতক পরিমানে চিত্ত সংযত করিয়া, অতি খির গম্ভীর বিনয় বচনে জিজ্ঞাসা করিল।

"গুপীনাথ অদ্য আবার কি নূতন যন্ত্রনার সংকল্প করিয়া আসিয়াছ

"আজ্ঞা! আমার অপরাধ কিছুই নাই; প্রভূর ইচ্ছায় সকলি জানিবেন।"

"তোমার প্রভূ আমায় এত কষ্ট দিয়াও কি তাঁহার অন্তরে তৃপ্তি

লাভ হয় নাই!"

"মহাশয় ইচ্ছাপূর্ণ ব্যতিত কখন কাহার তৃপ্তি হয় না!"

"ভাল তোমার প্রভুর কি ইচ্ছা বল সাধ্যায়ত্ত হয় আমি পূরন করিতে প্রস্তুত আছি!"

"সে কর্ম্ম মহাশয়ের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধিন, সামান্য একটি সাক্ষর করিলেই যন্ত্রনার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবেন!"

"কিসে সাক্ষর করিব!

"গুপীনাথ শীঘ্র হস্তে পূজারির নিকট হইতে একখানি কাগচ লইয়া উহার সম্মুখে ধরিয়া বলিল এই কাগচখানিতে?

"বন্দি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

এ সাদা কাগচে সাক্ষর করিবার অর্থ!"

অর্থ বাবুই জানেন। আমাদিগের প্রতি যে রূপ আদেশ মহাশয়কে জ্ঞাত করিলাম।

বন্দি কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অনেক চিন্তার পর বলিল।

"সাক্ষর ব্যাতত মুক্তির উপায় অন্য আর নাই?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে আর এস্থানে থাকিয়া তোমরা বৃথা কষ্ট পাও কিজন্য, তোমার বাবুকে বলিও সাক্ষর অপেক্ষা কারাগারে যন্ত্রণা ভোগ আমার পক্ষে সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর!"

চতুর চূড়ামণি গুপীনাথ কৌশলে কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য বন্দির প্রতি আত্মীয়তা দেখাইয়া মহা দুঃখিত ভাবে কত বুঝাইতে লাগিল—

"মহাশয় মহত বংশজাত বিষয়ের ইয়ত্তা নাই, অকারণ কিজন্য সামান্য একটা তুচ্ছ সাক্ষরের নিমিত্ত এ কষ্টের বোঝা মস্তকে বহন করেন। আপনার ম্লানমুখ খানি দেখিলে আমাদিগের অন্তরে বিষম যাতনা বোধ হইতেছে, না জানি আপনার পরিজন বর্গ মহাশয়ের অনউপস্থিতে কতই কষ্ট ভোগ করিতেছেন, অতএব এ গরিবের কথা শুনুন আপনি বিনা সন্দেহে সাক্ষর করিয়া, মুক্তি লাভ দ্বারা স্বয়ং সুখি হন, তাদের সুখি করুন। সাক্ষরের শিমা অর্থ দণ্ড তাহাও প্রমাণাধিন।"

"দেখ গুপীনাথ আমি আমার জন্য কাতর নহি ; অর্থ দণ্ডেও ভ্রূক্ষেপ করি না ; কিন্তু যদ্যপি এই স্বাক্ষরে, আমি যার হিতার্থে এ কায়াকে উৎসর্গ করিয়াছি, পাছে সেই অনাথার সর্ব্বনাশ হয় আমার সেই এক আশঙ্কা !" গুপীনাথের মূল মন্ত্র বন্দির মুখ হইতে ব্যক্ত হইল দেখিয়া, শিহরিয়া উঠিয়া ক্রোধ বঞ্জক স্বরে বলিতে লাগিল—

"মহাশয় এখন সময় আছে ; আপনার কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া লউন ! কি জন্য অকারণ যন্ত্রণাকে স্বেচ্ছায় আহ্বান করেন ; আপনি নিশ্চয় জানবেন আপনার সন্দেহই আপনার ইষ্ট পথের কণ্টক !"

"হয় হউক তাহাতে ক্ষতি নাহি !"

"ক্ষতি যথেষ্ট আছে ? অনশনে অপঘাত মৃত্যু !"

"গুপীনাথ মৃত্যু শব্দে পাপীর অন্তরকে বিচলিত করিতে পার, কিন্তু আমার প্রতি তোমার সে চেষ্টা বৃথা, আমি অহরহ তাহার জন্য প্রস্তুত আছি ; মৃত্যুই আমার বন্ধু ! মৃত্যুই আমার ধ্যান !! মৃত্যুই আমার জ্ঞানের পথ প্রদর্শক জানিও !!!"

"আপনার জ্ঞানই, অজ্ঞানের কারণ দেখিতেছি ! ভবিষ্যৎ আশয়ে উপস্থিত পরিত্যাগ করা বিবেচকের কার্য্য নয় ?"

"গুপীনাথ ভবিষ্যৎই উপস্থিতে কার্য্য করিতেছে, আবার উপস্থিতই ভবিষ্যতে কার্য্য করিবে জানিও ! তাহার প্রমাণ আমি তোমা দ্বারাই করিতেছি ; তুমি যে এই ঘোর নিশীথে বিজন প্রান্তরে প্রাণের মমতায় অন্ধ হইয়া উপস্থিত কার্য্য করিতে আসিয়াছ, কিসের জন্য ? ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় তো ! আবার ভাবিয়া দেখ, সেই ভবিষ্যৎই তোমার আসক্তির উত্তেজক হইয়া তোমায় উপস্থিত কার্য্য করাইতেছে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে ; ভবিষ্যৎই উপস্থিত, উপস্থিতই ভবিষ্যৎ কি না ?"

"মহাশয় ও সকল ভ্রম বিশ্বাসে জড় ব্যক্তিরাই ভুলিয়া থাকে ? আসন্ন বিপদে আপনার বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে দেখিতেছি ; আপনি নিশ্চয় জানিবেন ! সময় কাহারও বাধ্য নহে ; উপস্থিতে যে সময় আপনার জন্য রত্নসিংহাসন মস্তকে লইয়া হাস্য মুখে আহ্বান করিতেছে আবার হয় ত ক্ষণ পরে সেই সময় নানাবিধ প্রাণঘাতী প্রহরণ লইয়া আপন কেই

কলিকাতা, ৩১ নং সিমুলা ষ্ট্রীট ; সাঙ্গানিল-প্রেসে শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত ও ৩৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট ; শ্রীমাণিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্মার নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

বিদ্রূপ করিবে, মহাশয় যখন দেখিতেছি ভবিষ্যৎ অন্ধতম রজনীর অন্ধের যষ্টিক্ষেপ স্বরূপ; উপস্থিত আভাময়ী দিনমানের ন্যায় চাক্ষুস আয়ত্বাধীন; সে স্থলে কি জন্য ভবিষ্যতের ভ্রমে ভুলিয়া থাকিব! এ সামান্য ব্যক্তির কথা শুনুন, বিনা সন্দেহে স্বাক্ষর করিয়া যন্ত্রনার হস্ত হইতে মুক্ত হউন; উপস্থিত সময়ের সন্মান রাখুন!"

"গুপীনাথ উপস্থিতে যাহা সুখকর বোধ কর, পরিণামে তাহাই যন্ত্রণাদায়ক হইবে। আমার কারাবাসই আমার শান্তি নিকেতন, আমার যন্ত্রণাই আমার আরাম। যাও আর বৃথা বাক্যব্যয়ে আবশ্যক নাই, তুমি তোমার প্রভুকে বলগে ছলনার পরিণাম ছলনায় পরিণত হইবে; বন্দি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছে!"

বন্দির দৃঢ়ব্রতে গুপীনাথ হতাস হইয়া, নানাবিধ পরুষ বাক্যে ভয় প্রদর্শন করিতে করিতে, বন্দিকে বন্দন করিয়া, পূর্ব্ববৎ পূজারির সহিত গৃহ ও মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাবুর বাটি অভিমুখে যাত্রা করিল। বন্দি আশার কুহকে চিন্তার তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে অস্ফুট স্বরে বলিল; এক আশাবলেই জীবে ভবিষ্যৎ গগনের ঘোর ঘন-ঘটা ভেদ করিয়া সুখ আস্বাদনে সক্ষম হয়! আশার আস্বাসেই কর্ম্মক্ষেত্রে উত্তাল তরঙ্গবেগ অবাধে বক্ষে ধারণ করে; তবে আমি কি জন্য ভগ্নোদ্দম হইব? যে ধৈর্য্যের অভ্যন্তরে বিশ্বাসরূপ ধর্ম্মমূল নিহিত; যে ধৈর্য্যে সত্যের সার অংশ মিশ্রিত; যে ধৈর্য্যের গুণে যোগী গণ বাত, তাপ, বর্ষাধারা অবলীলাক্রমে মস্তকে ধারণ করে; ত্রেতায় দস্যু-রত্নাকর যদ্যপি সেই ধৈর্য্যের আশ্রয় না লইত; কবিগুরু বাল্মীকি বলিয়া আজ তাঁহাকে কে চিনিত! দ্বাপরে ইন্দ্রপ্রস্থাধিপতি রাজা যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপুত্র খ্যাতি লাভের একমাত্র সম্বল হইল ধৈর্য্য! পুরুষত্ব পরিচয়ের, ধৈর্য্যই একমাত্র উপায়! ধৈর্য্যই ধর্ম্মের সুখাসন! ধৈর্য্যই আশার ভবিষ্যৎ সুখ! যে ধৈর্য্যকে ধরিতে শিক্ষা করে নাই, সেই আশা বসে কাঁদিয়া বলে, আশা তুই কুহকিনি!" যে ধৈর্য্যকে ধরিতে শিক্ষিয়াছে, সে আশা বসে হাসিয়া বলে "আশা সুহাসিনি!" আশা অনন্তরূপিনী, বিশ্বব্যাপিনী প্রকৃতি সঙ্গিনি! আশা চিন্তায় আসে, চিন্তায় যায়! তথাপি চিন্তার অতীত।

আশার বাসা হৃদয়ের অতি গুহ্যদেশে; তৃপ্তির অপ্রাপ্তি অবস্থার প্রকাশ পায়। আশাই ইন্দ্রিয়গণকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে, আবার বিযুক্ত করিতেছে, আশা কাহার সমক্ষে দেবী, কাহার পক্ষে দানবী! আশাই রোগীর জীবনদায়িনী, ভোগীর কণ্টকরূপিনী, যোগীর শান্তিরূপিনী, দুর্দিনে দুঃখহারিণী, প্রেমিকের প্রণয়িনী, ভাবুকের আমোদিনি! আশাই জীবের জীবনতোষিণী! তবে আমি কি জন্য সেই আশাকে পরিত্যাগ করিব! যাহার যান; বাহন, ধন, জন, পুত্র, পরিজন কিছুই নাই; আশাই তাহার সংসারের একমাত্র আকর্ষণ শক্তিরূপিণী। মনুষ্য সুশোভিত রাজ-প্রাসাদেই থাকুক, আর পর্ব্বতের অন্ধতম গহ্বরে থাকুক! তথাপি মানুষ, মানুষ বলিয়া পরিচয় দেয়, এক আশা বসেই! যদিও আমি জীবন নাটকের চরম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি, তথাপি আমার আশা আমায় পরিত্যাগ করেনি! যখন আশা আছে; তখন উদ্যম, অধ্যবসায়, ভরসা সকলি আছে! কি জন্য আমি নিরুৎসাহ হইব। ও চিন্তা! চিন্তা!! বিষম চিন্তা,আমায় আকুল করিয়া তুলিল।

মাগো! আর যে চিন্তার তরঙ্গাঘাত সহ্য করিতে পারি না! বিধবার চক্ষের জল কি ঘুচিবে না? সৎ অভিপ্রায় কি সিদ্ধ হইবে না? সহসা শূন্য হইতে প্রতিধ্বনি হইল,—

"অবশ্য সিদ্ধ হইবে!" এই শব্দের পরক্ষণেই অকস্মাৎ একটী তড়িৎ আভা প্রকাশ পাইয়া মিলাইয়া গেল। বন্দি এই ঘটনায় আত্মহারা হইয়া, কাতরোচ্ছাসে বলিতে লাগিল,—

মাগো এ দুর্ব্বল অন্তরে বল দাও! বল দাও! অভয়ে! তোমার অভয় মূর্ত্তিখানি একবার এ অন্তিমকালে দেখাও! দেখাও!! এই কথা বলিতে বলিতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশায়ী হইল; পরে যখন জ্ঞানোদয় হইল, দেখিল, উহার বন্ধনরজ্জু সমস্ত মুক্ত হইয়াছে, সম্মুখে ত্রিশূলধারিণী জনমনমোহিনী এক যোগিনী দণ্ডায়মান। বন্দি আনন্দে অধীর হইয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল,—

"মাগো দীনদয়াময়ী সত্য সত্যই কি, আমি আমার আনন্দময়ীকে সম্মুখে দেখিতেছি? বল মা! শীঘ্র বল! সন্তানের বেদনা কি জননীর অন্তরে বাজিয়াছে? না এ প্রহেলিকার ছায়া মাত্র!"

যোগিনী গম্ভীরভাবে বলিল,—

"যোগেশ বাবু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কাহাকে কি সম্বোধন করিতেছ? আমি দেবী নহি! মানবী, সৎকার্য্যের সঙ্গিনী মাত্র জানিবে।"

"আপনি যিনিই হউন, শীঘ্র অধমকে উদ্ধার করুন, নয় প্রাণ যায়!"

"আপনার কষ্ট অবসান হইয়াছে, কোন চিন্তা নাই, আপনি আমার অনুসরণ করুন।"

"আপনার বাক্য আমার বেদ তুল্য; চলুন!" এই কথা বলিয়া বন্দি যোগিনীর পশ্চাৎবর্ত্তী হইল, দেখিতে দেখিতে, উভয়ে অবারিত গুপ্ত গৃহ ও শিবালয় পার হইয়া, কানন পথে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের জীবন।

ধর্ম্ম কি পদার্থ! ধার্ম্মিকই বা কে? ধর্ম্মই কি ধার্ম্মিকের জীবন! না ধার্ম্মিক ধর্ম্মের জীবন? ধর্ম্ম কি ধার্ম্মিককে রক্ষা করে? না ধার্ম্মিক ধর্ম্মকে রক্ষা করে? কে কি পদার্থ! কে কাহার রক্ষক! এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর যদিও সাধারণের বোধগম্য নহে? তথাচ সকলেই স্বধর্ম্ম পালন কর্ত্তব্য বোধে স্ব স্ব কার্য্যে মহা ব্যস্ত। কর্ত্তব্য পালন করিলেই ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে; এই ধারণায় পিতা পুত্রকে পালন করিতেছেন, মাতা সন্তানকে স্তন্য পান করাইতেছেন, পুত্র পিতার সম্মান রক্ষা করিতেছে, কুলবতী পতি সেবায় নিযুক্তা; পরিচারক প্রভুর পরিচর্য্যা করিতেছে, শিষ্য গুরুর পূজা করিতেছে, গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দিতেছেন। ইত্যাদি বহুবিধ প্রাণী, বহুবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে। জাতি ভেদে, ধর্ম্ম ভেদ, দেশ ভেদে, কাল ভেদে, ক্ষেত্র ভেদে, সকলেই কর্ত্তব্যের সম্মান রক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর। কর্ত্তব্যের অনুরোধে হিন্দু যবনের ছায়া স্পর্শে অশুচি হন, যবন হিন্দুর উপাস্য দেবতার অস্তিত্ব নাশে শাণিত কৃপাণ করে অবসর অপেক্ষা করিতেছে। সৌর, শৈবের অবমাননায় মুক্ত কণ্ঠ; শৈব, সৌরের প্রতি

খড়্গা হস্ত ; বৌদ্ধ গাণপত্যে বাদ বিশম্বাদ ; শাক্ত বৈষ্ণবে খণ্ড প্রলয়। কর্ত্তব্য হেতু সমাজ বিপ্লব, কর্ত্তব্য হেতু গৃহ বিচ্ছেদ, কর্ত্তব্য হেতু আত্মকুৎসা প্রকাশ পায়। কর্ত্তব্য বোধে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভে প্রয়াস পায়, উর্দ্ধ অধঃকে আয়ত্বাধীনে চেষ্টিত হয়। কর্ত্তব্যই জগৎ, বা কর্ত্তব্য জগতে বাধ্য, যাহাই হউক। কর্ত্তব্য যে কার্য্যমুল ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সামাজিক নিয়ম পালন যদ্যপি কর্ত্তব্য হয় ; মায়ার কৌশল জাল যদ্যপি কর্ত্তব্য ; সেই কর্ত্তব্য যদ্যপি ধর্ম্মের সোপান হয়। তবে কি জন্য জীবে জরা, জীর্ণ, জন্ম, মৃত্যু, ফল, ভোগ ইত্যাদি যন্ত্রণাগ্রস্থ হয় ? ইহার জাজ্জল্য প্রমাণ ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য হস্তিনাধিপতি রাজা যুধিষ্ঠির, ভারত যুদ্ধে সামাজিক কর্ত্তব্য অনুরোধে "অশ্বথামা হত ইতি গজ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া স্বশরীরে স্বর্গে গিয়াও নরকের ফলভোগ করিতে হইয়াছে। একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রকারী ঋষিরাজ ভার্গব কর্ত্তব্য বোধে মাতৃহত্যা করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন। (কৃ ধাতু হইতে কর শব্দে করা বোঝায় "তব্য" শব্দে "ষ্ম") অর্থাৎ উচিৎ অনুষ্ঠান বা বিধেয় বিবেচ্যর নাম হইল কর্ত্তব্য।

উচিৎ অনুষ্ঠান কাহাকে বলে ? পূর্ণ স্বার্থের আংশিক আকার ক্রোধ, হিংসা, লোভ, মাৎসর্য্যের সেবাই যদ্যপি কর্ত্তব্য পালন হয়। ষড়ৃঋপুর অধীন হইয়া সংসারিক্ অভাব মোচন যদ্যপি কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান হয়! নিয়মিত আহার, নিদ্রা, মৈথুন ইত্যাদি পালন দ্বারা যদ্যপি ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়! এই সকলের অনুষ্ঠাতাকে যদ্যপি ধার্ম্মিক বলা যায় ! তাহা হইলে কীট, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, হইতে নর শ্রেষ্ঠ হইল কৈ ? তাহারাও স্ত্রী সঙ্গ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিতেছে ; সময়ে নিদ্রা যাইতেছে, ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আহারীয় আহরণ করিয়া তাহা শান্তি করিতেছে, বিশ্রাম জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, আপনাপন ইষ্ট অনিষ্ট ক্ষতি বৃদ্ধি অভাব অংশ বুঝিতে পারে ; সন্তান তাড়না করিতে জানে, উহাদিগের শাবকেরা উহাদিগের আরক্ত নয়ন দেখিলে ভয় পায়, সময়ে শিকার শিক্ষা করিয়া লক্ষ্য স্থির রাখে ; প্রাতে ও সায়াহ্নে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে কি জন্য না তাহারা ধার্ম্মিক পদ বাচ্য হইবে ? তাহারাও তো উচিৎ বিবেচনা দ্বারা স্বধর্ম্ম

রক্ষা করিতেছে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত যে কর্ত্তব্য, তাহাই কি উচিৎ অনুষ্ঠান? না ধর্ম্মের সুখাসন! যে সকল হৃদয় বিশ্বাস শূন্য পূর্ণ স্বার্থের অধিষ্ঠান স্থান, সেখানে সত্যের সম্মান কখনই রক্ষা পাইতে পারে না! কেন আমরা আজ চক্ষের জল ফেলিয়া দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচয় দিতেছি! আমাদিগের ধন, ধান্য, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, উত্তম অট্টালিকা সকলই রহিয়াছে; তথাপি প্রতি পদক্ষেপে কেন আমরা মর্ম্মাহত হই! নিত্য প্রাতঃস্নান করিয়া, দিব্য তুলসী কুসুম চন্দন দ্বারা দেব উপাসনা করিয়া; সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা দিয়া, রাশি রাশি বিল্বদল, জবা, কলসি কলসি গঙ্গোদক দেবীকে উৎসর্গ করিয়া, কেন আমরা মনে শান্তি পাই নাই। আহারে তৃপ্তি নাই, বিহারে আরাম পাই না, ভ্রমণে বিভীষিকার ছায়া, দুগ্ধ ফেন শয্যায় চিন্তার তরঙ্গ কেন আমাদিগের মানসপটে যন্ত্রণাদায়ক হয়? আমরা জনাকীর্ণ জনপদে বাস করিতেছি, বৈজ্ঞানিক বিদ্যা প্রভাবে নিত্য নূতন নূতন কত শত বস্তু, বা বস্তু বিষয়ের গুণ আবিষ্কার করিতেছি! সমাজে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছি; সভায় বক্তৃতা বলে বিদ্যা ও জ্ঞান গৌরবের, যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিতেছি; বদান্যতায় দাতাগ্রগণ্য খ্যাতি লাভ করিতেছি; তীর্থ স্থানে ধার্ম্মিক চূড়ামণি হইতেছি; সংকীর্ত্তনে ভক্তি স্রোতে প্রাণ ঢালিয়া দিতেছি; তথাপি আমাদিগের অন্তরের ব্যথা অন্তরেই রহিয়া আছে; তাহার কণিকামাত্র তিরোহিত হয় নাই! ইহার কারণ কি? কারণ অন্য কিছুই নয়! যদ্রূপ রোগীকে রুগ্নাবস্থায় অমৃত দিলে সে কটু কশায় ভিন্ন অন্য আস্বাদ পায় না; আমরা তদ্রূপ বিকারগ্রস্থ হইয়া সত্য সত্যের আস্বাদ পাই না; রজঃ ও তমোগুণে দেহ মন সমাচ্ছন্ন! যে ব্যাধির ঔষধি ধন্বন্তরির ভাণ্ডারে নাই, সেই সন্দেহ বিকার অষ্টপ্রহর ভোগ করিতেছি। এক বিশ্বাস চ্যুত হওয়াই ইহার মূলীভূত কারণ! এক বিশ্বাস হারা হইয়াই, আমরা সন্দেহের ক্রীতদাস হইয়াছি; সুখ ও শান্তি বিঘ্নকারী সন্দেহ হইতে মনে অভাব বোধ হইয়াছে, অভাববোধ হইতেই স্বার্থপর হইয়াছি। যেমন একটি পাইতেছি অমনি আর একটির কামনা করিতেছি; আমাদিগের শত সহস্র যান, বাহন, অর্থ, অট্টালিকা, দাস, দাসী, পুত্র পত্নী ইত্যাদি থাকিলেও অপরের একটি দেখিলে

অমনি অন্তরে আসক্তির উদয় হয়। আসক্তি হইতেই পরক্ষণে প্রাপ্তি ইচ্ছায় মনকে আকুল করিয়া তুলে. অগত্যা স্বার্থের অধীন হইতে হয়। সুরাপায়ী যদ্রুপ মত্ততা অবস্থায় আরও দাও! আরও দাও!! ভিন্ন অন্য শব্দ বা বর্ণ উচ্চারণ করে না. আমরাও সেই প্রকার বিষয় মদে মত্ত হইয়া আপনাপন স্বার্থ ভিন্ন অন্য দিকে লক্ষ্য রাখি না। গৃহে থাক্ বা না থাক। অতিথি বালক ও বনিতা যেমন উহার স্বামীর নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে বিরত হয় না।

আমরাও তদ্রুপ অদৃষ্ট লিপির প্রতি অন্ধ হইয়া অহরহ অভিযোগ করিতে ত্রুটি করি না। বিচারক বিচার আসনে আসীন হইয়া সাক্ষীর জমাবন্দি সময়ে যেমন ইতি কর্ত্তব্য ধারণা করিতে পারেন না; আমাদিগের মনও সেইরূপ বিশ্বাস হীন অবস্থায় স্বার্থ, লোভ, সন্দেহ, আসক্তির দ্বারা আলোড়িত হইয়া তরঙ্গায়িত কুটার ন্যায় অস্থির অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং বিচারক্ষম কিরূপে হইবে! সত্যের স্থায়ীত্ব ভিন্ন জ্ঞানের আবির্ভাব কখনই হইতে পারে না। জ্ঞান না থাকিলে বিচার কে করিবে! অগত্যা আমরা কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কার্য্যের পশ্চাৎ ধাবিত হই, পরিণামে তৃষ্ণাক্রান্ত মৃগের মরীচিকা প্রাপ্তি অবস্থা ঘটে। এই সকল কারণে কোন সময়ে কোন ঋষি বলিয়া গিয়াছেন "ময়া প্রাতর্ণিঃ সত্বং বনং কর্ত্তব্য"। "কর্ত্তব্যা তপসে মতিঃ"। অর্থাৎ স্বীয় সত্ব ত্যাগের নাম হইল কর্ত্তব্য, ধ্যান ধারণা ও জ্ঞানের উপাসনা ইচ্ছা কর্ত্তব্য। এই প্রকার কর্ত্তব্য পালনের নাম হইল উচিৎ—অনুষ্ঠান; এই অনুষ্ঠান হইতে বিশ্বাস—বিশ্বাস হইতে ভক্তি—ভক্তি হইতে প্রেম—প্রেম হইতে আপনি ভাব উদয় হয়। সেই ভাবে যে আনন্দ উদয় হয় তাহাই নিত্য সত্য বিশুদ্ধ ও স্থায়ী; কারণ উহা চিন্তার অতীত প্রাপ্তি,প্রবৃত্তির নিবৃত্তি অবস্থা। আমরা স্ত্রী পুত্র ও পরিজনবর্গকে উত্তম ভক্ষ্য, ভোগ্য, ও বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া যে আনন্দ ভোগ করি, তাহা স্থায়ীত্ব হীন মিথ্যা ও অবিশুদ্ধ; কারণ উহা চিন্তার অন্তর্গত, আসক্তির উত্তেজক। কেহ সন্তান ও পত্নীর হস্তে উত্তম আহারীয় দিয়া, আনন্দ করিতে গিয়া, জীর্ণ মলিন বাস দেখিয়া দুঃখ করিতেছে; কেহ উত্তম বসন দিয়া আনন্দ লাভ করিতে গিয়া, রৌপ্য অলঙ্কার হেতু মর্ম্ম বেদনা পাইতেছে।

কেহ রৌপ্য অলঙ্কারের অভাব পূর্ণ করিয়া, স্বর্ণাভরণের জন্য হরিষে বিষাদ বোধ করিতেছে। কেহ স্বর্ণ অলঙ্কার দিয়া হীরা, চুণি, পান্না, মতির মালার জন্য ক্ষুভিত হইতেছে; কেহ উত্তম উত্তম বস্ত্র ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত করিয়া পত্নীর সৌন্দর্য্যের অভাব হেতু ভাগ্য নিন্দা করিতেছে। যাহার বস্ত্রালঙ্কার আছে তাহার পুত্র পত্নীর রূপ নাই; যাহার রূপ আছে, তাহার বস্ত্রালঙ্কার নাই; ইত্যাকার অভাব হেতু পরস্পরে আনন্দে বিষাদ, আরামে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কিন্তু যিনি আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট তিনি সদানন্দ প্রকৃত সুখী।

নিঃস্বার্থ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল কর্ত্তব্য পালন, ধর্ম্মের অঙ্কুর। মনের অভেদ্য দুর্গস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ জয় করিবার এক মাত্র উপায়। যদ্যপি পবিত্র আনন্দের অধিকারী হইতে ইচ্ছা থাকে; ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করা বিধেয় বিবেচনা হয়; সত্যের সুন্দর সৌন্দর্য্যে মনকে সাজাইতে চাহ; প্রকৃত পুরুষত্বের স্বার্থকতা সম্পাদনে সাধ থাকে, তাহাহইলে নিজ সত্ব ত্যাগে প্রস্তুত হও। যে ভাগ্যধর ত্যাগ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই অনন্তকাল ভোগ করিতে পাইবেন; যে দুর্ভাগ্যবান ক্ষণিক ভোগ সুখে মোহিত হইয়াছেন, তিনিই চিরদিনের জন্য স্বভাবের কৃতদাস হইয়া, হা! হুতাসে চক্ষের জলে বুক ভাসাইবেন। যে "গীতা" আর্য্য জাতির অস্তিত্বের সত্য; যে গীতা সাংখ্য, পাতঞ্জল, দর্শন, স্মৃতি, বেদ পুরাণের সার-সমষ্টি; অধুনা যে "গীতা" সুসভ্য জর্ম্মণি, গ্রীক ও ইংরাজ রাজ কর্ত্তৃক সাদরে সমাদৃত সেই গীতার সার মর্ম্ম এক ত্যাগী ভিন্ন আর কিছুই নয়। বন্ধুগণ! বারেক এ দরিদ্রদ্বিজের কথায় কর্ণপাত করিয়া ক্ষণেক ভাবিয়া দেখুন; প্রত্যেকেরই জীবনের মধ্যে এরূপ একদিন না একদিন গিয়াছে, যে দিন ক্রোধরূপ বৈরাগ্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, ক্ষণেকের তরে নিরলম্বভাবে অবস্থান করিয়া বলিয়াছেন, আমি আহার করিতে চাহি না! আমি তোমাদিগের কিছুই চাহি না? সেই দিন অমনি গর্ভধারিণী, বা অপর কেহ আত্ম-সম্পর্কীয় গুরুজন কত সাধ্যসাধনা করিয়া, নানাবিধ উপচারে আহার করাইয়াছেন, কত তৃপ্তিকর বস্তু ভোগ করিতে দিয়াছেন। যখন মুখে আমি চাহি না বলিলে তাহার পরিণাম

গর্ভে কত পদার্থ প্রস্তত থাকে ; প্রয়োজন বোধ একটি পয়সা, একটি মুদ্রা, বা একটি মোহর জননীর নিকট সহজে না পাইলে, বার কয়েক আমি তোমায় কাছে থাকিতে চাহি না, যাইতে চাহি না, কিছুই চাহি না, বলিলে অমনি জননী নিজের নিকট না থাকিলেও, কর্জ্জ করিয়া আনিয়া, পুত্রকে দিয়া সান্ত্বনা করেন। তখন বিশ্ব জননীর নিকট আমরা যদ্যপি স্বার্থ শূন্য হইয়া, বলি মাগো তোমার কিছুই চাহি না! কিছুই চাহি না! তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ গর্ভে কত সুন্দর পদার্থ সকল প্রস্তত থাকে, একবার তাহাই ভাই সকল ভাবিয়া দেখ! যিনি আশক্তির উত্তেজনায় স্বার্থ পরবস হইয়া দেহি দেহি করিতে শিখিয়াছেন তাহার দেহি দেহি অনন্তকালেও ফুরায় না, কিছুতেই কুলান হয় না। যিনি কখন কাহার নিকট কিছুই চাহেন না, তাহার কোন বিষয়ে অপ্রতুল থাকে না! চাহিলেই চাহিতে হয়, না চাহিলে বিনা আয়াসে পাওয়া যায়, এটি প্রকৃতির স্বভাব সিদ্ধ নিয়ম। তার সাক্ষ যে সংসারে সন্তান সন্ততির আবশ্যক নাই, প্রতি নিয়ত দুর ছাই ইত্যাদি কটু কাটব্য বাক্যে তাড়না করিতেছে, সেই সংসারেই উহাদিগের প্রচুর প্রাদুর্ভাব, আর যে সংসার একটি সন্তান অভাবে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, স্ব গোষ্টি মিলিয়া তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর নিকট নিত্য মাথা কুড়িতেছে, সে সংসারে সন্তানের ছায়া মাত্র দেখা যায় না!

এক ব্যক্তি স্বার্থশূন্য বিনা প্রার্থি হইয়া জগতে কার্য্য করিলে কিজন্য তাঁহাকে অপরে ভক্তি ও আদর করে? আর একব্যক্তি স্বার্থের জন্য অর্থ অশায় কার্য্য করিলে অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া কিজন্য বিরক্তির ভাজন হয়! এই ভিন্ন ভাবটুকু একবার চিন্তা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন! স্বার্থ, নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও অনুরাগী কত প্রভেদ। ত্রিসন্ধ্যা করিয়া শিরে লম্বা শিখা রাখিয়া, ললাটে দীর্ঘ ত্রিকোটা কাটিয়া কি ধর্ম্মসঞ্চয় হয়! না তাহাকে ধার্ম্মিক বলা যায়! "ধর্ম্মস্য তত্বং গুহায়াং নিহিতং" অর্থাৎ ধর্ম্মের তত্ব গুহার মধ্যে নিহিত আছে। ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হইলে, সাধনার আবশ্যক; সেই জন্যই উহা গুহার মধ্যে লুকান আছে শাস্ত্রকারেরা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের উপলব্ধ জ্ঞানে; জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইলে মন স্থির বা মনের ধারণা আবশ্যক; মনকে স্থির করিতে হইলে, সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল সংযত

কলিকাতা, ৩১ নং সিমুলা ষ্ট্রীট ; সাম্যানন্দ প্রেসে শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত। ৩৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট ; শ্রীমাণিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্মার নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

করিতে হয়। "ধৃ ধাতু মন্ ইতি ধর্ম্ম।" মনের ধারণার নামই ধর্ম্ম; আর যেব্যক্তি মনকে ধারণা করিতে পারে, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। সেই সাধু ধার্ম্মিকই ধর্ম্মের আদরের বস্তু; মনের ধারণারূপ ধর্ম্মই জীবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও জীবন। মাড়োয়ার বা মারবার প্রদেশের নীলকূট পর্ব্বতের একখণ্ড সমতল ভূমির উপরিভাগে, এক পার্শ্বে একটী যোগের উপযোগী সজ্জিত গুহা, অপরপার্শ্বে সামান্য লতা পাতায় গঠিত একটি সামান্য কুটির। মধ্যস্থলে একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত বেদী, বেদীর উপরিভাগে দুইখানি সামান্য পত্রাসনে দুই জন তাপস সম্মুখীন হইয়া গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন! একজনের মুখমণ্ডল শ্মশ্রুহীন, চাকচিক্যশালী কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম বায়ু-হিল্লোলে নৃত্য করিতেছে; অপরের দীর্ঘ জটা ও শ্মশ্রু বহুদর্শিতার পরিচয় দিতেছে। একজনের গৈরিক রঞ্জিত পট্টবস্ত্র, হস্তে স্ফটিক মালা, অপরের বল্কল আচ্ছাদিত কৌপিন সম্বল রুদ্রাক্ষের মালায় করতল শোভা পাইতেছে। উভয়ে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; বিশিষ্ট পরিচ্ছদ-ধারী মাধুর্য্যাকৃতি, অন্যটি দীর্ঘাকৃতি। উভয়ের বয়ক্রম অনুমান ৩৯। ৪০ হইবে। উভয়কে দেখিলে বোধ হয় জটাজুট মণ্ডিত তাপসটি যেন ঈশ্বর প্রেমে তন্ময় হইয়া সদাসর্ব্বদা আননে আনন্দ চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে; অপরটি ভগবৎ ভাবে অপ্রতুল হেতু বিষাদ-কালিমা মুখমণ্ডলে মাখিয়া বসিয়া আছেন। বিচার আসনে বিচারপতিকে দেখিলে বন্দী যেমন নির্ব্বাক্ হইয়া বিনীতভাবে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করে; প্রকৃতি দেবীও তেজঃপুঞ্জ তাপসকে দেখিলে সেইরূপ ভাব ধারণ করে। বিচারালয়ে বন্দীর পরিণাম দেখিবার জন্য দর্শকমণ্ডলী উৎসুক অন্তঃকরণে যেরূপ বিস্তব্ধভাব ধারণ করে, তাপসদ্বয় দর্শনে পক্ষী সকল কুলায় কূজন পরি-ত্যাগ করিয়া সেইরূপভাবে অবস্থান করিতেছিল।

জগৎ নিস্তব্ধ! প্রকৃতি নিস্তব্ধ! পাখী সকল নিস্তব্ধ! যেন কি এক অভাবনীয় বিশ্বচিন্তায় সকলেই নিমগ্ন! শান্তি সতী অলক্ষিতভাবে রূপ ছটায় তপোবন আলো করিয়া রহিয়াছে; চির শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া, অহি নকুলে সখ্যতা নিবন্ধন ক্রীড়াই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। অদূরে একটি ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে করিতে "কে কাও রবে ময়ূরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দেখ দেখি এস্থানটি কি মনোহর!" এই

শব্দে পরিণামদর্শী বিজ্ঞবেশী তাপস চক্ষু উন্মীলন করিয়া ; অপর তাপসকে বলিল,—"বৎস ! আমি যাহা বলিলাম তাহা বুঝিলে কি।" ভ্রম আক্রান্ত তাপস, স্বপ্নোত্থিত নিদ্রিতের ন্যায় চকিত ভাবে চাহিয়া, অতি বিনয় নম্র বচনে বলিল ;—

"ভগবান্‌জী ! আপনার জ্ঞানগর্ভ বাক্য সকলি যেন বেদতুল্য বোধ হইল, ধর্ম্ম কি তাহাও শুনিলাম, কর্ত্তব্য পালন কাহাকে বলে, তাহাও বুঝিলাম ; কিন্তু কি করি আমার মন আর সেস্থানে যাইতে ইচ্ছা করে না ! প্রভুজী ছলনায় আর এ আশ্রিত সেবককে নির্ম্মল চন্দ্রের শীতল ছায়া হইতে, পঙ্কিল সরণী নীরে নিক্ষেপ করিবেন না ! আমিও শ্রীচরণ কিছুতেই ছাড়িব না !

"মহারাজ একবার ভাবিয়া দেখুন ! কতশত আবাল, বৃদ্ধ, আপনার মুখাপেক্ষী হইয়া আজিও জীবন ধারণ করিতেছে ; কতশত অনাথা জীবের সুখ দুঃখ, আপনার সুবিচার উপর নির্ভর করিতেছে। আপনি সদাশয় সাধুব্রতাচারী হইয়া, কি করিয়া, তাহাদিগের চির সঞ্চিত আশা হইতে বঞ্চনা দ্বারা বঞ্চিত করিবেন। আপনার ন্যায় মহৎ অন্তঃকরণে কি সেই সকল জীবের অশ্রুবারি যন্ত্রণা দায়ক হইবে না ? নরনাথ ! বিন্দুমাত্র যে অশ্রুবারি ঈশ্বর পূজা ও প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ! সেই অশ্রুবারিতে কি রাজভক্তি দেখান হইতে পারে না ?"

"ঠাকুরজী ! রাজাই বা'কে ! রাজ্যই বা'কার। সকলি তো কৃপা করিয়া এ দাসকে পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তবে কিজন্য আবার এ অনুযোগ করিতেছেন। রাজ্য উৎসন্নে যায় যাউক ! মাতা সন্তানের কাতরতায় চক্ষের জল ফেলে ফেলুক ! শত্রু উন্নত শিরে বিদ্রূপ করে করুক ! আর আমি তায় ভ্রুক্ষেপ করি না। মহারাজজী ! যখন সকলি মিথ্যা তখন কিজন্য আমি সেই বঞ্চক সংসারকে সত্য জ্ঞানে আদর করিব ? আমার প্রতি আর ও অনুমতি করিবেন না।"

"রাজন ! মিথ্যাকে সত্যের চক্ষে দেখিতে দেখিতে যে দৃষ্টি স্থির হয়, তাহাই স্থায়ী। নশ্বর জ্ঞান হইতে অবিনশ্বর জ্ঞান যে মহাত্মার প্রাণে উদয় হয়, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। প্রবৃত্তির পরিতৃপ্ত অবস্থাই নিবৃত্তি ! যেমন ধনীর পূর্ব্ব লক্ষণ দৈন্যদশার এক শেষ ; পদার্থের গলিত দুর্গন্ধময় অবস্থাই সারত্ব ; সেই

রূপ কু আশা, কু সঙ্গে,কু রসে গঠিত,অথচ সত্যের সত্ত্বপুরিত যে গুণময় পদার্থ তাহারই নাম সংসার। মহারাজ এই যে কর্ম্মক্ষেত্র, ইহা পরীক্ষার স্থান! আপনি পরীক্ষেয় সুতরাং পরিণাম অন্ধ; কারণ প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তাবস্থায় যাইতে হইবেই হইবে! নচেৎ আপনার কামনা পূর্ণ আশা আপনাকে পরিত্যাগ করিবে না। আপনি গৃহে থাকুন বা অরণ্যে যাউন; জনতাপূর্ণ জনপদে বাস করুন বা নির্জ্জন প্রান্তরে লুকাইত হউন, শূন্যে, সমীরণে, জলে বা অগ্নি গড় মধ্যে অবস্থান করুন; সন্ন্যাসের সার সমাধি মগ্ন হউন, তথাপি আপনার আশা আপনার পশ্চাৎবর্ত্তী হইবেই হইবে! অগত্যা আপনি কর্ম্মে বাধ্য, কিন্তু ভাল মন্দ বিচার করিবার আপনার ক্ষমতা নাই! কারণ আপনি বিচারক নহেন। আবার দেখুন ভবিষ্যৎ অন্ধ না হইলে বিচার প্রার্থি কে হইবে! পরিণাম অন্ধ আছে বলেই বিচারালয়। পরিণাম অন্ধ আছে বলেই পরীক্ষার স্থান!! সকলেই যদ্যপি বিচারপতি পরীক্ষক হইবে তাহা হইলে একের মাহাত্ম্য থাকে কৈ? যাহা যায় তাহারই নাম জগৎ; আপামর সাধারণ সকলেই জানেন,কিন্তু যাওয়া শব্দটি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে অমনি প্রাণ কাঁদিয়া উঠে ইহা অপেক্ষা পরিণাম অন্ধের আর কি অধিক কার্য্য হইতে পারে? সেই জন্যই বলিতেছি মহারাজ কার্য্যের দ্বারা কার্য্যভার লাঘব করিতে চেষ্টা করুন। আপনি কর্ম্ম দ্বারা যদ্যপি পূর্ণ মাত্রায় ভোগী হন, তবে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিবেন। যখন স্বার্থ শূন্য হইবেন তখন যোগের পথ আপনা হইতে আপনি দেখিতে পাইবেন, দীক্ষা বা শিক্ষার প্রয়োজন হইবে না। নচেৎ শোনা কথায় বা পুস্তক পড়ায় যে ক্ষণিক বৈরাগ্য উদয় হয়, তাহার উত্তেজনায় যদ্যপি অন্ধের যষ্টি ত্যাগের ন্যায় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিরবলম্বন ভাবে অবস্থান করেন, তাহা হইলে আপনি যে জড় পদার্থ, সেই জড় ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারিবেন না। যখন প্রকৃতিগত হইয়া পুরুষাকার পাইয়াছেন, তখন আপনার কি সাধ্য যে সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার বিরুদ্ধ আচরণ করেন? উদ্যম শূন্য হওয়া জড়ের কার্য্য জানিবেন।”

গুরুজী! আপনার বাক্য-সুধা যতই পান করিতেছি, ততই আমার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতেছে। আপনি ক্ষণপূর্ব্বে বলিলেন, ত্যাগী হও;

আবার বলিতেছেন, ভোগী হও; একবার বলিলেন, তপস্যায় মতি হইল কর্ত্তব্য কার্য্য; আবার বলিতেছেন, সংসারপালন উচিত অনুষ্ঠান; এই দুইয়ের ভেদাভেদ কি, আমায় স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিন; আর সন্দেহস্থল রাখিবেন না। আমার মন বড়ই আকুল হইয়াছে।"

"মহারাজ! ভেদ আর অভেদ ভিন্ন ভিন্ন শব্দমাত্র; নচেৎ উভয়ই এক বস্তু। এই অরণ্যই সংসার, সংসারই অরণ্য। বনে যেমন হিংস্র পশু দ্বারা প্রাণ-নাশে আশঙ্কা আছে, লোকালয়েও তাহার অসম্ভাব নাই। অরণ্যে যেমন বাত, তাপ, বর্ষাধারা কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে আক্রান্ত হইতে হয়, সংসারেও সেইরূপ দৈহিক, মানসিক বা দৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ দ্বারা আক্লিষ্ট হইতে হয়, গৃহেতেও যেমন শোক, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, অভাব বিরাজমান, এখানে তাহা অপেক্ষা কিছুই ন্যূন নহে। আপনি আসক্তির উত্তেজনায় অরণ্যে বাস করিলে, এই জনশূন্য নিবিড় অরণ্যই আপনার সমক্ষে সংসার-মূর্ত্তি ধরিয়া বহুবিধ বিরূপ আতঙ্ক প্রদর্শন করাইবে, প্রতি পদক্ষেপে অভীষ্ট-পথে প্রতিবাদী হইবে। কিন্তু আপনি নিরাশঙ্ক-ভাবে সেই ভয়াবহ কষ্টপ্রদ হিংস্র শত্রু-বেষ্টিত সংসারে গিয়া থাকুন, দিব্য তপোবনের স্নিগ্ধ সমীরণ উপভোগ করিতে ও শান্তিময়ী কমনীয় মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। অতএব মহারাজ! সংসারই তপাশ্রম, তপাশ্রমই সংসার; কেবল আশক্তির ইতর বিশেষ হেতু মনের ধারণা ভেদ। তপো-বনে বাস করিলেই যে তিনি তাপস হইবেন, আর গৃহে বাস করিলে তিনি গৃহী হইবেন, তাহার কিছু অর্থ নাই। এরূপ কতস্থলে দেখা গিয়াছে, কত শত গৃহী সংসার-পালন করিতেছেন, অথচ তিনি যোগী-বীর; আবার কত শত তাপস তপোবনে থাকিয়াও মহাগৃহীর আচরণ করিতেছেন। যখন ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, মনের ধারণাই হইল ধর্ম্ম, তখন শ্মশান, সমাধিস্থল, সংসার সকলই সমান। আপনি একাগ্রচিত্তে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ দ্বারা মনের সাম্যভাব আনিতে পারিলেই কর্ম্মে শান্তি পাইবেন।"

মহারাজ জী! ঈশ্বর সকল স্থানেই আছেন, সকল স্থান হইতে ডাকি-লেই তাঁরে পাওয়া যায়, ইহা আমি স্বীকার করিলাম; কিন্তু সে ইচ্ছা হওয়াই যে দুর্লভ; গৃহীকে সংসার পালন করিতে হইলে সর্ব্বদাই বিষয়

চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে হয়। মন এক ভিন্ন দুই পদার্থ নহে; সুতরাং তাহার লক্ষ্যও একদিক ভিন্ন দুই দিকে হইতে পারে না; অগত্যা সে জড়দেহে জড়িত হইয়া, আয়াসে, অলসে, রঙ্গরসে মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হয়। যদি কখন দৈবক্রমে তীর্থস্থানে, সাধুসঙ্গে বা শাস্ত্রালাপে ইত্যাদি কথার প্রসঙ্গে চকিত চৈতন্যের উদয় হয়, অমনি কাঁদিয়া বলে, হায়! আমি কি করিতে আসিয়া কি করিলাম; আবার পরক্ষণেই যে জড়ভাব, সেই জড়ভাবাপন্ন হইয়া হাসিতেছে, নাচিতেছে ও ভাসিতেছে। গুরুজী অঙ্কুশ আঘাত ব্যতীত প্রমত্ত বারণ কখনই সুপথগামী হয় না; কিন্তু সংসারে সে অঙ্কুশ কোথায়? প্রদর্শকের উপর পর্য্যটকের পথের সুগম দুর্গম নির্ভর; যখন এক চালকের সাপেক্ষ সকলই, তখন আমি আপনার ন্যায় মহাত্মার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব? এ আশ্রিতের প্রতি আর অযথা আদেশ করিবেন না।"

"মহারাজ! সংসারীর গুরুই ইষ্টদেবতা, গুরুই জ্ঞানাঙ্কুশ, গুরুই ত্রাণকর্ত্তা, গুরুই বন্ধু ও সৎপথের প্রদর্শক; একমাত্র সেই শ্রীগুরুর শ্রীচরণে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই যাতায়াতের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবেন।"

"আজ্ঞে! আপনি কিরূপ অনুমতি করিতেছেন, বলিতে পারি না। এক্ষণে সেরূপ জ্ঞানবান্ গুরু কোথায়? সকলেই আপন আপন অর্থের আশয়ে শিষ্য করিতেছে। শিষ্যের কিছু থাক বা না থাক, মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটুক, পদার্পণমাত্র প্রণামি কিছু চাই; যিনি অর্থদানে সক্ষম হইলেন, তিনিই গুরুর প্রিয়পাত্র; হয়তো কৃপা করিয়া তাহার আলয়ে অবস্থান করিলেন; আর যিনি অর্থ দ্বারা শ্রীগুরুর মান রাখিতে অক্ষম হইলেন, তিনিই শ্রদ্ধাহীন, নাস্তিক, ভণ্ড ইত্যাদি বচনভাগী হইলেন। কাল-মাহাত্ম্যে দুঃখের কথা আপনাকে অধিক আর কি বলিব, উপস্থিত সময়ের গুরুজীরা ধনাঢ্যের সস্ত্যয়ন করিবার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু নির্ধনীর নাম উল্লেখ করিতে কষ্ট বোধ করেন। গুরুগিরি এখন ব্যবসায় পরিণত; গুরু শিষ্যে, সাংসারিক পরিজনবর্গের ন্যায় অর্থের সম্বন্ধ। ভাবিয়া দেখুন, যিনি লোভী স্বার্থপর

অর্থের দাস, তিনি নিশ্চয়ই জ্ঞানহীন; জ্ঞানহীন হইলেই ভবিষ্যৎ-অন্ধ হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। বলুন দেখি, যেব্যক্তি নিজে অন্ধ, অপর একজন অন্ধকে কিরূপে পথ দেখাইতে পারে?"

এই কথায় তাপস ক্ষণেক মৌনাবলম্বন করিয়া, পরে একটু মৃদু হাসিয়া দ্বিতীয় তাপসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মহারাজ! অন্ধ কাহাকে বলেন?"

"যাহার দুই চক্ষুহীন, দৃষ্টি-শক্তি নাই।"

ভাল, নরনাথ দর্শকের দৃষ্টিশক্তি না থাকিলে, অনুমান দ্বারা অনুভব ভিন্ন মনের ধারণা আর কিছুতেই করিতে পারে না?"

"আজ্ঞে! স্পর্শন, আস্বাদন, আঘ্রাণ দ্বারা দর্শনের কার্য্য করিতে পারে!"

"মহারাজ! যখন দ্রষ্টার দুই চক্ষুহীন হইলেও, দর্শনশক্তির ক্ষমতা থাকে, তখন অন্ধে কি অন্ধের চালক হইতে পারে না?"

"আজ্ঞে! যেব্যক্তি অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া উপস্থিত দার্শনিক জ্ঞানের কার্য্য করিতে পারে! পরিণামদর্শী ভিন্ন চালক কিরূপে হইতে পারে?"

"আপনিই বলিতেছেন, অন্ধই অন্ধ বিশ্বাসী হয়, অন্ধই পরিণামদর্শী নয়।"

"আজ্ঞে—"

"মহারাজ! আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, যিনি ভবিষ্যৎ ফল দেখিতে পান না, তিনি কখন ভালমন্দের বিচার করিতে পারেন?"

"আজ্ঞে! তাহা কিরূপে হইবে?"

"যদ্যপি তাহা না হইতে পারে, তাহাহইলে কিজন্য একে অপরকে অপরাধী বিবেচনা করে; ইহা মহাভ্রমের কার্য্য, আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে।"

আজ্ঞে! ভ্রমের কার্য্য কি প্রকারে বলিব; যখন চাক্ষুষ তাহার কর্ম্মকাণ্ড দেখিতেছি!"

"ভাল মহারাজ! আমরা যে এই জগতে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ ত্রিবিধ পদার্থ দেখিতে পাই, সে সকল নিত্য কি অনিত্য?"

"আজ্ঞে! অনিত্য, তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে!"

"আত্মীয়গণের সহিত যে সম্বন্ধ?"

"যখন মৃত্যু অনিবার্য্য জানিতেছি, তাহাও মিথ্যা!"

"এই অনন্তব্যাপী জগৎ যাহার অভ্যন্তরে আমরা বাস করিতেছি?"

আজ্ঞে! সময়ে ইহাও লয় প্রাপ্ত হইবে!"

"মহারাজ! আমরা যাহাদিগের সহবাসে বথায় বাস করিতেছি, যাহা দেখিতেছি, যখন সকলই মিথ্যা, তখন একমাত্র অপরের অপরাধ সত্য বা ব্যস্ত কখন কি ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? ভাবিয়া দেখুন, ইহা ভ্রান্তির কার্য্য কি না!"

গুরুজী! আমার অপরাধ লইবেন না। ভাল, মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি! জ্ঞান অজ্ঞানে জড়িত হইয়াই তো অপরাধের উৎপত্তি; সেই জন্যই তো স্রষ্টার সৃষ্টি! সেই স্রষ্টাই তো জীবাকারে সৃষ্টির পদার্থ হইয়া অপরাধী বেশে যাতায়াতে গর্ভযাতনা সহ্য করিতেছেন! তবে কিজন্য না সেই এক অপরাধ সত্যের সম্মান রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে?"

"তিনিই অপরাধ, তিনিই অপরাধী, তিনিই গুরু, তিনিই চেলা, তিনিই জ্ঞান, তিনিই অজ্ঞান, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি, তিনিই অণু, তিনিই প্রকাণ্ডকায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, অথচ তিনিই স্থলে, জলে, বনে, শূন্যে, সমীরণে, অরণ্যে, অট্টালিকায়, তাঁরই গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে, তাঁরই অন্বেষণ করিয়া বেড়ান কিজন্য? তিনিই তুমি, তিনিই আমি, সকলই তুমিও জান, সকলই আমিও জানি, অথচ উত্তর প্রত্যুত্তরে উভয়ে আজ ভিন্ন ভাব প্রকাশ করিতেছি কিজন্য?" "আত্ম বিস্মৃতি হেতু।"

"মহারাজ! বিস্মৃতিই ভ্রান্তি, বিস্মৃতিই মিথ্যার সত্য আকার, বিস্মৃতিই অন্ধ জানিবেন। যখন জগৎ অন্ধ তখন জগতস্থ জীবগণ যে অন্ধ হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? অন্ধের সমক্ষে সকলই অন্ধকার; সুতরাং অবলম্বনের আবশ্যক। শ্রীগুরু সেই অন্ধকারে অবলম্বনের স্বরূপ জানিবেন। গুরু সুরূপ বা কুরূপবান্ হউন, নির্গুণ বা গুণবান্ হউন, গৃহী বা সন্ন্যাসী হউন, সে পরীক্ষা লইবার আমার ক্ষমতা কোথায়? কারণ, আমি সক্ষম গুণবান্ পরীক্ষক নহি বলিয়াই অবলম্বনের আশ্রয় লইতেছি,

আমার অবলম্বনে রূপ গুণ থাকুক বা নাই থাকুক, সে অনুসন্ধানে আমার প্রয়োজন কি আছে? যখন প্রকৃতিগত হইয়া প্রকৃতির নিয়ম পালন করিতে আসিয়াছি, তখন প্রকারান্তরে কার্য্যোদ্ধার হইলেই হইল; আমি যদ্যপি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আমার লক্ষ্য স্থির রাখি, আমার অবলম্বন যতই কেন সামান্য হউক না, অবশ্য আমি আমার অভীষ্ট-পূরণে সক্ষম হইব। নচেৎ যিনি নীচগামী সন্দেহের তাড়নে পরীক্ষার দ্বারা গুরু-নির্ব্বাচনে নিযুক্ত হইলেন তাহার অন্তরে বিশ্বাস শূন্য হইল, বিশ্বাস শূন্য হইলে ভক্তি প্রেম কিছুই থাকিল না অগত্যা তিনি শূন্য অন্তরে শূন্য অন্ধকারে ঘুরিতে লাগিলেন, এক সন্দেহই তাহার ভয় ও কষ্ট যন্ত্রনার কারণ হইল। মহারাজ যখন সামান্য শুষ্ক বৃক্ষ শাখা অবলম্বনে বিশ্বব্যাপক প্রকাণ্ড দাবানল উত্থিত হইতেছে; সামান্য বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণে প্রকাণ্ডকায় দীর্ঘিকার সৃষ্টি হইতেছে; সামান্য ক্ষুদ্রকায় বিজ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষের উৎপত্তি; যখন কারণ সামান্য হইলেও কার্য্যফল অনন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; তখন পরম পদার্থের আংশিক আকার এক আত্মা কি অন্য আত্মার মুক্তির কারণ হইতে পারে না? মহারাজ যেমন এক আর এক যুক্ত হইলে তবে যোগ করা বলা যাইতে পারে; সেইরূপ আত্মায় আত্মায় আত্মিক রমণ ভিন্ন কিছুই হইবার উপায় নাই। এক মাত্র বিশ্বাস আর অবিশ্বাস ইহার কারণ জানিবেন। আপনি গৃহে গিয়া প্রত্যয়রূপ মাহা অস্ত্রের দ্বারা সংশয়চ্ছেদে নিযুক্ত হউন; তামশি রজণীর তম বিকাশ করিয়া যেমন দিপ্ত দিবাকর দেখা দেন আপনিও সেইরূপ মিথ্যার মোহ হইতে সত্যের উজ্জ্বল আভা চাক্ষস দেখিতে পাইবেন। ভাবিয়া দেখুন আপনি যে ললনার বিচ্ছেদ হেতু এই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন; সময়ে সেই ললনারূপ ছটাই আবার আপনাকে অবস্থান্তর করিতে পারে; কারন আপনার স্ত্রী সম্ভোগরূপ আশক্তি এক্ষণে অন্তরে বিরাজমান নচেৎ আপনি সহসা এ পথে পদার্পণ করিতে পারিতেন না। প্রেম অনুরাগের পূর্ব্ব লক্ষণ হইল বিরাগ; ভাল-বাসার বিচ্ছেদ অবস্থাই ভাল বাসার আকর্ষণ শক্তি জানিবেন। সেই জন্যই বার বার বলিতেছি, অগ্রে আশক্তির পরিতৃপ্ত করুন, পরে নিবৃত্তি মার্গে আসিবেন; নচেৎ ভিত্তি শূন্য গৃহে বাস করা আর নদীকূলে থাকা একই

কলিকাতা, ৩৯ নং সিমুলা ষ্ট্রীট; সান্ন্যাল-প্রেসে শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।
৩৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট; শ্রীমানিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্ম্মার নগদ মূল্য ৫০ পয়সা।

কথা। এই প্রকার উভয়ে কথোপকথন হইতেছে সহসা এক সস্ত্রধারী বীর পুরুষ আসিয়া দ্বিতীয় তাপসকে অভিবাদন করিয়া বলিল—

"মহারাজ দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন"

তাপস গৃবা উন্নত করিয়া বিরক্তি বঞ্জক স্বরে বলিল—

"দেবদাস এক্ষণ কি তোমাদিগের মনসাধ পূর্ণ হয় নাই? আমি সে দিবস পষ্টাক্ষরে তোমায় বুঝায়ে দিয়াছি আর আমি তোমাদিগের রাজ্য, বা রাজ্য সংক্রান্ত কোন বিষয়ের মঙ্গল প্রার্থি নহি। দ্বিতীয়বার আমায় বিরক্ত করিতে আর এস্থলে আসিও না। যদ্যপি আইস, অনিষ্ঠ ভিন্ন তোমাদিগের ইষ্ট ঘটিবে না; আমার সে সকল কথা কি বিস্মরণ হইলে?"

"আজ্ঞে আমি রাজ কার্য্য হেতু আপনার চিত্ত চঞ্চল করিতে আসি নাই!"

"তবে আবার কি অভিপ্রায়ে?"

"দেব! যোগেশ বাবু একবার মহাশয়ের সহিত শাক্ষাৎ ইচ্ছা করেন; যেরূপ অনুমতি হয় এদাস তাহাই প্রতিপালন করিবে।"

"কি বন্ধু যোগেশ বাবু এসেছেন! তার যে চণ্ডিতলায় যাইবার কথা ছিল সে বিষয় কি হইল?"

"আজ্ঞে তিনি চণ্ডিতলায় গিয়াচিলেন; সেই স্থান হইতেই আপনার শাক্ষাৎ ইচ্ছায় অদ্য আসিয়াছেন!"

"আচ্ছা যাও! যাও! শিঘ্র তারে সম্মান পূর্ব্বক লইয়া আইস! দেখিও পথে যেন আসিবার কষ্ট কোনরূপ না পান!"

দেবদাস "যথা আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। প্রথম তাপস সোৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মহারাজ যোগেশ বাবু কে? তাহার নিবাস কোথায়?"

"কোন বিশিষ্ঠ বংশীয় ভর্দ্র সন্তান বাস স্থান বেতসপুর।

"ব্রাহ্মণ?"

"আজ্ঞে!"

"উপাধি?"

"গঙ্গোপাধ্যায়!"

"আপনার সহিত কিরূপ সম্বন্ধ ?"

"আত্ম সম্পর্কিয় সম্বন্ধ বিশেষ কিছুই নয় তবে সখ্যতা সূত্রে প্রণয়।"

"দেখুন যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নামে আমার একজন পরিচিত ব্যক্তি আছেন তারও বাড়ি বেতসপুর সেই জন্যই আমি আপনার বন্ধুর সম্বন্ধে এতদূর জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম। বলিতে পারি না তিনিই আপনার বন্ধু কি না।"

"হতে পারে, যখন নাম ধাম উভয় ঐক্য হইতেছে তখন অনেকটা সম্ভব বলে বিবেচনা হয়। আচ্ছা মহাশয় তার কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি ?"

"দিব্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উজ্জল গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ; তার দেহায়তন দেখিলেই প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশাল বক্ষঃস্থলে নির্ভিকতা বিরাজমান; উন্নত গৃবায় উদারচেতা ও উন্নত অন্তঃকরণের পরিচয় দিতেছে; প্রসস্থ ললাটে, যেন নিস্বার্থ পরোপকার স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে; বিনয় ও নম্র যেন তাহার বাক্যে মাখান রহিয়াছে। মহাশয় অধিক কি বলিব সাধুর সর্ব্ব লক্ষণ সেই একাধারে নিহিত আছে, তিনিই প্রকৃত মুক্ত জীব।"

"মহাশয় আপনার বর্ণনার সহিত আমার বন্ধুর সমস্তই সৌসাদৃশ রহিয়াছে; বোধ করি আপনার অনুমানে ভ্রম না থাকিতে পারে। আপনার সহিত কোন স্থানে তার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল ?"

"সোম নাথ পর্ব্বতের দেব মন্দিরে, গত দোল পূর্ণিমা রাত্রে।"

"ঠিক! তিনিও আমার কোন কার্য্য উপলক্ষে উক্ত স্থানে ওই সময় গিয়াছিলেন। মহাশয়ের পরিচিত ব্যক্তিই যে আমার পরম বন্ধু যোগেশ বাবু তাহাতে আর অনুমাত্র ভ্রম নাই! কারণ তিনি আমায় এক সময় বলিয়াছিলেন, আমি যখন সোমনাথ পর্ব্বতে যাই, একটী মহাপুরুষের কৃপাতে সেই রাত্রের দৈব-দুর্ব্বিপাক হইতে প্রাণরক্ষা পাই।

ইত্যবসরে যোগেশ ও দেবদাস আসিয়া তাপসদ্বয়ের সম্মুখিন হইলেন। তৎদর্শনে প্রথম তাপস উৎফুল্ল আননে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া, দ্রুত পদক্ষেপে যোগেশ বাবুর নিকটবর্ত্তী হইল, যোগেশবাবু জীবন দাতা সন্ন্যাসীকে

চিনিতে পারিয়া ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া যেমন উহার পদরেণু লইতে যাইবে, অমনি তাপস উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া ভূ-পতিত যোগেশবাবুকে উঠাইয়া, গাঢ় আলিঙ্গনে কিয়ৎক্ষণ তন্ময় হইয়া; রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"মহারাজ ইনিই আমার সেই সদানন্দ পুরুষ!"

যোগেশবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল —

"ভগবান আপনি আনন্দময় সুতরাং আপনার সমক্ষে সকলি আনন্দের পদার্থ! রাজা উভয়ের অলৌকিক্ আলাপে, আনন্দে গদ গদ হইয়া, প্রেম-অশ্রুপাত করিতে করিতে, উভয়ের সান্নিধ্য হইয়া, উভয় বাহুদ্বারা উভয়ের কর ধারণ করিয়া নিদৃষ্ট আসনে লইয়া গিয়া বসাইলেন। পরে প্রিয় বন্ধুর সহিত পাথেয় ও দৈহিক সম্বন্ধে নানাবিধ স্বাদর সম্ভাসন করিয়া সাধু পুরুষকে বলিল—

"মহারাজজী! আমাকে সদাসর্ব্বদা বিষণ্ণ দেখিতেন এই বন্ধুর অদর্শনে।"

"মহারাজ আপনার যোগ্য পাত্রেই আপনি বন্ধুও স্থাপন করিয়াছেন; ঈশ্বর আশিসে আপনাদিগের প্রণয় সূত্র যেন চির দিনের জন্য অক্ষুণ্ণ থাকে। উনি কি উপলক্ষে এতদিন কোথায় গিয়াছিলেন?'

"কোন একটি বিধবার বিষয় উদ্ধার হেতু চণ্ডিতলায় গিয়াছিলেন!"

তখন প্রথম তাপস যোগেশবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"কেমন যোগেশবাবু! আপনার পরিশ্রম স্বফল হইয়াছে?"

যোগেশবাবু স্বভাব সিদ্ধ একটু মৃদু হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—

"আজ্ঞে সফল হওয়া অনেক দূরের কথা; এমন কি এই উদ্যম প্রকাশ করাতে আমায় কারাবাসে অবস্থান করিতে হইয়াছিল!"

যোগেশ বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে রাজা মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল,—

কি দুঃখের বিষয় আপনাকে কারাগারে বন্দি হইতে হইয়াছিল! কি অপরাধে?"

"আজ্ঞে অপরাধ উদ্যম প্রকাশ করা ভিন্ন আর কিছুই জানিনে।"

"বলুন কে সে নরপশু! যে আপনার সাধু অভিপ্রায়ের প্রতিবাদি হইয়াছিল! আমি এক্ষণি তাহার উচিৎ দণ্ড বিধান করিতেছি!"

"আজ্ঞে সে অন্য কেহই নয়, অনুমানে বুঝিলাম যাহার নিকট আমি গিয়াছিলাম; সেই চক্রির চক্রান্তে শেষে প্রাণ নাশের অবধি আশংকা হইয়াছিল যদ্যপি"

যোগেশ বাবুর কথায় বাধা দিয়া রাজা বলিল—

"যোগেশ বাবু আর আমি স্থির থাকিতে পারি না শীঘ্র আপনার ঘটনার বৃত্যান্ত পষ্ট খুলিয়া বলুন; আমি সে দুষ্টের দমন এই মুহুর্ত্তে করিব।"

যোগেশ বাবু যোগী বেসধারী রাজা সাথ্য সিংহের নিকট হইতে সনন্দ পত্র লওয়া অবধি; কুমদাকান্তের সহিত শেষ কথোপকথন যথা যথ বর্ণনা করিলে, প্রথম তাপস সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তাহার পর কি হইল যোগেশ বাবু?"

যোগেশ বাবু বলিলেন;—

"পরে একান্ত যখন আমি দেখিলাম মহারাজের সনন্দ ও আমার স্বানুনয় প্রার্থনা সকলি বিফল হইল; কার্য্যান্তরে ব্যপ্ত আছি বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, চণ্ডিতলা হইতে কাটোয়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রায় ক্রোশাধিক পথ অতিক্রম করিয়াছি; সহসা একখণ্ড বস্ত্র আমার পশ্চাৎ হইতে শূন্যভরে আসিয়া আমার উভয় চক্ষু ও মুখ আচ্ছাদন করিল; পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলাম কে যেন আমার পশ্চাৎ হইতে সেই বস্ত্র খণ্ডের উভয় প্রান্ত দেশ ধরিয়া বলপূর্ব্বক বন্ধন করিতেছে, আমি আকশিক বিপদ হইতে উদ্ধার আশয়ে বহুবিধ বেষ্টা করিলাম; কিন্তু করিলে কি হইবে অমনি চারি পাঁচ জন আসিয়া আমার উভয় হস্ত দৃড় রূপে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিল। তখন আমি নিরূপায় হইলাম, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম কি অপরাধে তোমরা আমর এরূপ যন্ত্রণা দিতেছ?"

রাজা সাথ্য সিংহ যোগেশ বাবুর কথা শুনিতে শুনিতে আহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া সহসা লাফাইয়া উঠিল। প্রসস্ত ললাটের শিরা সকল উর্দ্ধে উঠিল, চক্ষু ও নাশারন্ধ্র হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; অভিমাণ ও ক্রোধে অধির হইয়া দেবদাসকে বলিলেন,—

"দেবদাস তুমি এই মুহূর্ত্তে রাজধানি গিয়া সরদার শম্ভুরাওকে আমার আদেশ যানাওগে; যেন অদ্যই উপযুক্ত লোক দ্বারা চণ্ডিতলা হইতে জমিদার কুমদাকান্তকে বন্দি করিয়া আনা হয়, যেন কল্য প্রত্যুষে আমার সিংহাসনের তল দেশে তাহাকে বন্ধন অবস্থায় দেখিতে পাই। নচেৎ তুমি ও শম্ভুরাও উভয়েই রাজ দ্বারে দণ্ডিত হইবে; সাবধান আমার আজ্ঞা যেন প্রত্যক্ষরে পালন হয়!"

প্রথম যোগীবর রাজাকে ক্রোধে উন্মত্ত দেখিয়া শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ইসদ্ হাস্য সহ মৃদু মধুর বচনে বলিতে লাগিল।—

"রাজন! আপনিই কি সেই বিবেকী পুরুষ! যিনি ক্ষণপূর্ব্বে আমার অনুযোগ অবহেলা করিয়া, নিরাশক্ত হইয়া সংসারের প্রতি ঔদাস্য ভাব প্রকাশ করিতে ছিলেন! আপনিই কি সাম্যের সেই সহচর। চন্দ্রের কিরণ উষ্ঠ বোধে, পাদপ সকল যাঁর শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়া রাশি রাশি পুষ্প উপহার দিতেছিল। আপনিই কি সেই ধৈর্য্যের আধার। যাঁর ধারণা শক্তিতে মহিত হইয়া প্রকৃতি দেবী স্বহস্তে নব পল্লব রূপ ব্যাজনি লইয়া মৃদু মধুর ব্যাজন করিতে ছিলেন। ক্ষণপূর্ব্বে যাঁর বিনয় নম্র বচন মাধুর্য্য; পাখী সকল শাখী পরে আত্মনিন্দা করিতে করিতে নিরব হইয়াছিল? আপনিই কি সেই মধুর ভাষী!

যোগীর মিষ্ট ভৎর্সনায় রাজা সাখ্য সিংহ কথঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া, চিত্ত সংজত করিয়া করযোড়ে নম্র বচনে বলিতে লাগিলেন—

"মহারাজ-জী! এ দাসের অপরাধ ক্ষমা করুণ দেহি যেমন দেহের অসুস্থতা নিবন্ধন আকুল হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রিয়জন মধ্যে বন্ধুর বিপন্ন অবস্থা শুনিলে; ধৃতি স্মৃতিচ্যুত হয়। ধারণাশক্তির অনভব হইলেই মনের অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। আমারো চিত্তবিকারের কারণ তাহাই জানিবেন!"

"মহারাজ রিপুগত হইয়া কখন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না, তাহার পরিণাম ফল অতি বিষবৎ। বিশেষ ক্রোধ তুল্য শত্রু মানবের আর দ্বিতীয় নাই; আত্ম দম্ভ প্রকাশি অধপতনের হেতু জানিবেন; শত্রু সামান্য হইলেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। আরো দেখুন এ সময়ে ছিদ্রান্বেসি

মোগল গণ আপনার ধ্বংশ আশয়ে অবশর অনুসন্ধানে নিযুক্ত, সেই জন্যই বলিতেছি সময়ের সাংহায্য লইয়া কার্য্য করিবেন কোন বিপদ পাতের সম্ভাবনা থাকিবে না।"

"মহাশয়ের জ্ঞানগর্ভ আদেস আমার শিরোধার্য্য! বন্ধু যোগেশ বাবু! পরে কি উপায়ে দুষ্টের চক্রান্ত হইতে মুক্তি পাইলে ভাই?"

"যিনি ভগ্নোৎসাহ হৃদয়ের আশা, দুর্ব্বলের বল স্বরূপ, সেই নিত্যানন্দ ময়ের অপার করুণায় নষ্টের চক্রান্ত হইতে মুক্তিলাভ করিছিলাম। সে ঘটনা অতিব রহস্য পূর্ণ, আমি বন্দি হইবার দুই তিন দিবষ পরে এক দিন অপরাহ্নে নানারূপ চিন্তার ও যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর অবস্থায় অবস্থান করিতেছি; সহসা কুমদাকান্তের গুপীনাথ নামে জনৈক সেবাদান আসিয়া, এক খণ্ড কাগজ আমার হস্তে দিয়া বলিল, আপনি যদ্যপি এই পত্রে সাক্ষর করেন এই দণ্ডে মুক্তি পাইবেন? তখন আমায় বন্দি করিবার জমিদার বাবুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম, আর আমার হস্তাক্ষরে প্রতারক দৃড়রূপে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বিধবাকে বিষয় হইতে বঞ্চিৎ করিবে তাহাও আর জানিতে বাকি থাকিল না। অগত্যা বন্দি অবস্থাই আমার একান্ত প্রয়োজন বিবেচনায় আমি সাক্ষর করিব না স্থির প্রতিজ্ঞ হইলাম; গুপিনাথ নানা-বিধ কথার কৌশলে আমায় প্রলোভন দেখাইয়া; পরিশেষে রূঢ় বাক্যে আমার মৃত্যু অনির্ব্বাচ্য জানাইয়া প্রস্থাম করিল। আমি কখন আশার আশ্বাসে আনস্থ হইতেছি, কখন বা আসন্ন মৃত্যুর ছায়া দেখিতেছি। বহুবিধ চিন্তার তরঙ্গে মোহ অবস্থায় চকিতা চক্ষে একটি ত্রিশূল ধারিণী দেবীমুর্ত্তী দেখিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়ি। যখন চৈতন্যোদয় হইল, চাহিয়া দেখি সেই ত্রিশূল ধারিণীর অঙ্গে আমার মস্তক রহিয়াছে; আমি যখন আনন্দ উচ্ছাসে উঠিয়া বসিয়া, তাহার স্তব স্তুতি করিতে গেলাম, তিনি বলিলেন বাক্যব্য য়ের আর সময় নাই, শিঘ্র আমার অনুস্মরণ কর! তিনি দেবী কি মানবি, যোগীণি কি যোগেন্দ্রাণী কিছুই জানি না। তাঁরি কৃপাবলে সেই পাপস্থান হইতে অব্যাহতি পাইয়া ছিলাম।"

তাপস গম্ভীর ভাবে যোগেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি সেই যোগীণির কিছু পরিচয় পাইয়াছেন কি?"

যোগেশ বাবু নম্র স্বরে উত্তর দিলেন—

"আজ্ঞে না! যদিও তিনি আমায় কৃপা করিয়া প্রায় অর্দ্ধেক পথ সঙ্গিনী হইয়াছিলেন; তথাপি তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আমি অবসর পাই নাই। কারণ তার প্রমুখাৎ একটী শুভ সংবাদে আমি আনন্দে প্রায় বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়াছিলাম!"

রাজা সাধ্য সিংহ যোগেশ বাবুর কথায় বাধা দিয়া সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভাই! সে শুভ সংবাদ আমাদিগের শুনিতে কিছু বাধা আছে কি?"

"বাধা কিছুই নাই। আপনি যার জন্য সংসারকে বহুবিধ কষ্টের আকর ভাবিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন বুঝি কৃপাময়ের কৃপায় শীঘ্রই তার সহিত পুনঃমিলন হইবে।"

রাজা উৎফুল্ল আননে আনন্দে অধির হইয়া শীঘ্র হস্তে যোগেশ বাবুর উভয় হস্ত ধরিয়া বলিল—

"যোগেশ বাবু বল ভাই সত্য বল! রাজ্ঞি মঙ্গলা দেবী কি জীবিত আছে? সাধ্বী কি চণ্ডালের হস্ত হইতে তাহার অমূল্য রত্ন রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়াছে? ভাইরে তুমি যোগীনি প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছ যথাযথ সত্বর বল আর আমায় সন্দেহানলে দগ্ধ করিও না।"

'দেখুন কমলাদেবীর মন্দিরে যে পরমহংসকে আপনি পরম সাধু জ্ঞানে গুরু পদে বরণ করিয়াছিলেন সেই নৃসংসই দেবীর কষ্ট যন্ত্রণার কারণ ঘানিচ্ছেন; তারি কু অভিসন্ধিতে তাকে বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছে?"

ভাইরে! তা আমি সেই দিবসি বুঝিতে পারিয়াছি; এক্ষণ কি কৌশলে সেই পাষণ্ড রাজ্ঞিকে অপহৃত করিল? আর কি উপায়ে দুর্ব্বল অবলা বলিষ্ঠ শত্রুর হস্ত হইতে আপন মান মর্য্যাদা রক্ষা করিল, সেইগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বলিয়া আমায় বাধিত কর, ক্রমেই আমার অন্তর বড়ই আকুল হইতেছে।"

দেখুন যে দিবস সন্ধ্যার প্রাকালে রাজ্ঞি, কমলা দেবীর আরতি দর্শন ইচ্ছায় কমলা মন্দিরে যাত্রা করেন, সেই দিবস ভণ্ড পরম হংস রাজ্ঞীর অলৌকিক শ্রীসৌন্দর্য্যে মহিত হইয়া তাহারি কতকগুলি বলিষ্ঠ অনুসঙ্গিকে মঙ্গলা দেবীকে বন্দি করিবার আদেশ দেয়, পরে যখন রাজ্ঞী দেবীর আরতি

দর্শন করিয়া নদীতিরে ফিরিয়া আসেন সেই সময় পরম হংসের আনুসঙ্গিকগণ আসিয়া আক্রমণ করে, আপনার অনুচরগণ উহাদিগকে দস্যুবোধে যথা সাধ্য গতি রোধ করে। শেষে পরমহংস প্রেরিত লোক সংখ্যায় অধিক থাকায়, রাজ অনুচরগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। সেই সময় পরমহংস স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কিত্রম কোপ প্রকাশ করিয়া ছলনা বাক্যে উহারি অনুসংঙ্গি দলকে তাড়াইয়া দিয়া ; রাজ্ঞিকে আসস্ত বাক্যে সান্তনা করিয়া বলে—দেবী ভুথিত হইবেন না মহারাজের অনাবধান বশতঃ এ স্থানে দস্যুদল অতিশয় প্রবল হইয়াছে, চলুন আপনার সহিত আমি অদ্যই রাজধানি যাত্রা করিয়া মহারাজকে এ সকল বিষয় জ্ঞাত করাইব। সরলা সরল অন্তরে তাহাই অনুমোদন করিল ; অমনি পরমহংস শিক্ষিত তরি সেই তটে আসিয়া উপস্থিত হইল, রাজ্ঞী ভণ্ডের প্রতারণা না বুঝিয়া বিনা সন্দেহে পরমহংসের সহিত তাহাতে আরোহণ করিলেন। ধুর্ত্ত রাজধানি যাত্রার ব্যাপোদেষে রাজ্ঞীকে লইয়া গিয়া নদীতির সংলগ্ন নিবিড় অরণ্যের মধ্যস্থিত একটী ভগ্ন অট্টালিকায় বদ্ধি করিল।

তাপস যোগেষ বাবুর কথা শুনিয়া অস্থির অন্তরে সহসা বলিয়া উঠি-লেন। কি সর্ব্বনাশ! তার পর—

রাজা সাথ্য সিংহ যোগীবরকে বলিলেন—

মহারাজজী এক্ষণি আশ্চর্য্য হইবেন না শুনুন! শুনুন!! আমার দীক্ষা দাত' গুরুর গুণ আরো শুনুন তখন বুঝিতে পারবেন কি জন্য আমি গুরু নিন্দা করি ;"

তাপস সাথ্য সিংহের কথায় কিঞ্চিৎ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"নরনাথ আমি আপনাকে গুরু নিন্দা করিতে নিবারণ করি কি জন্য বলি শুনুন ; দেখুন একের কার্য্য ফল কখনই অপরে ভোগ করে না ; সাধু ও তস্কর তাহার জাজ্জল্য প্রমাণ। তস্করের কার্য্য পর দ্রব্য অপহরণ করা, স্থতরাং তাহার কার্য্যের পরিণাম ফল প্রহরিগণ প্রপিড়িত হইয়া কারাবাস। সাধুর কার্য্য সংযমী হওয়া ; স্বার্থত্যাগী না হইলে সংযমী পুরুষ হয় না, স্বার্থ শুন্য দেখিলে রাজা প্রজা কে না তাহাকে আদর করে? মহারাজ এই বিশাল কর্ম্ম ক্ষেত্রে জীব মাত্রেই কর্ম্মে আবধ্য, কেহ বা প্রবিত্তি মার্গে

কলিকাতা, ৩৯ নং সিমলা ষ্ট্রীট ; সান্যাল-প্রেসে শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।
৩৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট ; শ্রীমানিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি ফর্ম্মার নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

নিযুক্ত. কেহবা নিবৃত্তি মার্গে আত্ম উৎসর্গ করিয়াছে। যাহা মন ও জ্ঞানের অতিত সেই চিতানন্দময় চৈতন্যই ইহার নিয়োগ কর্ত্তা, মন চৈতন্য সংযুক্ত হইয়া এই স্বাকার জড় দেহকে চালিত করিতেছে; ইচ্ছা রুচিভেদে জ্ঞানের তারতম্য ভেদে কার্য্যে আবদ্ধ হইতেছে; কার্য্য দেহাকার অবলম্বন করিয়া ফল উৎপন্ন করিতেছে অগত্যা দেহি কার্য্য অনুরূপ ফলভোগী হইতেছে। মহারাজ তুমি কর বা আমি করি ও সকল ভ্রম বিশ্বাস পরিত্যাগ করুন; পরনিন্দা বা পর চর্চ্চায় কি লাভ আছে? আত্মোন্নতির চেষ্টার যে চেষ্টিত সেই স্বনামা পুরুষি ধন্য।"

যোগীবর মধুর সান্তনা বাক্যে রাজা সাথ্য সিংহকে গুরু নিন্দা হইতে বিরত করাইয় যোগেশ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"মহাশয় পরে মঙ্গলা দেবী কি উপায়ে সেই ভগ্ন অট্টালিকা হইতে মুক্তি পাইলেন?"

"দেখুন মহারাজ্ঞীর এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই কমলা মন্দিরে একটী ভৈরবী বাস করিতেন, কোন কারণ বশত পরমহংসের চরিত্র প্রতি সন্দিহান হইয়া তিনি প্রতি নিয়ত উহার কার্য্য কলাপে দৃষ্টি রাখিতেন, সেই দৃষ্টি রাখার কারণ রাজ্ঞীর বিপন্ন অবস্থা যানিতে পারেন। জানি না যে অলৌকিক শক্তি প্রভাবে তিনি কুঞ্চিকাবদ্ধ কারাগৃহ হইতে আমায় মুক্তি করিয়াছিলেন, সেই ক্ষমতা বলে নিশা শেষে সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যস্থ অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়া পরমহংসের অসাক্ষাতে রাজ্ঞীকে লইয়া ভারত ভাণ্ডার নামে একটি পান্থশালায় যাইয়া বিশ্রাম করেন। পরে যাত্রা উপযোগী উপযুক্ত যান বাহন অন্বেষণে ভৈরবী পান্থশালা হইতে বহির্গত হন। বলা বাহুল্য রাজ্ঞীকে দেখিতে না পাইয়া ধূর্ত্ত তাহার ছুর অভিসন্ধি সিদ্ধ আশয় উহাদিগের উভয়ের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। যে সময় ভৈরবী ভারত ভাণ্ডার হইতে নিক্রান্ত হইয়াছিলেন; পরমহংস সেই সময় পান্থশালায় যাইয়া যথেষ্ট অর্থের সাহায্যে দৌবারিককে বশিভূত করিয়া বসে, যেন ভৈরবীকে পুনরায় আর না প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। দ্বরোবান অর্থ লোভে স্বীকৃত হয়। ভৈরবী যান বাহনের সহিত পুঃন প্রত্যাগত হইয়া পরমহংসের কৌশলে তাড়িতা হন। পরমহংস অর্থের আনুকূল্যে মঙ্গলাদেবীর গৃহে গিয়া আপন

মনভাব ব্যক্ত করে, পরে অধ্যক্ষ্যের ভয়ে বিফল মনরথ হইয়া ফিরিয়া আইসে। চতুর্থ দিবসে পূনঃরায় পাপিষ্ট ছদ্মবেসে যাইয়া যথেষ্ট অর্থ দ্বারো-য়ানকে দিয়া রাজ্ঞির গৃহে প্রবেশ করে। এ দিকে যোগীনি যথেষ্ট অনুবল সংগ্রহ করিয়া দস্যু বেশে রাজ্ঞীকে উদ্ধার আশয় সেই দিবস উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া অবসর অপেক্ষা করিতেছিল। যখন দ্বারোবান পরমহংসকে লইয়া মঙ্গলাদেবীর গৃহাভিমুখে যাইতেছিল, সেই সময় ছদ্মবেশী দস্যুদল অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আম্রকানন মধ্যে লুক্কাইত হয়। পরে যখন কামুক কামান্ধ হইয়া রাজ্ঞীর প্রতি বল প্রয়োগে উদ্যত হয়। তুস্ত বেসধারিনি ভৈরবী আসিয়া সেই সময় উহার কেশাকর্ষন করত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধরাসায়ি করিয়া, মঙ্গলাদেবীকে লইয়া প্র ান করেন। এদিকে যোগীনির অনুচরগণ নিদ্রিত দ্বার রক্ষকগণকে বন্ধন করিয়া যে যাহার গন্তব্য স্থানে পলায়ন করে। যোগীণির অলৌকিক কার্য্য কলাপে তিনি দেবী কি মানবী আমি কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। তিনি আমায় বলিয়া দিয়াছেন রাজ্ঞীর জন্য মহারাজকে চিন্তা করিতে হইবে না, তিনি আমার নিকট দিব্য সুখ সচ্ছন্দে আছেন; আগত শুক্ল দ্বাদশি তিথিতে নিশা শেষে গণ্ডকি নদীতিরে যান বাহনা লইয়া অপেক্ষা করিবেন রাজ্ঞীর সহিত আপনার পুনঃ মিলন হইবে।"

তাপস যোগেশ বাবুর কথা সমাপ্ত হইলে বলিলেন,—

"দেখুন মহারাজ ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের জীবন কি না? এক্ষণে আসুন অদ্য আমার আশ্রমে সকলে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, বেলা অধিক হইয়াছে কল্য প্রত্যুষে রাজধানি অভিমুখে সুভ যাত্রা করিবেন।"

রাজা সহচরগণের সহিত তাপস আজ্ঞা শিরধার্য্য করিয়া উহার অনুসরণ করিল।

সময় সুখের কি দুখের।

সময় সুখের কি দুঃখের এ কঠিন সমস্যার মিমাংসা করা অতিব দুরূহ? অনন্ত অনন্ত কাল হইতে সময়ের স্রোত চলিয়াছে, গতির বিরাম নাই। অনন্ত অনন্ত কাল হইতে জীবের উৎপত্তি, স্থিতির স্থিরতা নাই। সময়ের সুত্র ধরিয়া ক্রমান্বয় জগতের উৎপত্তি নিবৃত্তি; জীবের আকার লইয়া জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব। সময় ও জীবে সমাবেশ হইয়া জগতের উপাদান কার্য্য নির্ব্বাহ করিছে; জগৎ, সময় ও জীবের নিমিত্ত কারণ। জীব হইতে জগৎ পৃথক হইলে, শুন্যে শুন্য মিশাইয়া বিন্দু প্রাপ্তি হয়; সময় হইতে জগৎ স্খলিত হইলে, প্রলয় শিমায় পদার্পন করে, পরক্ষণেই জীবের সঞ্চারে প্রকাশ পায়; সময় ধারা বাহি হইয়া চালিত করে। জীব সঞ্চার না হইলে জগৎ প্রকাশ পায় না; সময় ধারা বাহি না হইলে জগতের জড় ভাব অন্তহৃত হয় না। এক বিন্দু হইতেই জগৎ, জীব ও সময় পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইতেছে, ও লয় হইতেছে। জগৎ গুণময় পদার্থের সমষ্টি, জীব বিন্দুর সুক্ষ্ম অংশ, সময় জীবের ছায়া স্বরূপ কায়ার অগ্রগামী হইয়া অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে লইয়া যায়। তাহার প্রমাণ মীণ সকল জল মধ্যে চলিয়া যাইলে, জলের সূক্ষ্ম অংশ বা রেণু সকল সংঘর্শনে হিল্লোল উত্থিত হইলে, যেমন স্মৃতি যোগে জ্ঞানে আমরা তাহা উপলব্ধি করি; সেই প্রকার সময় চলিয়া গেলে স্মৃতিতে চৈতন্য প্রকাশ পায়। চৈতন্য জীবের সুক্ষ্ম অংশ যোতিময় পদার্থ জ্ঞানে অনুভব হয়; জ্ঞানের আবির্ভাব মনে, মন দেহের তেজোময় পদার্থ, দেহ গুণময় পদার্থে গঠিত। দেহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে মনের মার্জ্জিত অবস্থা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মন ও জ্ঞান উভয়েই তমসাচ্ছন্ন অন্ধ—কারণ চৈতন্যের তাড়িত আঘাত ব্যতীত মন বা জ্ঞানের জড়ভাব অপনিত হয় না, সেই কারণ জ্ঞান হইতে চৈতন্য শ্রেষ্ঠ, চৈতন্য হইতে পরমাত্মা বা বিন্দুর অনু স্বরূপ জীব শ্রেষ্ট। মন ও জ্ঞানের ভাব ভাষায় প্রকাশ পায়, চৈতন্যের ভাব স্মৃতিতে অনুভব হয়। সময় চলিয়া যায় চৈতন্য স্মৃতীকে চেতনা করে,

স্মৃতী জ্ঞানকে চিন্তার পরিণত করে, চিন্তাকে ধারণা করিয়া মন আনন্দে হউক বিষাদে হউক বা ঔদাস্য ভাবে হউক হাসিতে কাঁদিতে কিম্বা ভাসিতে থাকে; দেহগত ইন্দ্রিয়গণ মনের অধিন সুতরাং অন্ত জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়গণ মন ভাব ভাষার হউক বা অঙ্গ সংস্কার দ্বারা হউক বাহ্য জগতে প্রকাশ করে। সুখ দুঃখ ভোগ বিলাশ, কষ্ট, যন্ত্রনা, হর্ষ, বিষাদ, ইত্যাদি দেহ হইতে চিন্তার শেষ সিমা জ্ঞান অবধি স্থান পায়, কারণ দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ খিতি, অপ, তেজ, মরুত, বোম, এই পঞ্চ মহা-ভূতের পঞ্চগুণ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ হইতে সৃজিত। মিশ্রিত পদার্থ হইলেই মিশ্র অংশ সকল যে যাহার প্রধান্য দেখাইবার জন্য মিশ্রিত বস্তু-টিকে আকর্ষণ করে, অগত্যা তাহার স্থিতির স্থিরতা থাকে না, এই স্বভাব সিদ্ধ নিয়ম হেতু গুণগ্রাহি ইন্দ্রিয়গণের আরাম স্থান মনকে অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে হয়; কিন্তু চৈতন্য ও জীব ওই সকল ভোগ বিলাষ হইতে নির্লিপ্ত কারণ এক শুদ্ধ সত্ব তাহাদিগের আধার স্থান। একেরঅংশ কথণই দুয়ের অন্তগত হইতে পারে না, দুয়ের অন্তগত না হইলে দ্বীভাব থাকে না, দ্বীভাব না থাকিলেই সমভাবাপন্ন হইবে তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে? বিন্দু হইতে বিন্দুর মধ্যস্থিত রেখার সমভাব আছে বলিয়া সকলে তাহাকে সরল বলে। সরল হইল সতের উৎকর্ষ অবস্থা, সৎ হইল স্থায়িত্বের বিশুদ্ধ ভাব। অবিনশ্বর জীব যেমন নশ্বর দেহে লিপ্ত হইয়াও নিলিপ্ত ভাবে অবস্থান করে, সময় সেইরূপ জগতের অবলম্ব হইয়াও নিরব-লম্ব ভাবে অবস্থান করে। সুখ দুঃখ ইত্যাদি যেমন মনের বিকৃত অবস্থা অনুভব মাত্র। গৃশ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতুগণ সেইরূপ জগতের ভিন্ন ভাব আর কিছুই নয়। জীবের সহিত কায়ায় যেমন কোন সম্বন্ধ নাই অথচ কায়ার হিতর্থে তাহার অন্তগত হইয়া মনের অবস্থান্তরকে চৈতন্য যোগে সাম্যভাব আনিয়া ক্ষণ শান্তি প্রদান করিতেছে; সেইরূপ জগতের সহিত যদিও সময়ের কোন সম্বন্ধ নাই, তথাচ সময় জগতে জড়িত হইয়া; সমতার সুত্র ধরিয়া, তাহার বিকৃত অবস্থাকে সমভাবে বিভক্ত করিতেছে। জীবও সময়ে ভাব একই, কার্য্য একই উভই সতের সত্তা বিশেষ। সময় জগতের অন্তমুখ হইয়া আচ্ছাদন স্বরূপ শুন্যে অদৃস্য হয়; জীব জগতের মধ্যস্থিত

হইয়া দেহ অবলম্বনে বহিঃমুখে প্রকাশ পাইতেছে। সময় ও জীব স্ফীত হইয়া জগতের সৃজন করিতেছে; গুণময় পদার্থ সকল মধ্যগত হইয়া তাহাদিগের বিশেষণ পঞ্চিকৃত করিয়া, আকার ধরিয়া হাসিতেছে কাঁদিতেছে—নাচিতেছে উচ্ছাসে ভাল মন্দ বলিয়া সময়ের প্রতি অভিযোগ করিতেছে—জীবকে ভিন্ন ভাবিয়া নিমিত্ত কারণ বলিতেছে, আবার যে যাহার আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে বিভিন্ন হইয়া কয়ার অবশান করিতেছে। "সময় সুখের কি দুঃখের" কান্নার কাতর উচ্ছাস শব্দ মাত্র, নচেৎ সময়ে সুখ বা দুঃখ কিছুই মিশ্রিত নাই। সুখ দুঃখ মনের বিকৃত অবস্থা সেই তাহা ভোগ করে কিন্তু জীব তাহার ছন্দাংশ অনুভব করে না। জগৎ পঞ্চভূতাত্মক বলিয়াই নশ্বর, কারণ পঞ্চিকৃত পদার্থ কখনই নিত্য বস্তু হইতে পারে না, নিত্য না হইলেই স্থিতির স্থিরতা থাকে না—যাহার স্থিতি নাই সেই পরিবর্ত্তনশীল; তাই আজ সে রাম নাই, সে অযোধ্যা নাই, সে সিতা নাই, সে সাবিত্রি নাই, তাই আনন্দে বিষাদ, সুখে দুঃখ, আরামে যন্ত্রনা ইত্যাদি আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়; তাই সুরম্য উদ্যানে শ্মশান, মনোহর রাজ প্রাসাদে নিবিড় অরণ্য প্রভৃতি নিত্য নব চিত্রপট দেখিতে পাই; জগৎ পরিবর্ত্তনশিল বলিয়াই আজ চিতোর বীর শুন্য আর্য্য গৌরব রবি যবন চরণ তলে লুণ্ঠিত; জগৎ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়াই কালে যে মাড়োয়ার প্রদেষ শোক দুঃখের আধার স্থান হইয়াছিল আজ যেন নব জীবন পাইয়া আনন্দ আননে হাস্য করিতেছে। এত দিন বিষাদ চিহ্ন স্বরূপ যে সকল রাজ পথ আবর্জ্জনায় পূর্ণ ছিল, আজ তাহা পূর্ণ কুম্ভ, আম্র শাখা, নানা রংয়ের পতকায় শোভিত, পুতী গন্ধের পরিবর্ত্তে অগৌর চন্দন গন্ধে পথিক মাত্রেরি প্রাণ মাতাইতেছে। শোক ও যন্ত্রণাগার স্বরূপ এত দিন যে সকল গৃহে প্রতিনিয়ত কাতরোচ্ছাস শোনা যাইত, আজ সেই সকল গৃহে নপুর মৃদঙ্গ, মুরলি, রবাব, বীনার শব্দে পূর্ণ। যে সকল নগরবাসীগণ মলিন বাষে ও শোকাশ্রুতে শ্রীহীন হইয়া ছিল, আজ সেই সকল নর নারীগণ দিব্য অবস্থা অনুযায়িক সুন্দর বেষ ভূশায় ভূষিত, পরস্পর প্রেমালাপে মত্ত। এত দিন যে সকল গবাক্ষ আবদ্ধ ছিল, আর তাহা উন্মুক্ত হইয়া সুন্দরির মুখশ্রীতে শোভা পাইতেছে।

আজ রাজা মাধ্য সিংহ এত দিনের শূন্য সিংহাসন পুনরায় অধিকার করিয়া বসিয়াছেন; দক্ষিণে বেদ বিসারদ ব্রাহ্মণগণ ও একখানি সতন্ত্র আসনে প্রথম তাপস শোভা পাইতেছে; বামে মিত্র যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও অমাত্যগণে পূর্ণ। সম্মুখের আসনে নগরবাসী সম্ভ্রান্ত সভ্যগণ আসীন। বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতেছে, শান্তি গৃহে বেদ পাঠ হইতেছে; দুর্গে সিংহ দ্বারে, রাজ পথে, সুমিষ্ঠ রাগ রাগিণিতে আলাপ করিয়া বাদ্যকরগণ বাদ্য করিতেছে। প্রতি গৃহে, প্রতি পল্লিতে, প্রতি রাজ পথে, যেন আনন্দের লহর ছুটিয়াছে। আজ মাড়ুয়ার দেশ যেন অমর নগরি বলিয়া ভ্রম হয়। পুনরায় রাজ কার্য্য সকল নিত্য নিয়মিত রূপে সুশৃঙ্খলে চলিতে লাগিল প্রজাগণ অরাজক হেতু শোক দুঃখের ও কষ্ট যন্ত্রনার আস্বাদ ভুলিয়া গেল; সুখের দিন দেখিতে দেখিতে বহিয়া চলিল। আজ শুক্ল পক্ষির দ্বাদশী তিথি রাজা মাধসিংহ নৈমিত্তিক রাজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বৈকালিক বায়ু সেবনার্থ রাজবাটী সংলগ্ন উদ্যানের লতাকুঞ্জে ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে করিতে আসিয়া উপবেশন করিল। প্রিয়া সমাগম আশায় আনন্দে বিষাদে ও সন্দেহে অধির হইয়া করতলে কপোল সংলগ্ন করিয়া চিন্তার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। তাহার অজ্ঞাতসারে দিনমণি কমলিনিকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেল; নিশা সতী কুমদ বান্ধবকে বক্ষে লইয়া হাসিতে হাসিতে রাজার অবস্থা দেখিতে লাগিল। যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রাজ আদর্শনে অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে কুঞ্জদ্বারে আসিয়া রাজ দর্শন পাইয়া বলিল—

"মহারাজ আমি আসিয়াছি?"

রাজা চমকিত হইয়া সহসা গাত্রোত্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"ভাই রাত্রি কত হইয়াছে?"

"প্রায় দ্বিপ্রহর।"

"তাহা হইলে বোধ করি তাহারা আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।"

"আজ্ঞে সে জন্য চিন্তা নাই আপনি একটু সত্বর হউন!"

"যান বাহন।"

"সমস্ত প্রস্তত।"

"এই রূপ কথোপকথনের পর উভয়ে প্রকাশ্য রাজ পথে আনিয়া উপযুক্ত যান বাহন সমভিব্যাহারে লইয়া যথা সময়ে গণ্ডকি নদীতিরে আসিয়া ভৈরবী ও রাজ্ঞী মঙ্গলাদেবীর আসার অপেক্ষা করিয়া নানাবিধ সন্দেহ পূর্ণ বাক্যালাপে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নদী গর্ভে একখানি ক্ষুদ্র তরী দেখা দিল, ক্রমে তটে আসিয়া লাগিল, তদ্দর্শনে রাজা ও যোগেশ বাবু আনন্দে অধির হইয়া উঠিয়া দাড়াইলেন; তরী হইতে একটি ত্রিশূল ধারিণী ও একটি অবগুণ্ঠনাবৃত রমনী অবতরণ করিয়া ক্রমে উহাদিগের সানিধ্য হইল। ত্রিশূল ধারিণী ভৈরবী উৎফুল্ল আননে মহারাজ এই আপনার হারাধন নিন বলিয়া অবগুণ্ঠন বতির কর ধরিয় রাজা সাধ্য সিংহের করে অর্পণ করিলেন। রাজা আনন্দে গদ গদ হইয় ভৈরবীর চরণ ধুলি মস্তকে লইয়া বলিল—মা! আপনার অপার করুণায় আজ এ দাস কৃতার্থ হইল। এক্ষণে পদধুলি দিয়া অধমের পুরি পবিত্র করিবেন চলুন, রাত্র অধিক হইয়ছে আর এ স্থলে থাকা যুক্তিসিদ্ধান্ত নয়।

রাজার আগ্রহাতিশয় ভৈরবী সান্ত্বনা বাক্যে শান্ত করিয়া পুনরায় তরী আরোহণে গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল। রাজা ক্ষুণ্ণ মনে স্বস্ত্রিক রাজ ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল, রাজপুরি মাঙ্গলিক পদ্যে পূর্ণ হইল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই পুস্তক (ভবের-হাট) প্রথম হইতে দ্বাদশ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত মায়া প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল।

শ্রীমাণিকলাল চট্টোপাধ্যায়।